ভাষা বিজ্ঞান

নামক

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত।

ভাষা বিজ্ঞান

নামক

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত।

কলিকাতা।
হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত
ও
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী প্রেস হইতে
শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১৬ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

—o—

মাতর্ব্বঙ্গভূমে! নমস্তুভ্যে।

ভাষার উন্নতি-সাধনার্থ ব্যাকরণ-শাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। প্রাচীন লোকদিগের তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণ অতি উৎকৃষ্ট। সেই সকল ভাষার ব্যাকরণ পড়িলেই তদ্ভাষায় মোটামুটি ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। আধুনিক ভাষা সমূহের ব্যাকরণ তাদৃশ সুসম্পন্ন নহে। তাহাদের ব্যাকরণ পড়িয়া ভাষা জ্ঞানের চতুর্থাংশ লাভ হওয়া সুকঠিন। কিন্তু আধুনিক ব্যাকরণগুলি সমধিক সুশৃঙ্খল এবং তাহাতে ভাষার উৎপত্তি সংবৃদ্ধি. পরিবর্ত্তন এবং রচনা প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচনা থাকে। যাহা প্রাচীন ভাষার কোন ব্যাকরণে নাই। বোধ হয় প্রাচীন বৈয়াকরণগণ এই সকল বিষয় ব্যাকরণের অংশ জ্ঞান না করিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের অংশ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তজ্জন্য তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে ব্যাকরণে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আমার বিবেচনায় উপরি উক্ত বিষয়গুলি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এ জন্য আমি এই ব্যাকরণে তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলাম। ফলতঃ আমি প্রাচীন ভাষার এবং নব্য ভাষার ব্যাকরণ সমস্ত মন্থন করিয়া যে খানে যাহা উৎকৃষ্ট দেখিলাম তাহা সমস্তই গ্রহণ করিলাম।

এ পর্য্যন্ত সত ভাষায় যত ব্যাকরণ হইয়াছে, তৎ সমুদায় অপেক্ষা আমার এই ব্যাকরণ সুশৃঙ্খল এবং সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার অভিপ্রেত। সেই উদ্দিশ্য সাধন জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। বাঙ্গালাভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভার্থ যাহা কিছু জানা আবশ্যক আমি তাহা সমস্তই যথাসাধ্য এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ঠ করিয়াছি। আমার (যত্ন ও পরিশ্রমের) চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে সুবিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বাঙ্গালা ভাষার যে যে বিষয়ে অভাব ছিল আমি তাহা সমস্তই পূরণ করিয়াছি। অভাব পূরণ করিতে হইলেই তাহা নূতন করিতে হয়। সুতরাং আমিও অভাব সংকুলন জন্য কিছু কিছু নূতন সংযোগ করিয়াছি। সকল দেশে সকল কালেই এইরূপে অভাব পূরণ হইয়া থাকে। আর তদ্দ্বারা কোন ক্ষতি না হইলে সকল লোকেই তাহাতে অস্পষ্ট সম্মতি দিয়া থাকে। দেশের সমস্ত লোক একত্র হইয়া ভাষার অভাব দূরীকৃত করা কোন দেশেই ঘটে না বিশেষতঃ আমাদের দেশে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ জন্য দেশস্থ লোকের নিকট প্রার্থনা যে আমি যাহা নূতন যোগ করিয়াছি, তাহা দুষ্য না হইলে, তাহাতে সকলেই সম্মতি প্রদান করেন।

আমাদের দেশে নানা কারণে কতকটি অশুদ্ধ শব্দ সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগকে নিপাতন সিদ্ধ বলিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ বিরুদ্ধ হয়। অথচ যাহা সমস্ত দেশে প্রচলিত তাহাকে অশুদ্ধ বলাও অনুচিত। সেই সকল শব্দ সম্বন্ধে দেশস্থ লোক দিগের মতামত জানিলে এই ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণে তদনুযায়ী বিধান করিব।

উদাহরণ।

১। কৃষ্ ধাতু + অক = কর্ষক হয়। কিন্তু অশুদ্ধ "কৃষক" শব্দ সর্ব্বত্র প্রচলিত।

২। সৃজ্ + অনট = সর্জ্জন। কিন্তু অশুদ্ধ "সৃজন" শব্দ চলিত হইয়াছে।

৩। নি + যম্ + ক্ত = নিয়ত। কিন্তু "নিয়মিত" শব্দ প্রচলিত। নিয়ম শব্দটিকে নাম ধাতু করিয়া তাহাতে ক্ত প্রত্যয় করিলে নিয়মিত হয়। কিছুতেই "নিয়মিত" শব্দ সিদ্ধ হয় না।

৪। যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির অধিকারী তাহাকে "চৌধারী" বলা যায়। গ্রাম্য ভাষায় চৌধারী শব্দের অপভ্রংশে "চৌধ্রী" বলে। সেই চোধ্রী শব্দ সংস্কৃত করিতে গিয়া ভ্রম বসতঃ "চৌধুরী" শব্দ চলিত হইয়াছে। চৌধুরী পরিবর্ত্তে চৌধারী শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

৫। অনেক সম্ভ্রান্ত বংশে "মল্লিক" উপাধি আছে। তাঁহারা কেহ কেহ মল্লিকের স্থানে "মৌলিক" লিখিয়া থাকেন। মৌলিক শব্দ সহ মল্লিক শব্দের কোনই সম্বন্ধ নাই।

আরবীভাষার মালিক শব্দে "প্রভু" বুঝায়। সেই মালিক শব্দের অপভ্রংশে আফ্‌গানিস্থানে প্রচলিত পুশ্‌তো ভাষায় "মল্লিক" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আফ্‌গানিস্থানে প্রধান লোক বা সামন্তদিগকে সর্দার বা মল্লিক বলে। এজন্য মল্লিক শব্দের স্থানে মৌলিক শব্দ প্রযোজ্য নহে।

৬। বিষন্ন, বিপন্ন ও ক্ষুন্ন শব্দের শেষে 'ন'কার দুইটির স্থলে মূর্দ্ধন্য ণকার বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় সর্ব্বত্র চলিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ নিষ্পন্ন, প্রপন্ন প্রভৃতি শব্দের শেষ ন কার দুইটি যে কারণে মূর্দ্ধন্য হইতে পারে নাই। ঠিক সেই কারণে বিষন্ন, নিষন্ন, এবং ক্ষুন্ন শব্দের অন্ত্য ন কার দ্বয় মূর্দ্ধন্য হইতে পারে না।

গ্রন্থকার।

অশুদ্ধ শোধন পত্র।

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ শব্দ	যাহা বিশুদ্ধ
৩	১	হইয়াছিল	হইয়াছে।
৪	১০	ভাষায়	ভাষার।
৯	২১	ক্ষরোতি	ক্ষরতি।
৬	২৮	ইহুদি আরব	ইহুদি ও আরব।
৬	২৯	খৃষ্টান	খৃষ্টান।
৭	১	ভাষা দ্বারা	ভাষার আলোচনা দ্বারা।
৮	৯+১০	আদিম ভাষা লাটিন ভাষা হিব্রু আরবী, চীন জেন্দ	আদিম ভাষা, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, আরবা, চীন ও জেন্দ।
৯	১৩	পারস্য	পার্সী।
৯	১	জন্ম	এই জন্য।
৯	২৪	আর্য্য	আর্য্য।
১০	৮	এক শব্দ	একটি শব্দ।
১২	১৮	ব্যাকরণ	ব্যাকরণে।
১৩	১২	ব্যঞ্জম	ব্যঞ্জন।
১৪	১৫	এবং ০ ভিন্ন	এবং ´ ভিন্ন।
১৭	৭	সরযূযু	সরযূ।
২২	৩	২	ও
"	৪	৩	ৎ
২৬	৪	গৌরিক	যৌগিক
"	২৬	তাহাদেয়	তাহাদের
"	"	স্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
২৭	৪	শতানিক	শতানীক
"	৬	মেখানে	যেখানে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ শব্দ	যাহা বিশুদ্ধ
,,	২১	পয়িহার	পরিহার
২৮	৬	সম্বোধিকে	সম্বোধকে
৩০	৫	পকৈরণ্ড	পক্কৈরণ্ড
,,	১৩	মরু অতিক্রম + অতিক্রম = মর্ব্বাতিক্রম	মরু + অতিক্রম = মর্ব্বতিক্রম
৩৩	ব১	টিপ্‌নী	টিপ্পনী
৩৪	১১	দুরুহ	দুরূহ
,,	১৬	অন্তর্ বা অন্তঃ	যেমন্ অন্তর্ বা অন্তঃ
৩৭	১৩	কণ্ডা	কল্কা
৩৭	১৫	প্রস্থ	প্রস্ত
৩৮	২	নাই	প্রায় নাই
,,	২১	পাগলা	পাগল
৩৯	২৪	অপভ্রংস	অপভ্রংশ
৪০	১০	একাধিক	একাধিক
৪১	২	সর্ব্ব নামের	সর্ব্বনামের
,,	১৭	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
৪২	২	কথন	সর্ব্বদা
,,	২৭	আকার	অকার
৪৪	১৯	বোগে	যোগে
,,	২৬	সব্দের	শব্দের
৪৫	১৫	নাই	প্রায় নাই
,,	২	দৃষ্টব্য	দ্রষ্টব্য
৪৬	১১	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
৪৭	৪	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
,,	২১	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
,,	২০	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
৫৩	৭	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ শব্দ	যাহা বিশুদ্ধ
৪৯	১৯	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
"	২১	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
৫১	৯	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
"	১১	বিক্রিত	বিক্রীত
"	২২	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
"	২৩	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
৫২	২২	আসিয়ছে	আসিয়াছে
৫৩	১	ক্ষুরুষ	পুরুষ
"	১৪	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
৫৪	৬	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
"	২০	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
৫৯	৭	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
৬০	১	বিশষক	বিশেষক
৬২	৯	ষষ্ঠি	ষষ্ঠী
৬৭	২১	ভগে	ভাগ
৬৯	১৩	ক্রট্	ক্রট্
"	২০	নৃৎ	নাচ্
৭৪	১৮	পাঁচ	ছয়
"	১৯		(৬) আসঙ্গিক শব্দ।
৭৭	১	২৪৫	২৩৭
"	৪	একট	একটি
"	১৫	২৪৬	২৩৮
"	২০	২৪৭	২৩৯
৭৯	১৪	ভ্রস্জ্	ভ্রশ্জ্
"	১৭	ভ্রস্জ্	ভ্রশ্জ্
৮৩	২	ধাতুর	ধাতুতে
৮৪	১	জীবন	জীব

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ শব্দ	যাহা বিশুদ্ধ
৮৭	২০	ব এবং ক	ব এবং ঋ
৮৮	১৫	ভ্রস্জ্	ভ্রশ্‌জ্
৯৫	১০	লইল	হইলে
৯৬	২০	হবৈ	হাব্ (have),
„	২১	হবৈ	হাব্
„	২২	হবৈ	হাব্
৯৯	৪	তদ্বিত	তদ্ধিত
১০১	৭	সর্ব্বনাম	সর্ব্বণাম
১০২	৭	সর্ব্বনাম	সর্ব্বণাম
১০৪	১৬	তত্মক্ত	তজ্যক্ত
১০৬	১	সর্ব্বনাম	সর্ব্বণাম
„	২৫	নাই	আছে
„	২৮	ষষ্ট	ষষ্ঠ
১১১	১	সর্ব্বনাম	সর্ব্বণাম
„	৪	সর্ব্বনাম	সর্ব্বণাম
„	৬	সর্ব্বনাম	সর্ব্বণাম
„	১১	এবঃ	এবং
„	১৩	ইটা	ইট্
১১২	১৯	সর্ব্বনাম	সর্ব্বণাম
১১৩	১২	সমহার	সমাহার
১১৪	২১	বিশেষণে	বিশেষণ
১১৬	৫	থহন্	অহন্
১১৮	২১	হলান্ত	হলান্ত
„	২৬	অবিবাদী	অধিবাদী
„	২৭	প্রত্যাধিবাদী	প্রত্যধিবাদী
১২২	৯	মথন	যথন
১৩১	১৫	ন	না

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ শব্দ	যাহা বিশুদ্ধ
১৩৪	১৩	যেম	যেন
”	২১	অনুষ্টপ	অনুষ্টুপ
১৩৬	১২	৪৯র	৪৯৭
১৫২	১০	বর্গের	বর্ণের
”	২১	কৃচ্ছ	কৃচ্ছ্র
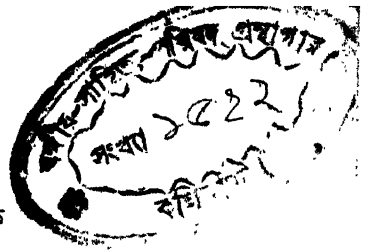
ভাষা-বিজ্ঞান নামক

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ।

ভাষার উৎপত্তি ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন।

১। একজনের মনোগত ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করিবার যে উপায় তাহার নাম ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনা দুই প্রকার, (১) ভাষা ও (২) ইঙ্গিত।

২। নির্দ্দিষ্ট অর্থযুক্ত শব্দ দ্বারা মনোগত ভাব ব্যক্ত হইলে তাহার নাম ভাষা।

৩। অনির্দ্দিষ্ট শব্দ দ্বারা কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রিয়া দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ হইলে তাহার নাম ইঙ্গিত বা অস্পষ্ট ভাষা।

৪। মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক কোন ভাষা ছিল না। আদিম মনুষ্যেরা কেবল ইঙ্গিত দ্বারাই প্রথমে মনের ভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিত। যখন তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইল অর্থাৎ যখন তাহারা অনেক বস্তু দেখিতে লাগিল, নানা প্রকার কার্য্য ও অবস্থা দেখিতে লাগিল, তখন সাধারণ ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন সাধিত হইতে পারিল না। তখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যেক বস্তুর, প্রত্যেক অবস্থার এবং প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটি শব্দ করিল এবং পরস্পরকে বুঝাইল যে অতঃপর আমরা এই এই শব্দ দ্বারা অমুক অমুক বস্তু কার্য্য বা অবস্থা বুঝিব। এইরূপে বহুতর বস্তু, অবস্থা ও কার্য্যের নামাকরণ হইলে ক্রমশঃ ভাষা সৃষ্ট হইল।

৫। মূল ইঙ্গিত গুলি প্রায় সমস্তই স্বাভাবিক এজন্য বিভিন্ন ভাষী লোকেরাও পরস্পরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে। অনেক ইঙ্গিত পশু পক্ষীরাও বুঝে। কিন্তু ভাষা স্বাভাবিক নহে। অধিকাংশ নামের সহ তদ্বোধক বস্তু, কার্য্য বা অবস্থার কোন সম্বন্ধ নাই সুতরাং যাহারা পরামর্শ করিয়া নামাকরণ করিয়াছিল সেই নাম শুনিয়া কেবল তাহারাই এবং তাহাদের নিকট শিক্ষিত লোকেরাই নির্দ্দিষ্ট বস্তু কার্য্য বা অবস্থা বুঝিতে পারিত। অন্য লোক তাহা বুঝিতে পারিত না। তজ্জন্য অপর লোকে সেই বস্তু, সেই কার্য্য এবং অবস্থার অন্য প্রকার নাম রাখিল। ভাষা মধ্যে

অত্যল্প সংখ্যক শব্দ অনুশ্রুতি মূলক। কিন্তু তাহাও মূল শব্দ হইতে এতদূর বিকৃত যে ভিন্নভাষী লোকদের সহজে বোধগম্য হয় না। যেমন কোকিলের শব্দ শুনিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম কোকিল এবং ইংরাজী ভাষায় তাহার নাম কুকু রাখা হইয়াছে। তথাপি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষী লোকেরা, কোকিল এবং কুকু শব্দ শুনিয়া তদ্বোধক বস্তু কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরন্তু কোন ইংরাজী বিদ্ ব্যক্তিও কোকিল শব্দের অর্থ বুঝে না এবং কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও কুকু শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে না। এই জন্যই দেশ ভেদে ভাষার ভিন্নতা হইয়াছে। মানব জাতির ভাষা ঈশ্বর প্রদত্ত নহে এবং ইহার ভিন্নতাও ঈশ্বরকৃত নহে।

মনুষ্য জাতির উন্নতির জন্য পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। সেই উদ্দিশ্যে অনেক লোক একত্র থাকা এবং এক জনের মনের ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারা নিতান্ত আবশ্যক।

ভাষার বিভিন্নতার কারণ।

সেই আদিম অবস্থায় কৃষিকর্ম্ম ছিল না। মনুষ্যেরা স্বভাবজাত ফলমূল ও পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। এরূপ খাদ্য এক স্থানে বহু লোকের উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। সুতরাং তৎকালে বহুলোক এক স্থানে থাকিতে পারিত না। যখন কোন স্থানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইত তখন কেবল বলবান্ ব্যক্তিরাই তথায় থাকিত, অপর দুর্ব্বল ব্যক্তিরা দলে দলে অন্যত্র চলিয়া যাইত। কখন বা খাদ্য দ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব হওয়াতে সকলেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সুবিধামত নানাদিকে প্রস্থান করিত।

তৎকালে যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। বিশেষতঃ আহার চিন্তাতেই লোকের অধিকাংশ সময় ব্যয় হইত। এই দুই কারণে যাহারা বিভিন্ন দিকে গমন করিত তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ বা আলাপ প্রায় থাকিত না। সুতরাং এক দলস্থ লোকে যাহা করিত তাহা অন্য দলস্থ লোকে জানিত না। এবম্ভূত দল সমুদায় পুনরায় পূর্ব্বোক্ত কারণে নানাদলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তাহারাও পরস্পরের কার্য্যে অজ্ঞ হইয়াছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন দল সমূহ কতক শীত মণ্ডলে কতক গ্রীষ্ম মণ্ডলে কতক সম মণ্ডলে বাস করিয়াছিল। ঋতু জল বায়ু ভেদে লোকের আচার, ব্যবহার, খাদ্য এবং চরিত্র ভিন্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল যে মনুষ্যেরা পরামর্শ করিয়া বস্তুর নাম রাখিত, বাস্তবিক অধিকাংশ নামের সহিত তদ্বোধক বস্তুর কোন স্বভাব-সিদ্ধ সম্বন্ধ ছিল না; সুতরাং একদল যে বস্তুর যে নাম রাখিত তাহা না জানিলে অন্যে তাহা বুঝিতে পারিত না। যে সমস্ত লোক এক দলে থাকিত তাহারা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিত। যখন তাহারা পৃথক্ হইত, তখন একত্র থাকা কালীন আবিষ্কৃত কথা গুলির ঐক্য থাকিত বটে কিন্তু পৃথক্ হওয়ার পরে আবিষ্কৃত কথার ঐক্য থাকিত না। এক দলস্থ লোকেরা যে বস্তুর যে নাম রাখিত অন্য দলস্থেরা তাহা না জানাতে তাহার অন্য নাম রাখিত। ইহাতেই দলে দলে ভাষা ভিন্ন হইয়াছিল। তাহা হইতেই এক্ষণে মনুষ্য জাতির এত বিভিন্ন ভাষা হইয়াছে। বাস্তবিক ভাষার ভিন্নতা ঈশ্বরকৃত নহে। কারণ ঈশ্বরকৃত হইলে, কোন ভাষাবাদীর সন্তান আজন্ম ভিন্ন ভাষীর মধ্যে থাকিয়াও বিনা চেষ্টায় জাতিভাষা জানিতে পারিত কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না।

লেখ্য ভাষা।

ভাষা দুই প্রকার লেখ্য ভাষা এবং কথ্য ভাষা। ভাষা সৃষ্টির পর বহুকাল পর্য্যন্ত কেবল কথ্য ভাষাই ছিল। এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে কেবল মাত্র কথ্যভাষা প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে লেখ্যভাষা এপর্য্যন্ত হয় নাই। আদিম মনুষ্যেরা সকলেই যাযাবর ছিল। সেই অবস্থায় লেখ্যভাষা ছিল না। তাহারা যখন অনেক দূর সভ্য হইল, কৃষি বাণিজ্য এবং পশুপালন আরম্ভ করিল, সামান্যরূপ শিল্পকর্ম্ম করিতে লাগিল, যখন তাহারা যাযাবর ভাব ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হইল, তখনই তাহাদের লেখ্যভাষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইল। তখন তাহারা বিবেচনা করিল যে, পরস্পর সাক্ষাৎ না করিয়াও আলাপ করা যাইতে পারে এমন কোন উপায় করা উচিত। আর সমুদায় প্রয়োজনীয় কথা চিরকাল মনে রাখা অসাধ্য অতএব এমন কোন উপায় করা উচিত যে তদ্দ্বারা সেই সমুদায় কথা চিরকাল স্মরণ রাখার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় অথচ স্মরণ রাখিবার ফলটি বিদ্যমান থাকে। এই অভিপ্রায় সাধন জন্য তাহারা পরামর্শ করিয়া এক এক শব্দের পরিবর্ত্তে এক এক চিহ্ন নিরূপণ করিল। ইহাদ্বারা শব্দমূলাভাষা উৎপন্ন হইল। এইরূপ একবর্ণা শব্দমূলা ভাষা এখনও চীন্ তিব্বত ও তাতার দেশে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে

এবং মিশর দেশে অতি প্রাচীনকালে একবর্ণা ভাষা ছিল ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুমান হয় যে, যে সকল জাতি অনন্য সাহায্যে সভ্য হইয়াছে তাহাদের সকলেরই প্রথম একবর্ণা ভাষা ছিল। কিন্তু যে সমস্ত জাতি অন্য জাতির সাহায্যে সভ্য হইয়াছে তাহাদের তদ্রূপ না হইলেও হইতে পারে।

অক্ষর ও বর্ণ।

একবর্ণা ভাষা সৃষ্টির পর লেখা পড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইল। তখন মনুষ্যের অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে একবর্ণা ভাষা অতিশয় অসুবিধা জনক, ইহাতে কোন নূতন কথা লেখা যায় না এবং কোন অজ্ঞাত শব্দ বোধক চিহ্নও পাঠ করা যায় না ; সুতরাং লক্ষ লক্ষ শব্দ এবং তাহার প্রতিরূপ সমস্ত গুলি বর্ণ মুখস্থ করিতে হয়। এই কষ্ট দূরীকরণ জন্য তাহারা স্বজাতীয় ভাষায় এমন কয়েকটি উচ্চারণ যোগ্য ক্ষুদ্রতম অংশ বাহির করিতে চেষ্টা করিল যৎসংযোগে তদ্ভাষার সমস্ত কথাই লেখা যাইতে পারে। তদনুসারে তাহারা যে সকল ক্ষুদ্রতম অংশ বাহির করিল তাহাদের নাম অক্ষর এবং সেই সকল অক্ষর যে চিহ্ন দ্বারা লেখা যায় তাহাদের নাম বর্ণ * যে কারণে মনুষ্য জাতির কথ্য ভাষা ভিন্ন হইয়াছিল সেই কারণেই লেখ্য ভাষাও ভিন্ন হইয়াছিল।

যে ভাষায় তদ্ভাষা প্রচলিত প্রত্যেক অক্ষর প্রকাশক এক একটি বর্ণ আছে তাহাকে পূর্ণবর্ণা ভাষা বলা যায়। যথা সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইত্যাদি। যে ভাষার প্রত্যেক অক্ষর প্রকাশক পৃথগ্ বর্ণ নাই, এক মাত্র অক্ষর প্রকাশ জন্য দুই তিন বর্ণ একত্র করিতে হয় অথবা একমাত্র বর্ণ দুই তিন অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় তাহাকে অপূর্ণ বর্ণা বা কুষ্ঠবর্ণা বলা যায়। যথা ইংরাজী পারসী ইত্যাদি।

---

* অনেকেই ভ্রম বশতঃ বর্ণ এবং অক্ষর এই দুইটি শব্দ একার্থক বোধ করেন। কিন্তু অক্ষর (ন ক্ষরোতি ইতি অক্ষরং) শব্দের অর্থ ভাষার উচ্চারণ যোগ্য ক্ষুদ্রতম অংশ ; সুতরাং লেখা ভাষায় অক্ষর নাই। ইহা কেবল কথ্য ভাষাতেই প্রযুজ্য। বর্ণ সমূহ সেই অক্ষর প্রকাশক চিহ্ন ; সুতরাং কথ্য ভাষায় বর্ণ নাই। পদার্থের দৃশ্য ভাগের, নাম বর্ণ (বস্ত্বোরাকৃতি বর্ণৌ দৃষ্টের্ব্বিষয়ৌ অর্থাৎ বস্তুর আকৃতি এবং বর্ণ এই দুইটি দৃশ্য পদার্থ) সুতরাং তাহা কথ্য ভাষায় অপ্রযুজ্য। বৈখরী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ গুণ কেবল অক্ষরেই সম্ভব, বর্ণের প্রতি যুজ্য নহে।

মনুষ্যের উন্নতি পক্ষে কথ্য ও লেখ্য উভয় প্রকার ভাষাই অতীব প্রয়োজনীয়। এই উভয়ের মধ্যে আবার কথ্য ভাষা সমধিক প্রয়োজনীয়। কথ্য ভাষার অভাবে শিক্ষা হইতে পারে না; সুতরাং কথ্য ভাষার অভাবে লেখ্য ভাষা উৎপন্ন হইতে পারে না; যদি বা একবার কথ্য ভাষার সাহায্যে লেখ্য ভাষা উৎপন্ন হয় এবং তাহার পর কথ্য ভাষা লুপ্ত হয়, তবে লেখ্য ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়। কথ্য ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ অথচ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। কথোপকথনে মনের ভাব যত উত্তম রূপে ব্যক্ত হয়, লিখন দ্বারা তত উত্তম রূপে ব্যক্ত করা যায় না। লেখ্য ভাষার অভাবে কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ অসাধ্য হয় না। শিবাজী, মহম্মদ ও হাইদার আলি লেখা পড়া না জানিয়াও সুবিখ্যাত রাজা হইয়াছিলেন। লেখ্য ভাষা সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা কেবল শ্রবণ ও স্মরণ করিয়া বেদ ও মনুসংহিতা নামক দুই খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ বহুকাল প্রচলিত রাখিয়া ছিলেন, তজ্জন্যই ঐ দুই প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম শ্রুতি ও স্মৃতি হইয়াছে। এখনও বর্ণজ্ঞানহীন অনেক লোককে বিলক্ষণ চতুর এবং কার্য্যক্ষম দেখা যায়।

ভাষা দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া যায় এবং শিক্ষাই মনুষ্যের উন্নতির প্রধান কারণ। ইতর প্রাণীরা এক জনের লব্ধ জ্ঞান অন্যকে দিতে পারে না। এই জন্যই তাহাদের উন্নতি নাই। মনুষ্যেরা স্ব স্ব উপার্জ্জিত জ্ঞান অন্যকে শিক্ষা দিতে পারে। শিষ্য সেই জ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নিজে তাহা বর্দ্ধিত করিয়া আবার অন্যকে শিক্ষা দিতে পারে। এই কারণে মনুষ্যের ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং তদানুষঙ্গিক উন্নতি হয়। পূর্ব্বগত ব্যক্তিগণের উপার্জ্জিত জ্ঞানের নামই বিদ্যা এবং শিক্ষা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়ার নামই বিদ্যা উপার্জ্জন। গুরু হইতে শিষ্যের জ্ঞানাধিক্যই উন্নতির লক্ষণ এবং তদপকর্ষই অবনতির কারণ।

মনের ভাব ব্যক্ত করাই ভাষার প্রধান উদ্দিশ্য কিন্তু ভাষার আলোচনা দ্বারা আরো অনেক বিষয় জানা যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মনুষ্য যাযাবর থাকা কালীন পুনঃ পুনঃ দলে দলে পৃথক্ হইত এবং পৃথক্ হওয়ার পূর্ব্বোৎপন্ন কথা গুলি সকল দলেই সমান থাকিত আর পরবর্ত্তী কথা ভিন্ন হইত। এক্ষণে নানা জাতির ভাষা সমূহ আলোচনা করিলে কোন্ কোন্ জাতি আগে ভিন্ন হইয়াছে আর কোন্ কোন্ জাতি পরে ভিন্ন হইয়াছে তাহা জানা যায়।

ভাষার মধ্যে বোধ হয় পিতৃ মাতৃ বোধক শব্দই সর্ব্ব প্রাচীন। এই দুই শব্দ সংস্কৃত, পারসী, লাটিন এবং গ্রীক ভাষায় প্রায় তুল্য দেখা যায়। যে কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে তাহা কেবল বহু কাল পার্থক্য হেতু উচ্চারণ ভিন্নতা দ্বারা সম্ভূত হইয়াছে। মূলতঃ তাহারা যে একই শব্দ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; সুতরাং এই দুই শব্দ উৎপন্ন হওয়া কালে এই ভাষাবাদীদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এক দল ভুক্ত ছিল তাহা সঙ্গত রূপেই অনুমান হইতে পারে। আবার গ্রীক অপেক্ষা লাটিনের এবং তদপেক্ষা প্রকৃত পারসীর সহিত সংস্কৃতের অধিকতর ঐক্য দেখা যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে গ্রীক জাতি সর্ব্বাগ্রে ভিন্ন হইয়াছিল। তৎপরে লাটিন ও পারসিকেরা পরস্তঃপর ভিন্ন হইয়াছে *। অথচ ইহাদের বর্ণমালা ভিন্ন দেখিয়া জানা যায় যে, লেখ্য ভাষা সৃষ্টির পূর্ব্বেই ইহারা সকলেই পৃথক্ হইয়াছিল।

এই রূপ আরবী হিব্রু এবং আর্ম্মানি ভাষার ঐক্য দেখিয়া আরব ইহুদি এবং আর্ম্মানিদের এক মূল জানা যায়। কিন্তু আর্য্যভাষার সহিত তাহাদের কোনই ঐক্য নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে, তাহারা এক মূল সম্ভূত নহে। অথবা ভাষা সৃষ্টির পূর্ব্বেই ভিন্ন হইয়াছিল †।

---

* মুসলমান ধর্ম্মের সৃষ্টির পর আরব জাতিরা পারস্য দেশ জয় করিয়া তথায় মুসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আরবী বর্ণমালা প্রচলিত করিয়াছিল। প্রাচীন কালীয় প্রকৃত পারসী আর্য্য ভাষা মূলক এবং তাহা বাম দিক্ হইতে ডানিদিকে লিখিত হইত। ইংরেজী এখন লাটিন বর্ণমালা দ্বারা লিখিত হয় কিন্তু সাক্‌সন বর্ণমালা পৃথক্। আদিম পারসীকে এখন জেন্দ ভাষা বলে।

† মুসলমান ও খৃষ্টানদের মতে সমস্ত মনুষ্যই এক মূলোদ্ভব। কিন্তু ইহা অযৌক্তিক অনুমান মাত্র। মহাসমুদ্রের মধ্যে নিতান্ত অসভ্য লোকাবিষ্ট বহু ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যায়। তাহারা অন্যত্র হইতে তথায় গিয়াছে অথবা তথা হইতে লোক অন্যান্য দেশে গিয়াছে এই উভয়ই অসম্ভব। কারণ কোন রূপ তরণী নির্ম্মাণ করিয়া প্রকাণ্ড সমুদ্র অতিক্রম করা তাদৃশ অসভ্য জাতিতে সম্ভব নহে। মনুষ্য জাতির আকৃতি প্রকৃতি ও বর্ণ এত বিভিন্ন যে তাহারা এক মূলোৎপন্ন হওয়া কদাচ সম্ভব নহে।

অনুমান হয় যে কলিযুগ সন্ধ্যাকালীন জলপ্লাবনে ইহুদি দেশের বহু লোক মরিয়াছিল কেবল নোয়া এবং তৎপরিবারগণ পর্ব্বতাশ্রয়ে বাঁচিয়া ছিল। ঐ অসভ্য পরিবার দূর দেশের সংবাদ জানিত না ; সুতরাং দশ পনর ক্রোশের মধ্যে সমস্ত লোক মৃত দেখিয়া বিবেচনা করিল যে "পৃথিবীর সমস্ত লোক মরিয়াছে কেবল আমরাই জীবিত আছি।" ইহুদি আরব জাতি সেই নোয়ার বংশ। তজ্জন্য সেই ভ্রম তাহাদের মধ্যে স্থির ছিল। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম এই দুই

ভাষার দ্বারা অনেক প্রাচীন ব্যবহার জানা যায়। যেমন দুহিতৃ শব্দের মূলার্থ দোহনকারী ভাবার্থ কন্যা। তদ্দ্বারা জানা যায় যে প্রাচীন কালে বয়ঃস্থ স্ত্রী পুরুষেরা অন্যান্য কঠিন কর্ম্ম করিত, গোদোহনাদি সহজ কর্ম্ম কন্যারা করিত। এখন কন্যাগণ দোহন না করিলেও পূর্ব্ব নাম স্থির আছে। ভগিনী (ভজ্ × ইন্ স্ত্রীলিঙ্গে) শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে জানা যায় যে আদৌ ভ্রাতারা ভগিনীকেই স্বভাব সিদ্ধ পত্নী জ্ঞান করিত। তৎপরে ভগিনী বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও পূর্ব্ব নাম চলিতেছে। তৈল শব্দ হইতে জানা যায় যে প্রথমে তিসের নির্য্যাসই এক মাত্র তৈল ছিল। পরে তাদৃশ স্নেহ পদার্থ যে কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হউক তাহাকেই তৈল বলা যাইতেছে। গোঘ্ন শব্দের গোহত্যা কার্য্য এক অর্থ এবং অন্য অর্থ অতিথি-সেবা। অতি পূর্ব্বে গোমাংস দ্বারা অতিথি-সৎকার নিয়ম ছিল। গোবধ নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও অতিথি-সেবার গোঘ্ন নাম চলিত আছে। মিথ্যা শব্দের মূলার্থ রহস্য বাক্য (মিথঃ রহসি) ভাবার্থ অনৃত কথা। ইহাতে জানা যায় যে প্রথমে কেবল রহস্য উপলক্ষেই অপ্রকৃত কথা বলা হইত। পরে যে কোন উপলক্ষেই অসত্য বাক্য বলা যাউক তাহাই মিথ্যা গণ্য হয়।

জাতির মধ্যে উৎপন্ন হেতু সেই ভ্রম তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিক জলপ্লাবন সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী দেশে হয় নাই। এবং তদ্দেশবাসীরা নোয়ার বংশ নহে। মহাভারতের মুষল পর্ব্বে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর সপ্তাহ মধ্যে কলিযুগ সন্ধ্যা জনিত জলপ্লাবন হইয়া দ্বারকাপুরী নষ্ট হয় কিন্তু সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী হস্তিনা নগরে জল প্লাবন হয় নাই। চীন্ দেশেও ঐরূপ প্রবাদ আছে যে, জলে সমুদ্র তীরবর্ত্তী কাণ্টন নগর প্লাবিত হইয়াছিল কিন্তু প্রাচীন রাজধানী-নাংকিন (নাঙ্কিন) নগর সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিতির জন্য তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই। হিন্দু ও চীন জাতি নোয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী লোক; সুতরাং ইহারা যে নোয়ার বংশ নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ইহাই যুক্তি সিদ্ধ অনুমান যে পরমেশ্বর যেমন বৃক্ষ লতা নানা দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রূপ প্রাণিগণকেও নানা দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত মনুষ্যাদি প্রাণিগণের আদিম পুরুষেরা যে একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাও বোধ হয় না। মনুষ্য প্রথম সৃষ্টি কালে তাহাদের ভাষা ছিল না। তৎকালীয় অবস্থা প্রথম মনুষ্যেরা নিজ সন্তান-দিগকে জানাইতে পারে নাই; সুতরাং তৎকালীয় বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে যে যাহা বলে সমস্তই আনুমানিক বা কাল্পনিক।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত।

ভাষা দুই প্রকারে প্রচলিত থাকে। যে প্রকার পরিশুদ্ধ ভাষা গদ্য পুস্তকে ব্যবহৃত হয় তাহাই সংস্কৃত বা সাধু ভাষা কিন্তু লোকে সংস্কৃত কথায় প্রায় সাধারণ কথাবার্ত্তা কহে না বরং অনেক শব্দ সহজ ও সংক্ষেপ করিয়া তাহা দ্বারাই কথাবার্ত্তা বলে। এইরূপ কথার নাম প্রাকৃত বা গ্রাম্য ভাষা। যে সকল দেশের সাধুভাষা এক তাহাদের মধ্যেও প্রাকৃত ভাষা সচরাচর বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রাকৃত ভাষা নাটক উপন্যাসাদিতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তৎ সম্বন্ধে কোন অভিধান বা ব্যাকরণ নাই।

পরাকৃত ভাষা।

কোন জাতির সভ্যতার আরম্ভ হইতেই তাহারা পরামর্শ করিয়া যে ভাষা সৃষ্টি করে তাহার নাম মৌলিক ভাষা বা আদি ভাষা। আর্য্য জাতির আদিম ভাষা * লাটিন ভাষা হিব্রু, আরবী চীন জেন্দ বা প্রাচীন পারস্য ভাষা। আর যে ভাষা অন্য এক বা তদধিক ভাষা হইতে উৎপন্ন হয় তাহার নাম পরাকৃত ভাষা। যেমন বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী পালি বা মাগধী ভাষা প্রভৃতি ভাষা আদিম আর্য্য ভাষা হইতে উৎপন্ন ; বর্ত্তমান পার্সি, তুর্কী পুখ্‌তো, উর্দ্দূ প্রভৃতি ভাষা আরবী পারস্য, হিন্দী তুরানী ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন ; ইংরাজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা লাটিন এবং তাতারী ভাষা মিশ্রণে উৎপন্ন এই সকল ভাষাকে পরাকৃত ভাষা বলা যায়।

যে ভাষায় মনের ভাব উত্তম রূপে ব্যক্ত করা যায় তাহার নাম উৎকৃষ্ট ভাষা। কিন্তু বহু লোকের মধ্যে ভাষার ঐক্য না থাকিলে ভাষা যত কেন উত্তম না হউক তাহা দ্বারা বিশেষ ফল হয় না এজন্য ভাষার ঐক্য রক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অভিধান, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার এই তিনটি শাস্ত্রের সাহায্যে ভাষার ঐক্য রক্ষা হয়

---

* হিন্দুরা সর্ব্ব প্রাচীন জাতি হেতু তাঁহাদের স্বজাতি স্বধর্ম্ম ও স্বীয় ভাষার কোন বিশেষ নাম নাই। এক্ষণে আদিম আর্য্য ভাষাকে আদি ভাষা বা সংস্কৃত ভাষাও বলা যায়। প্রাচীন পারসী এবং লাটিন ভাষাও সংস্কৃত মূলক। সুতরাং তাহাদিগকেও প্রকৃত পক্ষে আদি ভাষা বলা যায় না এই পুস্তকে আদি ভাষা বলিলে কেবল আর্য্য জাতির আদিম ভাষা বুঝিতে হইবে।

জন্য ইহাদিগকে নিবন্ধ শাস্ত্র বলে। ভাষার অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থ এই তিন শাস্ত্রের লিখিত নিয়মানুসারে রচিত হয় জন্য তাহাদিগকে সাহিত্য বলা যায়।

(১) অভিধান—প্রত্যেক ভাষার শব্দ সমূহের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ঐক্য রক্ষা করাই অভিধানের উদ্দেশ্য।

(২) বর্ণ সমূহের আকৃতি, উচ্চারণ, যোজনার নিয়ম এবং তাহাদের সংযোগ দ্বারা শব্দ উৎপাদন এবং যথোচিত রূপে শব্দ যোজনা দ্বারা বাক্য এবং বাক্য যোগ দ্বারা আখ্যান রচনা করিবার সুনিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া তদ্বিষয়ে ঐক্য রক্ষাই ব্যাকরণ শাস্ত্রের কার্য্য।

(৩) অলঙ্কার—ভাষাকে মিষ্ট, গম্ভীর এবং তেজস্বী করিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করাই অলঙ্কার শাস্ত্রের কার্য্য।

এ স্থলে জানা উচিত যে, কোন বাক্য দ্বারা মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হইলেই নিবন্ধ শাস্ত্রানুসারে তাহা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়। ন্যায় শাস্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধির সহিত নিবন্ধ শাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। নিতান্ত অযৌক্তিক বাক্যও নিবন্ধ শাস্ত্র মতে শুদ্ধ হইতে পারে।

এই গ্রন্থে কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্রের এবং কথঞ্চিৎ অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। ব্যাকরণে নিম্ন লিখিত শব্দ সমূহ নিম্ন লিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—

(১) সূত্র—ব্যাকরণের প্রধান প্রধান নিয়মের নাম সূত্র বা সাধারণ বিধি।

(২) উপসূত্র—সূত্রের অন্তর্গত ক্ষুদ্র নিয়ম গুলির নাম উপসূত্র বা উপবিধি।

(৩) বিশেষ সূত্র—সাধারণ বিধির বিরুদ্ধ অথচ তদপেক্ষা অল্প প্রয়োজন সাধক সূত্রের নাম বিশেষ সূত্র বা বর্জ্জিত বিধি।

(৪) বিকল্প—যাহা কখন হয় কখন হয় না তাহার নাম বিকল্প।

(৫) ঋষিবাক্য—ভাষার অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। সুতরাং ভাষার পরিবর্ত্তন সহ ব্যাকরণ পরিবর্ত্তিত হয়। তজ্জন্য অনেক কথা এরূপ হয় যে তাহা প্রাচীন ব্যাকরণানুসারে শুদ্ধ ছিল অথচ বর্ত্তমান ব্যাকরণানুসারে অশুদ্ধ। এই রূপ কথা প্রাচীন মহামান্য ব্যক্তিদের গ্রন্থে থাকিলে তাহাকে ঋষিবাক্য বা আর্ষ প্রয়োগ বলে। আর্ষ প্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়া মান্য কিন্তু বর্ত্তমান কালে কেহ তদ্রূপ লিখিলে তাহা অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়।

(৬) কবিবাক্য—কবিগণ নিতান্ত প্রয়োজন অনুরোধে সময়ে সময়ে অশুদ্ধ কথা লিখিয়া থাকেন। এইরূপ অশুদ্ধ কথাকে কবি-বাক্য বলে। ইহা অশুদ্ধ মধ্যে গণ্য কিন্তু সেই দোষ সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।

(৭) নিপাতন সিদ্ধ—যাহা কোন সূত্র, উপসূত্র বা বিশেষ সূত্রের সাধ্য নহে তাহাকেই নিপাতন-সিদ্ধ বলা যায়।

---

* ইহা জানা কর্ত্তব্য যে স্মরণ শক্তির সাহায্য করাই ব্যাকরণ সূত্রের উদ্দেশ্য। যে সূত্র মুখস্থ করিলে বহুতর শব্দ মুখস্থ করিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, সেই সূত্রই ব্যাকরণে লিখিত হয়। যে নিয়ম দ্বারা কেবল দুই এক শব্দ মাত্র সাধিত হয় তাদৃশ স্থলে একটি সূত্র মুখস্থ করা অপেক্ষা সেই দুইটি শব্দ মুখস্থ করাই সহজ। এজন্য তাদৃশ স্থলে কোন সূত্র না করিয়া ঐ শব্দ গুলিকে নিপাতন সিদ্ধ বলা হয়। নতুবা সমুদায় শব্দেরই সূত্র করা যাইতে পারে।

ভাষা বিজ্ঞান।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

যে নিয়ম সংহিতা অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা যায় তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ সাত প্রকরণে বিভক্ত যথা (১) বর্ণ (২) সন্ধি (৩) শব্দ (৪) ধাতু (৫) তদ্ধিত (৬) সমাস (৭) আখ্যান।

প্রথম প্রকরণ

বর্ণ।

১সূত্র। বর্ণ প্রকরণে বঙ্গ ভাষা প্রচলিত বর্ণ সমূহের আকৃতি, সংখ্যা সংযোগ ও প্রয়োগের নিয়ম সহ তাহাদের উচ্চারণ এবং স্থান ভেদে তৎপরিবর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট হয়।

২ সূত্র। বাঙ্গালা ভাষায় সমুদায়ে উনপঞ্চাশৎ বর্ণ। তাহা স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

৩ সূত্র। যে সকল বর্ণ স্বতঃ স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে তাহাদের নাম স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণ ত্রয়োদশটি যথা—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ এ ঐ ও ঔ আ়।

আলোচনা—আ় এই বর্ণের উচ্চারণ [য়্যা] এইরূপ কিন্তু হ্রস্ব। এই বর্ণ ছিল না জন্য ইহা নূতন সৃষ্টি করা গেল। ইহা বাঙ্গালা ভাষায় এখন প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

আদিভাষায় ঌ ৡ নামে আর দুইটি স্বর আছে। তাহাদের উচ্চারণ "লি" "লী" সদৃশ। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদের প্রয়োগ নাই জন্য ত্যাগ করা গেল। উহাদিগকে প্রকৃত স্বরবর্ণও বলা যায় না।

৪ সূত্র। স্বরবর্ণের উচ্চারণ ব্যাপ্তি কালকে তাহার মাত্রা বলে।

৫ সূত্র। যে সকল স্বরের মাত্রা অর্দ্ধ বিপল মাত্র তাহারা হ্রস্ব স্বর যথা—অ ই উ ঋ এ ও ঔ।

আলোচনা—আদি ভাষায় এ এবং ও দীর্ঘ স্বর। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাহারা হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। যথা করে, ধরে, যাও, খাও ইত্যাদি। কখন কখন শব্দের মধ্যস্থিত বাঙ্গালা ভাষার ওকার স্বরবর্ণ গণ্য হয় না। যথা—

তথাপি পরের ঘর শ্বশুর আলয়
১ ২
যাওয়া ভাল থাওয়া ভাল থাকা ভাল নয়।

এই পয়ার ছন্দের পদ্যটিতে "যাওয়া" এবং "খাওয়া" শব্দের মধ্যবর্ত্তী ওকার স্বর বলিয়া গণ্য হয় নাই।

কিন্তু যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় তাহাদের ওকার কখন স্বর হইতে ত্যাগ করা যাইতে পারে না। তাহারা বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় ব্যবহার্য্য সুতরাং ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ করা যাইতে পারে।

৬সূত্র। যে সকল স্বরের মাত্রা এক বিপল তাহারা দীর্ঘস্বর যথা—আ, ঈ, ঊ, ৠ, ঐ, ঔ।

৭ সূত্র। গানে, রোদনে এবং আহ্বানে যখন স্বরের মাত্রা বৃদ্ধি হয় তখন তাহাকে প্লুত বলা যায়। হ্রস্ব দীর্ঘ উভয় প্রকার স্বরই প্লুত হইতে পারে। প্লুতের মাত্রা তিন হইতে দ্বাদশ বিপল পর্য্যন্ত হয়।

৮ সূত্র। তুল্য উচ্চারণ অথচ বিভিন্ন মাত্রার স্বরদিগকে সবর্ণ স্বর বলা যায়। যথা—অ আ; ই ঈ; উ ঊ; ঋ ৠ; সবর্ণ স্বর। *

* অ এবং আ এই দুইটি স্বর ব্যাকরণে সবর্ণ স্বরের ন্যায় কার্য্য করে এই জন্য তাহাদিগকে সবর্ণ বলিয়া লেখা গেল। কিন্তু তাহারা উচ্চারণে ঠিক সবর্ণ নহে। মহর্ষি পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের পরিশিষ্টে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

৯ সূত্র। যখন ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও, ঋ ৠ স্থানে অর্ হয় তখন তাহাদের গুণ হইল বলা যায়।

১০ সূত্র। যখন অ আ স্থানে আ; ই ঈ এ ঐ স্থানে ঐ; উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ; ঋ ৠ স্থানে আর্ হয় তখন তাহাদের বৃদ্ধি হইল বলা যায়।

১১ সূত্র। বাঙ্গালা ভাষায় ই, উ, ঋ ও, ভিন্ন অন্য স্বর ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত মিলিত না হইলে শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদেশীয় ভাষার কোন শব্দ লিখিতে হইলে কেবল উচ্চারণ দৃষ্টে লিখিতে হইবে। তথায় এই নিয়ম দ্রষ্টব্য নহে।

ব্যঞ্জন বর্ণ।

১২ সূত্র। যে সকল বর্ণ আপনা হইতে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে না, স্বর বর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত হয় তাহারা ব্যঞ্জন বর্ণ। ব্যঞ্জন বর্ণকে হলবর্ণ এবং হস্ বর্ণ ও বলা যায়।

আলোচনা—সংস্কৃত ভাষার আদিম অবস্থায় হকার ব্যঞ্জন বর্ণের আদ্য অক্ষর ছিল এবং লকার কখন বা সকার অন্ত্য বর্ণ রূপে লিখিত হইত। তখন আদ্য এবং অন্ত্য বর্ণের নাম ধরিয়া ব্যঞ্জন বর্ণকে হল্ বা হস্ বর্ণ বলা যাইত। সেই নাম এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে।

১৩ সূত্র। হলবর্ণ সমুদায়ে ৩৬ টি যথা—ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ং ঃ ঁ।

১৪ সূত্র। হল বর্ণ মধ্যে দ ক গ ট ঠ ড ঢ প ব ভ ম ং ঃ এবং ঁ এই চতুর্দ্দশটি বর্ণ স্বরের সাহায্য ব্যতীত কিছুমাত্র উচ্চারিত হইতে পারে না। অপর হল বর্ণ গুলি স্বরের সাহায্য ব্যতীতও কতক উচ্চারিত হয় এবং সেই উচ্চারণের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে প্লুত করা যায়। তজ্জন্য তাহাদিগকে অর্দ্ধ স্বর বলা যাইতে পারে।

১৫ সূত্র। হল বর্ণের আদ্য পঁচিশটি বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ বলে। স্পর্শ বর্ণের প্রথমাবধি পাঁচ পাঁচ বর্ণে এক এক বর্গ হয়। আদ্য বর্ণানুসারে তাহাদের

নাম হয়। যথা—ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচ বর্ণকে ক বর্গ বলে। এইরূপ চ বর্গ ট বর্গ ত বর্গ প বর্গ হয়।

১৬ সূত্র। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণকে অল্প প্রাণ বর্ণ বলে এবং বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। যথা—ক গ চ জ ট ড ত দ প ব এই দশটি অল্প প্রাণ বর্ণ, খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ এই দশটি মহাপ্রাণ বর্ণ।

আলোচনা—মহাপ্রাণ বর্ণ গুলিকে প্রকৃত অক্ষরের প্রতিরূপ বলা যায় না। প্রত্যেক মহাপ্রাণ বর্ণ তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অল্পপ্রাণ এবং হকার যোগে উৎপন্ন হয়। যথা—ক্ × হ = খ ইত্যাদি।

১৭ সূত্র। বর্গের পঞ্চম বর্ণকে অনুনাসিক বর্ণ বলে কেননা তাহারা নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়। যথা—ঙ ঞ ণ ন ম। ং ঃ ঁ এই তিন বর্ণ অযোগ-বাহ বর্ণ। তাহারা অন্য কোন বর্ণ সহ মিলিত হয় না।

বর্ণ সমুদায়ের উচ্চারণ।

সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষায় সমুদায় বর্ণেরই উচ্চারণ চির নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং সমুদায় বর্ণের উচ্চারণ আলোচনা করা অনাবশ্যক। কেবল যে সকল বর্ণ নূতন কিম্বা যাহাদের উচ্চারণ পরিবর্ত্তনীয়, তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

অ কার।

ং ঃ এবং ঁ ভিন্ন সমুদায় হলবর্ণ পরবর্ত্তী অকার যোগে উচ্চারিত হয়। যখন তাহারা পরবর্ত্তী অন্য কোন বর্ণে যুক্ত না থাকে তখন তাহার নীচে একটি ক্ষুদ্র রেখা দিতে হয়। তাহার নাম হলন্ত চিহ্ন। যথা—ক্, ন্, স্ ইত্যাদি।

পারসী ভাষায় অকার বা তদ্বৎ কোন বর্ণ নাই। মুসলমানদিগের অধিকার কালে এদেশীয় অকারান্ত শব্দ গুলি পারসী ভাষায় হলন্ত করিয়া লিখিতে হইত।

---

* বোধ হয় যে মহাপ্রাণ বর্ণ সমূহের আমরা যে উচ্চারণ করি তাহা শুদ্ধ নহে। বিক্রম পুর অঞ্চলে যেমন অল্প প্রাণবর্ণ এবং মহা প্রাণ বর্ণ প্রায় তুল্য উচ্চারণ করে কেবল মহাপ্রাণ বর্ণ কিছু তেজের সহিত উচ্চারণ করে, তাহাই মহাপ্রাণ বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ।

সেই কারণে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অধিকাংশ অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয় না।

১৮ সূত্র। বাঙ্গালা ভাষায় কেবল নিম্ন লিখিত শব্দ গুলির অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়। অন্যান্য শব্দের অন্ত্য অকার প্রায় উচ্চারিত হয় না কিন্তু উচ্চারণ করিলে কোন দোষ নাই।

১ উপসূত্র। একাধিক হলবর্ণের আশ্রয়ীভূত অকার যথা—ধর্ম্ম, বৎস, শব্দ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অন্ত্য অকার।

(২) দুইটি মাত্র স্বর বিশিষ্ট ক্ত প্রত্যয়ন্ত শব্দের অন্ত্য অকার যথা ভীত, রত, গত, পূত, ধৌত ইত্যাদি।

(৩) ধাতুর ড প্রত্যয়ন্ত শব্দ যথা—অগ্রজ, পুরোগ, সুখদ, ইত্যাদি।

(৪ ঋণ শব্দ ভিন্ন অন্যত্র ঋকারের পরস্থিত হল বর্ণে যুক্ত অকার যথা—বৃষ, নৃপ, কৃশ ইত্যাদি।

(৫) হকারে যুক্ত অকার যথা—গ্রহ, বিরহ, মাতামহ ইত্যাদি।

(৬) বড়, ছোট, ভাল, মম, তব, সম, শত, অথ, কোন এগার, কাল (কৃষ্ণ বর্ণ) বার, (দ্বাদশ) তের, পনার, ষোল, সতর, আঠার, নব, এত, যত, কত, তত, কেন, যেন, হেন, তেন, এবং খাট (ক্ষুদ্র) শব্দের অন্ত্য অকার।

কিন্তু কাল (সময়) বার (দিন, সময়) খাট (খট্টা) শব্দের অন্ত্য অকার সচরাচর উচ্চারিত হয় না।

(৭) ক্রিয়া প্রত্যয়ের অ, ইল এবং ছিল প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার অন্ত্য অকার যথা—বল, চল, দেখ, করিল, গিয়াছিল ইত্যাদি।

(৮) ঈয় এবং এয় প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য অকার যথা—দেশীয়, প্রয়োজনীয়, ভাগিনেয়, অপেয়, অদেয়, ইত্যাদি।

অ্যাকার।

১৯ সূত্র। এই স্বরের উচ্চারণ—(য়্যা) এইরূপ কিন্তু হ্রস্ব। ইহা আদি ভাষায় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় আবশ্যক জন্য ইহা নূতন সৃষ্ট হইল।

ঙ, ঞ।

২০ সূত্র। এই দুই বর্ণ সচরাচর অশুদ্ধ রূপে ইঁঅ এবং উঁঅ এইরূপ উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা হল বর্ণ কেবল মাত্র এক অকার যোগে উচ্চারিত হইয়া থাকে—অথচ প্রাগুক্ত উচ্চারণে দুইটি স্বরের সাহায্য দেখা যায়। সুতরাং তাদৃশ উচ্চারণ যে ঠিক নহে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। ঙ এই বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ (ং অ) এইরূপ এবং ঞ এই বর্ণের ঠিক উচ্চারণ (অঁ) এইরূপ।

সংস্কৃতে চন্দ্রবিন্দু নাই। তজ্জন্যই ঞ এবং ণ এই দুই বর্ণ প্রয়োজনীয় ছিল। বাঙ্গালাতে চন্দ্রবিন্দু সৃষ্ট হওয়াতে এই দুই বর্ণ অনাবশ্যক হইয়াছে। ঞ স্থলে অঁ এবং ণ স্থানে নঁ ব্যবহার করিলে চলিতে পারে। কিন্তু আদি ভাষার সহিত ঐক্য রাখার জন্য এই দুই বর্ণ পূর্ব্ববৎ ব্যবহৃত হয়। গোল যোগ আশঙ্কায় এই দুই বর্ণ ত্যাগ করা যাইতে পারে না।

ড, ঢ।

২১ সূত্র। স্বর বর্ণের পরে থাকিলে এই দুই বর্ণের উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ড গুরুতর রকার সদৃশ এবং ঢ ঠিক হ্রকার সদৃশ উচ্চারিত হয়। তখন তাহাদের নীচে এক একটী বিন্দু দেওয়া যায়। যথা—বড়, গড়, মূঢ়, দৃঢ়, ইত্যাদি।

বর্জ্জিত বিধি—কিন্তু পরবর্ত্তী হল বর্ণে মিলিত থাকিলে উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হয় না; যথা—জাড্য, আঢ্য ইত্যাদি।

নিপাতনে খড়্গ।

পরন্তু বিদেশীয় কথা লিখিতে এই সূত্র খাটে না। যথা—সোডা, কানেডা, আঢাল ইত্যাদি।

য।

২২ সূত্র। য কারের উচ্চারণ নিস্তেজ জকারের ন্যায় অর্থাৎ ইংরেজী যেড (Z) নামক বর্ণের ন্যায় অনেকে অশুদ্ধ রূপে জ এবং য সমান উচ্চারণ করিয়া থাকে।

স্বর বর্ণের পরস্থিত য কার অ কার বৎ উচ্চারিত হয়। তখন ইহার নীচে একটী বিন্দু দেওয়া যায়।—যথা বায়ু, রায়, যায় ইত্যাদি।

বর্জ্জিত বিধি। কিন্তু নিম্ন লিখিত স্থলে য কারের উচ্চারণ স্বরূপ থাকে যথা—

(১) য কারের পর য থাকিলে যথা—শয্যা, আতিশয্য ইত্যাদি।

(২) দুই বা তদধিক স্বর বিশিষ্ট উপসর্গের পরস্থ ধাতুর যকার যথা—উপযাম, প্রতিযোগ ইত্যাদি।

(৩) যুক্ত, যোজ্য, যাযাবর, যুযুৎসু, যযাতি এবং সরযূ শব্দে যকার। যথা—নিযুক্ত, প্রযোজ্য, যাযাবর ইত্যাদি।

কিন্তু বিদেশীয় ভাষায় কথা লিখিতে এই নিয়ম খাটে না যথা হাফেয, লিয, ইত্যাদি।

ব এবং ব।

২৩ সূত্র। আদি ভাষায় অন্তস্থ বকারের আকৃতি এবং উচ্চারণ উভয়ই বর্গীয় বকার হইতে বিভিন্ন। পণ্ডিতের হস্ত লিখিত সংস্কৃত পুস্তক সমূহে বর্গীয় বকারের ব এইরূপ আকৃতি লিখিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ছাপার বর্ণ মালায় ব এবং ব উভয়ই ব সদৃশ লিখিত হয় এবং আকৃতি তুল্যতা হেতু উচ্চারণও তুল্য হইয়া গিয়াছে। এই অনিষ্ট নিবারণ জন্য আমি ব কারের সংশোধন করিলাম। অতঃপর ব কার ইংরেজী V নামক বর্ণের ন্যায় এবং ব ইংরেজী B নামক বর্ণের ন্যায় উচ্চারণ করা উচিত।

শ, ষ, স।

২৪ সূত্র। বাঙ্গালায় সচরাচর এই তিন বর্ণই য কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। কেবল ন ফলা, র ফলা এবং ঋ ৯কার যোগে শ এবং স তাহাদের প্রকৃত উচ্চারণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উচ্চারণ ব্যত্যয় অতীব অসঙ্গত। কারণ একই প্রকার উচ্চারণ করিলে, এই তিনটী বর্ণ থাকাতে ভাষার কাঠিন্য বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল হয় না। অতএব ক্রমশঃ শ এবং স কারের প্রাচীন উচ্চারণ পুনঃ স্থাপন

করাই কর্ত্তব্য। শ কারের উচ্চারণ নিস্তেজ চ কার বৎ এবং স কারের উচ্চারণ নিস্তেজ ছ কার বৎ! যথা—শৃগাল, শ্রবণ, সৃষ্টি, প্রস্রবণ, স্বস্তি, প্রশ্ন, স্নান ইত্যাদি।

ষ কারের প্রকৃত উচ্চারণই চলিত আছে। ক কারের পরস্থিত ষ কার খ কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—বকৃষ বা বক্ষ শব্দের উচ্চারণ (বকৃখ) শব্দের ন্যায়।

হ।

২৫ সূত্র। স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত হ কারের কোনই উচ্চারণ থাকে না। হ কারের পর হ্ল বর্ণ ও ঋ কার থাকিলে তাহা হ কারের পূর্ব্বে উচ্চারিত হয়। যথা—আহ্বান শব্দের উচ্চারণ ঠিক আব্হান শব্দের ন্যায়। হৃদয় শব্দের উচ্চারণ হ্রিদয় শব্দের তুল্য।

ং এবং ঃ।

২৬ সূত্র। অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরের সাহায্য ব্যতীত কিছুমাত্র উচ্চারিত হয় না। ইহারা পরবর্ত্তী স্বরের সাহায্যেও উচ্চারিত হয় না। যথা—ং অ, ঃ অ, লিখিলে তাহার কোন উচ্চারণ নাই। ইহারা কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের সাহায্যে উচ্চারিত হইতে পারে। যথা—অং, অঃ ইত্যাদি।

---

২৭ সূত্র। চন্দ্রবিন্দু সংস্কৃত অনুস্বরের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি অধিকাংশ ভাষায় চন্দ্রবিন্দু নাই। হিন্দীতে এক মাত্র অনুস্বর দ্বারাই উভয় কার্য্য করিতে হয়। পারসীতেও নু নামক বর্ণ দ্বারা ন এবং ঁ এই দুই বর্ণের কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালাতে পৃথক্ বর্ণ থাকাতে প্রচুর সুবিধা হইয়াছে।

চন্দ্র বিন্দু স্বরের উপরে থাকে এবং তৎ সহ যুগপৎ উচ্চারিত হয়। যথা অঁ, আঁ। ইত্যাদি।

বর্ণ সমূহের উচ্চারণ স্থান।

২৮ সূত্র। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং নাসিকা এই সাতটিকে বাগিন্দ্রিয় বলে। কারণ অন্তরস্থ বায়ু নির্গমন কালে ইহাদের আঘাত প্রতিঘাতে অক্ষর সকল উৎপন্ন হয়।

২৯ সূত্র। অ আ আঁ ক খ গ ঘ হ্ এই আট বর্ণের উচ্চারণ কণ্ঠ হইতে হয় এ জন্য ইহাদের নাম কণ্ঠ্যবর্ণ।

৩০ সূত্র। ই ঈ চ ছ জ ঝ শ এই সাতটি তালব্য বর্ণ।

৩১ সূত্র। ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ র ষ এই আটটি মূর্দ্ধণ্য বর্ণ।

৩২ সূত্র। ত থ দ ধ ল স এই ছয়টি দন্ত্য বর্ণ।

৩৩ সূত্র। উ ঊ প ফ ব ভ ও এই সাত বর্ণ কেবল ওষ্ঠ সঙ্কোচ দ্বারা উৎপন্ন হয় এজন্য ইহারা ওষ্ঠ্য বর্ণ নামে খ্যাত।

৩৪ সূত্র। ঙ ঞ ণ ন ম এই পাঁচ বর্ণ যথা ক্রমে কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, এবং ওষ্ঠে আঘাত করিয়া শেষে সকলেই নাসিকা দ্বারা নির্গত হয়। এজন্য তাহারা অনুনাসিক বর্ণ নামে খ্যাত।

৩৫ সূত্র। এ ঐ এই দুই বর্ণ কণ্ঠ ও তালু উভয়ের প্রতিঘাতে উৎপন্ন হয়। এজন্য তাহারা কণ্ঠ তালব্য বর্ণ।

৩৬ সূত্র। ঔ কার কণ্ঠৌষ্ঠ বর্ণ। কারণ কণ্ঠ ও ওষ্ঠ উভয়ের প্রতিঘাতে ব্যক্ত হয়।

৩৭ সূত্র। ব কার দন্ত ও ওষ্ঠ সংযোগে উৎপন্ন জন্য দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ।

৩৮ সূত্র। ং এবং ঁ যে বর্ণে যুক্ত হয় তাহাকেই নাসা হইতে উচ্চারণ করায় এজন্য তাহাদিগকে সানু-নাসিক্য বর্ণ বলে।

৩৯ সূত্র। বিসর্গের কোন উচ্চারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহা যেবর্ণে যুক্ত হয় তাহারই উচ্চারণ স্থান গ্রহণ করে।

বানান।

৪০ সূত্র। স্বরবর্ণের সহিত হলবর্ণ যোগের নাম বানান।

হল বর্ণ পরবর্ত্তী অন্য বর্ণকে আশ্রয় না করিলে তাহার নীচে হলান্ত চিহ্ন হয়। পরন্তু হ্, ং, ঃ এবং ँ এই চারি হলবর্ণে হলন্ত চিহ্ন হয় না। ত কারে হলন্ত হইলে (ৎ) এইরূপ আকৃতি হইয়া যায়।

৫১ সূত্র। হলবর্ণে অকার যোগ হইলে তাহার কোন চিহ্ন থকে না। কেবল হলন্ত চিহ্ন লোপ পায়। যথা ক্ * অ=ক ইত্যাদি।

৪২ সূত্র। আকারাদি স্বরবর্ণ বানান কালে নিম্ন লিখিত আকৃতি ধারণ করে। যথা আ = া, ই = ি, ঈ = ী উ = ু, ঊ = ূ, ঋ = ৃ, ৠ = ৄ, এ = ে, ঐ = ৈ, ও = ো, ঔ = ৌ, এবং ঔ = ৗ যেমন ক্ + আ = কা, ক্ + ই = কি, ক্ + ঈ = কী, ক + উ = কু, ক্ + ঊ = কূ, ক্ + ঋ = কৃ, ক্ + এ = কে, ক্ ঐ = কৈ, ক্ + ও = কো, ক্ + ঔ = কৌ এবং ক্ + ঔ = কৗ ইত্যাদি।

৪৩ সূত্র। আদি ভাষায় ু ূ স্থানে ৩ 7 এইরূপ চিহ্ন লেখা যায়। তদনু-সারে বাঙ্গালা ভাষায় র কারে উ ঊ যোগ হইলে ঐরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ু এবং ূ এই দুই চিহ্ন র কারে যোগ করিলে কোন দোষ হয় না। যথা রুধির, রূপ কিম্বা রুধির রূপ ইত্যাদি। র ফলা যুক্ত ত বর্গে ও পবর্গে এবং গ, শ কারে বিকল্পে ঐরূপ চিহ্ন হয়। যথা প্রুশ, ধ্রুব, দ্রুত, ভ্রূ, শিশু, গুণ, শুশ্রূষা ইত্যাদি।

৪৪ সূত্র। হ কারে ঋ যোগ হইলে (হৃ) এইরূপ আকৃতি হয়। যথা হৃদয়, হৃত। কিন্তু হ + ঋ =হৃ এইরূপ লিখিলে কোন দোষ হয় না।

---

* ৠ কার যোগ করিতে যেমন (ৄ) এইরূপ চিহ্ন হয় তেমনি ( ) চিহ্ন ও হয়। বরং শেষোক্ত চিহ্নই সহজ।

যুক্তাক্ষর।

৪৫ সূত্র। একাধিক হলবর্ণ একত্রিত হইলে তাহাদিগকে যুক্তাক্ষর বলা যায়। যথা স্ত, প্র, স্ত্রী, র্দ্ধ ইত্যাদি।

৪৬ সূত্র। যদি যুক্তাক্ষর মধ্যে বর্ণগুলির আকৃতি এবং উচ্চারণ স্থির থাকে তবে তাহাকে সাধারণ যুক্তাক্ষর বলা যায়। যথা ত্ত্ব, ভ্ত, ষ্ক ইত্যাদি

৪৭ সূত্র। যদি যুক্তাক্ষর মধ্যে পরবর্ত্তী বর্ণ নিজ আকৃতি বা উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় তবে সেই সেই পরবর্ণকে ফলা বলা যায়। যথা দ + র = দ্র, ন + থ = ন্থ ইত্যাদি। প্রথমটিতে র ফলা এবং শেষটিতে থ ফলা হইয়াছে।

৪৮ সূত্র। নিম্ন লিখিত বর্ণের ফলা হয় এবং তাহার এইরূপ পরিবর্ত্তন হয় যথা।—

বর্ণ	আকৃতি	উচ্চারণ	দৃষ্টান্ত।
থ	হ	স্থির থাকে	ন্, + থ = ন্থ।
ধ	ন্ধ	তথা	দ + ধ = দ্ধ, ব্ + ধ = ব্ধ।
ব	স্থিরথাকে	পূর্ব্ব বর্ণের দ্বিত্ব করে	ক্+ব=ক্ব, দ্+ব=দ্ব।
ণ	ও	স্থির থাকে	ষ + ণ = ষ্ণ।
ম	ম	সদৃশ	দ্ + ম = দ্ম।
য	্য	ইয়	ক্ + য = ক্য।
র	্র	স্থির থাকে	প্ + র = প্র।

কিন্তু যখন এই সকল বর্ণের আকৃতি ও উচ্চারণের কোন পরিবর্ত্তন না হয় তখন তাহাদিগকে ফলা বলা যায় না। যথা তীক্ষ্ণ, ও শ্মান শব্দের ণ ও মকারের ফলা হয় নাই।

৪৯ সূত্র। যুক্তাক্ষর মধ্যে পূর্ব্ববর্ণ আকৃতি ত্যাগ করিয়া পর বর্ণকে আশ্রয় করিলে তাহাকে এক্ বলা যায়। এক্ হইলে বর্ণের উচ্চারণ পরিবর্ত্তন হয় না। নিম্নলিখিত বর্ণ সমুদায়ের এক হয় এবং তাহাতে তাহাদের এইরূপ আকৃতি হয়। যথা—

বর্ণ	আকৃতি	দৃষ্টান্ত।
ক	১	ক্+ত=ক্ত।
ঙ	২	ঙ্+ক=ঙ্ক।
ত	৩	ৎ+থ=ত্থ, ৎ+ত=ত্ত।
র*	́	র্+ক=র্ক।
স	স্	স্+প=স্প।

কিন্তু যদি কোন স্থানে এই সকল বর্ণের আকৃতি পরিবর্ত্তন না হয় তবে তথায় এফ বলা যায় না। আদি ভাষায় রকার ভিন্ন অন্য বর্ণের আকৃতি এইরূপে পরিবর্ত্তন হয় না সুতরাং রেফ ভিন্ন অন্য এফ অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বাঙ্গালার রেফ, ঙেফ্ এবং তেফ, কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের স্পষ্ট নামাকরণ হইয়াছিল না। নামাকরণ আমি নূতন করিলাম।

৫০ সূত্র। যুক্তাক্ষরের উভয় বর্ণই আকৃতি বা উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া মিলিত হইলে তাহাকে যোগরূঢ় বর্ণ বলা যায়। যথা

ক্+ষ=ক্ষ, ক্+র=ক্র, ঙ+গ=ঙ্গ, ঞ+চ=ঞ্চ, ৎ+র=ত্র, ভ্+র=ভ্র, জ্+ঞ=জ্ঞ, স্+থ=স্থ।

দ্বিত্ব।

৫১ সূত্র। একই হল বর্ণের অব্যাহতি রূপে দুইবার উচ্চারণের নাম তাহার দ্বিত্ব। যথা ত্ত, ক্ক, ম্ম ইত্যাদি।

বর্জ্জিত বিধি। মহাপ্রাণ বর্ণ অব্যবহিত রূপে দুইবার উচ্চারিত হইতে পারে না। মহাপ্রাণ বর্ণের দ্বিত্ব হইতে তৎপূর্ব্বে তদগ্রবর্ত্তী অল্প প্রাণ বর্ণ হয় যথা গ্ঘ, চ্ছ, জ্ঝ, ড্ঢ, ত্থ, দ্ধ, ব্ভ।

৫২ সূত্র। সংস্কৃতে কেবল রেফ যোগেই হল বর্ণের দ্বিত্ব হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালার য ফলা, র ফলা, ব ফলা এবং ম ফলা যোগেও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইতে পারে। কিন্তু রেফ ভিন্ন অন্য কিছু যোগে বর্ণের দ্বিত্ব হয় না।

৫৩ সূত্র। রেফ যোগে বর্ণ এবং অক্ষর উভয়ই দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বর্ণ দ্বিত্ব করিয়া কখন লেখা হয় কখন হয় না। যথা কর্ত্তা, পূর্ব্ব, আর্য্য,

নির্দ্দেশ ইত্যাদিতে বর্ণ দ্বিত্ব লেখা হয় কিন্তু তর্ক, নির্ঘণ্ট, গর্ভ ইত্যাদি শব্দের বর্ণের দ্বিত্ব লেখা হয় না। উচ্চারণ কালে সকলেরই দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।

বর্জ্জিত বিধি। নিম্নলিখিত বর্ণের ৫২ এবং ৫৩ সূত্রমতে দ্বিত্ব হয় না।

(১) ব ফলা ভিন্ন অন্য ফলা যোগে শব্দের আদ্য বর্ণের দ্বিত্ব হয় না।

(২) যুক্তাক্ষরের দ্বিত্ব হয় না।

(৩) রেফ যোগে ট বর্গ, ন, ল, শ, ষ, এবং হকারের দ্বিত্ব হয় না।

(৪) ম ফলা যোগে ট কারের দ্বিত্ব হয় না।

বিদেশীয় শব্দ লিখিতে এই সকল নিয়ম খাটে না। তাদৃশ স্থলে উচ্চারণ অনুসারেই বর্ণ প্রয়োগ করিতে হয় এবং যে বর্ণ লিখিত থাকে কেবল তদনুসারেই উচ্চারণ করিতে হয়।

ণ কার ভেদ।

৫৪ সূত্র। ঋ, ৠ, র এবং ষ কারের পর ণ হয়। মধ্যস্থলে ক বর্গ, প বর্গ, য, র, ব, হ এবং স্বরবর্ণ ব্যবধান থাকিলেও ণ হয়। যথা ঋণ, পিতৃণ, রণ, ভীষণ, বর্ণ, বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ, নারায়ণ ইত্যাদি।

বর্জ্জিত বিধি। (১) ত বর্গের পূর্ব্বে নিত্য ন হয়। যথা শ্রান্ত, বৃন্ত, রন্ধন, রোমন্থ ইত্যাদি।

(২) প্রসিদ্ধ ন কার স্থান ভেদে পরিবর্ত্তিত হয় না। যথা দুর্নাম, মাতৃ-নাশ, পৌষনবমী ইত্যাদি।

(৩) বাঙ্গালা ক্রিয়ার বিভক্তির ন স্থির থাকে। যথা করেন, ধরিলেন, শোষেন ইত্যাদি।

৫৫ সূত্র। ট বর্গের পূর্ব্বে ণ নিত্য হয়। যথা কণ্ঠ, দণ্ড ইত্যাদি। ষট শব্দের পর ন কার থাকিলে সেই ট্ স্থলে ণ কার হয় এবং পরবর্ত্তী ন কারও মূর্দ্ধন্য ণ কার হয়। যথা ষট্+নগর=ষণ্ণগর, ষট্+নবতি ষণ্ণবতি ইত্যাদি। নিপাতনে নিম্নলিখিত শব্দে ণ কার হয়। যথা আপণ, উল্বণ, অণু, কঙ্কণ,

কল্যাণ, কণিকা, কিঙ্কিণী, কোণ, কৌণপ,

গণ্ড, গণনা, গুণ, শোণ, কণ্ব, কণা,

কণ, বাণ, শাণ, বেণী, গণ, ফণা,
চণক, চিক্কণ, বাণী, বেণু, বেণ,তুণ,
নিপুণ, বণিক, পাণি, ঘুণ, ফেণ, চূণ,
ফাল্গুণ, মাণিক্য, বীণা, স্থাণু, পাণ, মণ,
বিপণি, ভণিতা, ভাণ, মণি, লূণ, পণ,
শণ, মাণবক, স্থূণ, ঘোণা, ও লবণ,
এই সব শব্দে হয় ণত্ব নিপাতন॥

কিন্তু লবন=ছেদনাস্ত্র, লবণ=নিমক; পান=পানকরা, পাণ=তাম্বূল; মন=জীবাত্মা, মণ=ওজন বিশেষ; কোন=অনিশ্চিত বিশেষণ, কোণ=সূক্ষ্মাংশ; সন=বর্ষ, শণ,=পাট বিশেষ; বান=জলোচ্ছাস, বাণ=তীর, আপন=নিজ, আপণ=দোকান।

৫৬। অন্য সর্ব্বত্রই ন হয়। *

শ, ষ, স, কার ভেদ।

৫৭। অ, আ, আী ভিন্ন স্বরবর্ণের পর এবং র ও ককারের পর স হয় না। স কারের যদি বা আগম হয় তবে তাহার স্থানে ষ কার হইয়া যায়। যথা নি+সিদ্ধ=নিষিদ্ধ, অভি+সিক্ত=অভিষিক্ত ইত্যাদি।

যখন এইরূপ স স্থানে ষ হয় তখন তৎপরবর্ত্তী ত, থ, স্থানে ক্রমশ ট, ঠ, হয়। যথা ভ্রস্+ত=ভ্রষ্ট, প্রতি+স্থা=প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।

বর্জ্জিত বিধি। (১) খ ও ফ কারের পূর্ব্বে সর্ব্বদাই স হয়। যথা বিস্খলিত পরিস্ফীত ইত্যাদি।

(২) ত বর্গের পূর্ব্বে সর্ব্বদাই স হয়। যথা দুস্তর, নিস্তার, বিস্তীর্ণ ইত্যাদি।

(৩) পরিস্কৃত, বহিস্কৃত, কেসর, কিসলয়, বিস (মৃনাল) শব্দে এবং তদুৎপন্ন শব্দে নিপাতনে স হয়।

* ইদানীং অনেক বিষন্ন, নিষন্ন ক্ষুন্ন প্রভৃতি শব্দে মূর্দ্ধন্য ণ কারের নীচে মূর্দ্ধন্য ণ লিখিতেছেন। কিন্তু তাহা অশুদ্ধ। শেষের ন কারটি মূর্দ্ধন্য হইবার কোন কারণ নাই। আবার শেষটি দন্ত্য ন থাকিলে প্রথমটিও দন্ত্য ন থাকিবে। কারণ ত বর্গে যুক্ত যে ন কার তাহা মূর্দ্ধন্য হইতে পারে না।

৫৮। ক, উ, ঊ, ও, ঔ কারের পর ষ হয়। যথা রক্ষা, ঊষা, ঔষধ, মানুষ ইত্যাদি। কিন্তু নিপাতনে কুশ।

৫৯। ট বর্গের পূর্ব্বে ষ হয়। যথা অষ্ট, কষ্ট ইত্যাদি। নিপাতনে ষট্, ষষ্ঠ, ষষ্টি, ষণ্ড, ষাঁড় ষোল, ষোড়শ, ভাষা, পাষণ্ড, অভিলাষ, কল্মষ, পাষাণ, মাষ (ডাইল) শব্দে ষ হয়।

৬০। ধাতুর অন্ত্য শ্ কারের পর ত, থ, ন থাকিলে সেই শ স্থানে ষ কার হয় এবং ত, থ, ন স্থানে ট, ঠ, ণ হয়। যথা (দ ন্ শ্) দশ্+ত=দষ্ট, পৃশ্+থা=পৃষ্ঠা, কৃশ্+ন=কৃষ্ণ, বিশ্+ত=বিষ্ট ইত্যাদি।

৬১। চ বর্গের পূর্ব্বে নিত্য শ হয়। যথা নিশ্চিন্ত, দুশ্ছেদ্য ইত্যাদি।

আলোচনা।

স এবং শ কারের প্রয়োগের বিভেদ লেখা অসাধ্য। সুতরাং তাহা কেবল প্রয়োগ দৃষ্টে জ্ঞাতব্য। উচিত রূপে উচ্চারণ করিলে লিখিবার কোন কষ্ট হয় না। কেবল উচ্চারণ দোষেই এই সকল সূত্র লেখা আবশ্যক হয়।

৬২। এই সকল সূত্র অসংস্কৃত শব্দ লিখিতে প্রযোজ্য নহে। তাদৃশ স্থলে কেবল উচ্চারণানুসারে লিখিতে হইবে।

উপবর্ণ।

৬৩। যে সকল বর্ণ কোন অক্ষরের প্রতিরূপ নহে অর্থাৎ যাহাদের কোন উচ্চারণ নাই অথচ অর্থ বোধের সাহায্যার্থে লেখ্য ভাষায় প্রযুক্ত হয়, তাহাদের নাম উপবর্ণ।

৬৫। বাঙ্গালা ভাষায় ষোড়শ উপবর্ণ প্রচলিত আছে। যথা—

, ; । ॥ + – = ? ! ¡ ( ) ঽ " " ॅ * * * ৺

(১), এই উপবর্ণের নাম কমা। বাক্যের মধ্যে যখন একই যৌগিক শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে হয়, তখন কেবল শেষ স্থানে যৌগিক শব্দটি লিখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে তৎপরিবর্ত্তে কমা ব্যবহার করা যায়। যথা রাম, শ্যাম, হরি ও গোপাল।

বাক্যের মধ্যে ভাব ভঙ্গ হইলে তথাতে কমা দিতে হয়। যথা যে সদুপায়ে যাহা উপার্জ্জন করে, যাবৎ সে স্বেচ্ছা ক্রমে তাহা ত্যাগ না করে, তাবৎ তাহা তাহারই থাকা উচিত।

সংস্কৃতে 'ও' নামক কোন যৌগিক শব্দ নাই। পারসীতে ওবাও নামক এক বর্ণ আছে তাহার আকৃতি কমার সদৃশ এবং তাহার উচ্চারণ ওকার সদৃশ। সেই বর্ণ পারসীতে যৌগিক শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। অনুমান হয় যে ইউরোপীয়েরা সেই ওবাও নামক বর্ণের আকৃতি মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে " কমা " এই লাটিন নামটি প্রদান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হিন্দুরা সেই ওবাও নামক বর্ণের উচ্চারণ মাত্র গ্রহণ স্বদেশীয় বর্ণ ওকার দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

(২) ; এই চিহ্নের নাম দ্বিকমা। ইহা বাক্যের বৃহৎ বৃহৎ অংশের উত্তর ব্যবহৃত হয়। দ্বিকমা দ্বারা ছিন্ন বাক্যাংশে এক বা তদধিক কমা থাকিতে পারে।

(৩) । এই চিহ্নের নাম দাঁড়ী। ইহা বাক্য সমাপ্তি বোধক।

(৪) ॥ ইহার নাম যুগ্ম দাঁড়ী। ইহা আখ্যান সমাপ্তি বোধক।

(৫) + এই চিহ্নের নাম যোজক। ইহা যে যে শব্দের বা শব্দাংশের মধ্যে থাকে, তাহাদিগকে যোগ করিতে হইবে বুঝায়।

(৬) – ইহার নাম ইৎ। ইহা যে দুই শব্দাংশের মধ্যে বসে তাহাদের পূর্ব্বটি হইতে পরেরটি ত্যাগ করিতে হইবে বুঝায়।

(৭) = এই চিহ্নের নাম সমিৎ। ইহা যে যে শব্দের বা বাক্যের মধ্যে থাকে তাহাদের তুল্যতা বুঝায়।

(৮) ? ইহার নাম পৃচ্ছক। ইহা জিজ্ঞাসা বোধক। যথা তুমি কে? এই কি ধর্ম্মের মর্ম ? ইত্যাদি। ইহা বাক্যের শেষে থাকিলে দাঁড়ী এবং পৃচ্ছক উভয়ের কার্য্য করে।

(৯) ! ইহার নাম সম্বোধক। ইহা বিশিষ্য শব্দের পর অষ্টমীর বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়।

(১০) ¡ ইহার নাম স্মায়ক। ইহা আশ্চর্য্য জ্ঞাপক।

আলোচনা—ইংরেজীতে স্মায়ক এবং সম্বোধক একই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ ভিন্ন জন্য আমি তাহাদের আকৃতি বিভিন্ন করিলাম।

(১১) ( ) এই চিহ্নের নাম বন্ধনী। বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী কথা গুলি পড়িতে হয় না। কিন্তু অর্থ করা কালে সে গুলি ধরিয়া অর্থ করিতে হয়। যথা পূর্ব্বে ইন্দ্র প্রস্থে (বর্ত্তমান দিল্লী) শতানীক নামে এক রাজা ছিলেন। এই বাক্যে বন্ধনীর মধ্যস্থিত শব্দদ্বয় পড়িতে হইবে না কিন্তু বুঝিতে হইবে যে শতানিকের সময়ে বর্ত্তমান দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ নাম ছিল।

(১২) ঽ এই চিহ্নের নাম লুপ্ত অ কার। যেখানে সন্ধি সূত্রে অ কার লোপ পায়, অথচ তথায় যে অ কার লোপ হইয়াছে তাহার কোন চিহ্ন রাখা আবশ্যক, তথায় এই চিহ্ন লেখা যায়। যথা মনো ঽ গম্য। এই শব্দে মনঃ এই শব্দ সহ গম্য শব্দ কিংবা অগম্য শব্দের সন্ধি হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা কঠিন। এই জন্য লুপ্ত অ কার চিহ্ন দ্বারা অ কারের লোপ প্রকাশ করা হইয়াছে; যেখানে সন্দেহের কোন কারণ নাই তথায় লুপ্ত অ কার চিহ্ন আবশ্যক হয় না। যথা মনঃ+অগ্নি=মনোগ্নি ইত্যাদি।

(১৩) " " এই চিহ্নের নাম উদ্ধৃতি। এই চিহ্নের মধ্যস্থ কথাগুলি লেখকের নিজের নহে অর্থাৎ অন্যের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(১৪) —. এই চিহ্নের নাম অনুক্তি। এই চিহ্ন অসমাপ্ত বাক্যের অনুক্তি অংশের স্থানে ব্যবহৃত হয়। যখন নায়ক কোন বাক্য বলিতে বলিতে বা লিখিতে লিখিতে মৃত, স্থানান্তরিত কিম্বা অন্য মনস্ক হইয়া সেই কথা সমাপ্ত করিতে না পারে তথায় এই চিহ্ন দিতে হয়।

আলোচনা—এই চিহ্নের ইংরেজী নাম ডাষ্। কিন্তু ডাষের নীচে কোন বিন্দু থাকে না। আমি ইং হইতে তাহাকে পৃথক করার জন্য নীচে বিন্দু দিলাম।

(১৫) * * * এই চিহ্নের নাম পরিহার। কোন বিস্তৃত বৃত্তান্তের কিয়দংশ ত্যক্ত হইলে, তথায় এই চিহ্ন দিতে হয়।

(১৬) ৺ এই চিহ্নের নাম আঁজি। এই চিহ্ন দেবতা এবং তীর্থাদির নামের পূর্ব্বে ব্যহৃত হয়। ৺ শারদীয়া পূজা, ৺ কাশীধাম, ইত্যাদি।

মহাত্মা ব্যক্তিদের মৃত্যু হইলে ও তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে এই চিহ্ন লেখা যায়। যথা ৺ রাম প্রসাদ সেন ৺ রামকৃষ্ণ পরম হংস ইত্যাদি।

৬৫ সূত্র। নিম্নলিখিত নয়টি উপবর্ণকে যতি বা বিরাম চিহ্ন বলে এবং পাঠ কালে তাহাদের স্থানে নিম্নলিখিত পরিমাণে স্বরঃপাত করিতে হয়। যথা

কমাতে অর্দ্ধ বিপল।

দ্বিকমা এবং পৃচ্ছকে এক বিপল।

অসমুক্তিতে ও দাঁড়ীতে চারি বিপল।

যুগ্ম দাড়ী ও পরিহারে সাত বিপল।

স্মায়ক দুই বিপল।

সম্বোধিকে তিন হইতে দ্বাদশ বিপল।

পরন্তু পৃচ্ছক ও স্মায়ক বাক্যের শেষে থাকিয়া দাঁড়ীর কর্য্য করিলে, তথায় চারি বিপল থামিতে হয়।

ইতি বর্ণ প্রকরণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

সন্ধি।

বিশেষ বিশেষ শব্দ পরস্পর সন্নিহিত হইলে তাহাদিগকে একত্রিত করিবার ইচ্ছা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ। সমুদায় ভাষাতেই এইরূপ যোগের নিয়ম কতক প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ একীকরণের নিয়ম রচনার আত্মা স্বরূপ। সংস্কৃতে এই একীকরণ সন্ধি ও সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। বাঙ্গালা ভাষায় সমাস ও সন্ধি অনেক কম প্রচলিত। অসংস্কৃত শব্দের সন্ধি ও সমাস প্রায় নাই। কিন্তু বাঙ্গালাতে সংস্কৃত শব্দই অধিকাংশ। সুতরাং সন্ধি ও সমাস বাঙ্গালাতেও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অগ্রে সন্ধির নিয়ম লেখা গেল। সমাস অতি দুরূহ জন্য তাহা পরে লিখিত হইবে।

৬৬ সূত্র। একাধিক শব্দের একীকরণের নাম সন্ধি। সন্ধি দুই প্রকার, স্বর সন্ধি ও হল সন্ধি।

স্বরসন্ধি।

৬৭ সূত্র। পূর্ব্ব শব্দের অন্ত্য স্বরের সহিত পর শব্দের আদ্য স্বরের একীকরণের নাম স্বর সন্ধি।

৬৮ সূত্র। পূর্ব্ব শব্দের অন্ত্য স্বর এবং পর শব্দের আদি স্বর সবর্ণ হইলে, সন্ধিতে পূর্ব্বেরটি দীর্ঘ হয় এবং পরেরটি লোপ পায়। যথা দেব+অরি=দেবারি, অস্ত্র+আঘাত=অস্ত্রাঘাত, মুনি+ইন্দ্র=মুনীন্দ্র, বারি+ঈশ=বারীশ, বধূ+উপযাম=বধূপযাম, মাতৃ+ঋণ=মাতৃণ ইত্যাদি।

৬৯ সূত্র। আ কারের পূর্ব্বে বা পরে অ কিম্বা আ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ হইবে।

৭০ সূত্র। অ আ কিম্বা আ কারের পর ই ঈ উ ঊ ঋ কিংবা ৯ থাকিলে, পর বর্ণের গুণ হয় এবং পূর্ব্ব স্বর লোপ পায়। সেই গুণিত স্বর পূর্ব্ব হল বর্ণে

যুক্ত হয়। যথা নর+ইন্দ্র=নর্+এন্দ্র=নরেন্দ্র। এইরূপ মহা+উরগ=মহো-রগ, বর্ষা+ঋতু=বর্ষর্ত্তু ইত্যাদি। (৫৩ সূত্র মতে ত কারে দ্বিত্ব)।

৭১ সূত্র। অ, আ কিম্বা আ কারের পর এ, ঐ, ও কিম্বা ঔ থাকিলে, পূর্ব্ব স্বর লোপ পায় এবং পরের স্বরের বৃদ্ধি হয়। সেই বর্দ্ধিত স্বর পূর্ব্ব হলবর্ণে যুক্ত হয়। যথা পঙ্ক+এরেণ্ড=পঙ্কৈরণ্ড, মত+ঐক্য=মতৈক্য, জল+ওঘ=জলৌঘ, মহা+ঔষধি=মহৌষধি ইত্যাদি।

৭২ সূত্র। ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ কারের পর অসবর্ণ স্বর থাকিলে ই ঈ স্থানে য্, উঊ স্থানে ব্, ঋৠ স্থানে র্, হয়। সেই য্ ব্ র্ পূর্ব্ব বর্ণের ফলা হয় এবং পরবর্ত্তী স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। যথা অতি+অন্ত=অত্যন্ত, অভি+আস=অভ্যাস, সাধু+আবাস সাধ্বাবাস, পিতৃ+উক্তি=পিত্রুক্তি ইত্যাদি।

বিশেষ সূত্র। কিন্তু যদি পূর্ব্ব বর্ণ র কার হয়, তবে য এবং ব পূর্ব্ব বর্ণের ফলা না হইয়া বরং সেই পূর্ব্ব র কার য্ এবং ব্ কারের রেফ হয়। যথা হরি+অক্ষ=হর্য্যক্ষ. মরু অতিক্রম+অতিক্রম=মর্ব্বাতিক্রম ইত্যাদি। (৫৩ সূত্রানুসারে য এবং ব কারের দ্বিত্ব)।

কিন্তু যদি র কার পূর্ব্ব বর্ত্তী অন্য হলবর্ণে যুক্ত থাকে, তবে এফ হয় না। ঈদৃশ স্থলে, ঈ স্থানে ঈয়, এবং উ স্থানে উব হয়। যথা ত্রি+আহ্নিক=ত্র্যাহ্নিক, স্ত্রী+আগার=স্ত্রীয়াগার. শত্রু+আগম=শত্র্বাগম, ভ্রূ+আকুঞ্চন=ভ্রূবাকুঞ্চন ইত্যাদি।

৭৩ সূত্র। এ, ঐ, ও ঔ কারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, এ স্থানে অয়্, ঐ স্থানে আয়্ ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। তাহাদের আন্ত স্বরাংশ পূর্ব্ব হল বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের হলাংশ পরবর্ত্তী স্বরে যুক্ত হয়। যথা খে+আগত=খ্+অয়্+আগত=খয়াগত। এইরূপ কৈ+এক=কায়েক, গো+এষণা=গবেষণা, নৌ+আক্রমণ=নাবাক্রমণ ইত্যাদি।

বিশেষ সূত্র। কিন্তু প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন শব্দের অন্ত্য এ কার এবং ও কারের পর অ কার লোপ পায়। যথা কবে+অবেহি=কবেবেহি, ততো+অধিক=ততোধিক ইত্যাদি।

এই সকল স্থানেই আবশ্যক বশতঃ লুপ্ত অকার প্রকাশক চিহ্ন কখন কখন দিতে হয়। যথা যশঃ+অবধি=যশো ২ বধি ইত্যাদি।

৭৪ সূত্র। নিষেধার্থক অকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, অ স্থানে অন্ হয়। যথা অ+আচার=অনাচার অ+ইষ্ট=অনিষ্ট ইত্যাদি।

৭৫ সূত্র। প্রাকৃত ভাষায় এক শব্দ পরে থাকিলে, বিশিষ্যের অন্ত্য অকার বিকল্পে লোপ পায়, কিন্তু সংস্কৃতে তাদৃশ লোপ হয় না। যথা। বার+এক=বারেক বা ব্যরৈক, জন+এক=জনেক বা জনৈক ইত্যাদি।

৭৬ সূত্র। স্বর বর্ণ পরে থাকিলে কু স্থানে কদ্ আদেশ হয়। অন্য কোন কোন সূত্র দ্বারা তাহার বাধা হয় না। যথা। কু+আচার=কদাচার, কু+অশ্ব=কদশ্ব ইত্যাদি।

নিপাতনে মনঃ+ঈষা=মনীষা, দ্বি+অপ=দ্বীপ, কুল+অটা=কুলটা, প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ়, প্র+ঊঢ়ি=প্রৌঢ়ি, অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিনী, গো+অক্ষ=গবাক্ষ, বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ, এবং কু+উষ্ণ=কবোষ্ণ।

হল সন্ধি।

৭৭ সূত্র। হলান্ত শব্দের অন্ত্য হল বর্ণের সহ অন্য শব্দের আদি বর্ণের একীকরণের নাম হল সন্ধি। পরবর্ত্তী শব্দের আদ্য বর্ণটি স্বর হউক বা হল হউক, পূর্ব্ব শব্দের অন্ত্য বর্ণ হল হইলেই হল সন্ধি হয়। কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন না হইলে, তথায় হল সন্ধি বলা যায় না। যথা দিক্+এ=দিকে, প্রাক্+কাল=প্রক্কাল ইত্যাদি শব্দে কোন সন্ধি হয় নাই। যেথানে একীকরণ দ্বারা কোন পরিবর্ত্তন হয়, তখনই সন্ধি হইল বলা যায়।

হল সন্ধির নিয়ম।

৭৮ সূত্র। পূর্ব্ব শব্দের অন্ত্য বর্ণ ত কিংবা দ হইলে এবং পর শব্দের আদিতে চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন কিংবা ল থাকিলে, সেই ত কিংবা দ লোপ পায় এবং পর বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র, সৎ+ছাত্র=সচ্ছাত্র, তৎ+লাভ=তল্লাভ ইত্যাদি।

৭৯ সূত্র। ত কারের পর শ থাকিলে শ স্থানে ছ হয় এবং তাহার পর ৭৮ সূত্র প্রয়োগ হয় যথা শরৎ+শশী=শরচ্ছশী, বৃহৎ+শকট=বৃহচ্ছকট ইত্যাদি।

৮০ সূত্র। যদি গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ন, ব, ভ, য, র, ল, ব কিম্বা স্বর বর্ণ পরে থাকে তবে ক, ট, ত, প, স্থানে ক্রমশঃ গ, ড, দ, এবং ব হয়। যথা বাক্+জাল=বাগ্জাল, ষট্+দর্শন=ষড্দর্শন, উৎ+ভব=উদ্ভব, অপ্+আনয়ন=অবানয়ন ইত্যাদি।

কিন্তু শরৎ+অম্বু=শরজ্জম্বু হয়। আর প্রাকৃতিক বাঙ্গালায় জগৎ+বন্ধু=জগবন্ধু, জগৎ+মোহন=জগমোহন, জগৎ+ঝম্প=জগঝম্প বিকল্পে হয়। কিন্তু আদি ভাষায় সর্ব্বদাই জগদ্বন্ধু, জগন্ মোহন এবং জগজ্ঝম্প পদ হয়।

৮১ সূত্র। ক ও ট কারের পর হ থাকিলে, ক স্থানে ঘ এবং ট স্থানে ঢ হয় এবং হ লোপ পায়। যথা বাক্+হীন=বাঘীন, সম্রাট্+হত্যা=সম্রাঢ়ত্যা ইত্যাদি।

৮২ সূত্র। ত কিংবা দ কারের পর হ থাকিলে সেই হ স্থানে ধ হয় যথা বৃহৎ+হস্ত=বৃহদ্ধস্ত, বিপদ্+হেতু=বিপদ্ধেতু ইত্যাদি।

৮৩ সূত্র। ক ও ত কারের পর ম থাকিলে, ক স্থানে ঙ এবং ত স্থানে ন হয়। যথা বাক্+ময়=বাঙ্ময়, তৎ+মানস=তন্মানস ইত্যাদি।

৮৪ সূত্র। ন কারের পর ল থাকিলে, ল কারের দ্বিত্ব হয় এবং ন স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়। যথা বিদ্বান্+লোক=বিদ্বাঁল্লোক, মহান্+লাভ=মহাঁল্লাভ ইত্যাদি। কিন্তু আদি ভাষায় চন্দ্রবিন্দু নাই সুতরাং ন কারের সম্পূর্ণ লোপ হয়।

৮৫ সূত্র। ষ কারের পরে থাকিলে, ত ও থ স্থানে ট ও ঠ হয়। যথা চতুষ্+তয়=চতুষ্টয়, ষষ্+থ=ষষ্ঠ ইত্যাদি।

৮৬ সূত্র। দুয়ের অধিক হলবর্ণ সন্নিহিত হইলে, যদি তাহাদের একত্র উচ্চারণ অতি কষ্টকর বা অসাধ্য হয়, তবে মধ্য হলবর্ণটি লোপ পায়। যথা উৎ+স্থিত=উত্থিত, যোষিৎ+স্পর্শ=যোষিৎপর্শ ইত্যাদি।

৮৭ সূত্র। সং এবং পরি শব্দের পর কৃ ধাতুর পূর্ব্বে স আগম হয়। যথা সংস্কার, পরিষ্কৃত ইত্যাদি।

নিপাতনে কু + বেল = কদ্বেল, কু + জল = কজ্জল এবং কু + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।

৮৮ সূত্র। যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, পূর্ব্ব অনুস্বর স্থানে সেই বর্গের অন্ত্য বর্ণ হয়। যথা শুভং+কর=শুভঙ্কর, সং+চয়=সঞ্চয়, সায়ং+ঢক্কা=সায়ণ্ঢক্কা, চিরং+তন=চিরন্তন ইত্যাদি।

৮৯ সূত্র। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অনুস্বর স্থানে ম্ হয়। যথা সং+আচার=সমাচার, ইদং+ঔষধি=ইদমৌষধি ইত্যাদি।

৯০ সূত্র। বিসর্গের পর বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে, সেই বিসর্গের স্থানে স্ হয়। স্ স্থান ভেদে শ্ কিম্বা ষ্ রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা পুরঃ+কৃত=পুরস্কৃত, পরঃ+পর=পরস্পর, দুঃ+কর্ম্ম=দুষ্কর্ম্ম, নিঃ+চিত=নিশ্চিত ইত্যাদি (৫৭, ৫৮, ৫৯, সূত্র দেখ। নিঃ+টীকা=নিষ্টীকা।

৯১ সূত্র। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিম্বা য, র, ল, হ পরে থাকিলে, অকারের পরাস্থিত বিসর্গের স্থানে উ হয়। সেই উ পূর্ব্ব অ কারের সহ সন্ধি দ্বারা ওকার হয়। যথা মনঃ+জ=মনোজ, যশঃ+লাভ=যশোলাভ ইত্যাদি।

বিশেষ বিধি। কিন্তু প্রত্যয়ের ব, ম, য, পরে থাকিলে, অ কারের পরস্থিত বিসর্গের স্থানে স্ হয়। যথা স্রোতঃ+বতী=স্রোতস্বতী, তেজঃ+মান=তেজস্মান, সরঃ+বতী=সরস্বতী, যশঃ+বিন=যশস্বিন্, বয়ঃ+য=বয়স্য, তপঃ+যা=তপস্যা, রহঃ+য=রহস্য ইত্যাদি।

৯২ সূত্র। অ কারের পরস্থিত বিসর্গের পর অ থাকিলে, শেষ অ কার লোপ পায় এবং পরে ৯১ সূত্রানুসারে কার্য্য হয়। যথা তমঃ+অরি=তমোরি, তেজঃ+অন্ধ=তেজোন্ধ, মনঃ+অগম্য=মনোঽগম্য ইত্যাদি।

টিপ্পনী—তমোরি এবং তেজোন্ধ শব্দে লুপ্ত অকার সহজেই অনুভূত হইতে পারে এই জন্য তাহাতে লুপ্ত অ কার বোধক চিহ্ন অনাবশ্যক। কিন্তু ঐ চিহ্ন দিলে কোন দোষ নাই। কিন্তু মনোঽগম্য শব্দে চিহ্ন প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। নতুবা অর্থ বোধের কষ্ট হয়।

৯৩ সূত্র। আ কারের পরস্থ বিসর্গ লোপ পায়।

বর্জ্জিত বিধি—কিন্তু ভাঃ শব্দের পর ক বর্গ ও প বর্গ থাকিলে, বিসর্গ স্থানে স্ হয়। যথা ভাঃ+কর=ভাস্কর, ভাঃ=পতি=ভাস্পতি, ভাঃ+বর=ভাস্বর ইত্যাদি।

৯৪ সূত্র। ই কারাদি ঔ কার পর্য্যন্ত স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গের পর স্বরবর্ণ এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিম্বা য, ল, ব, হ, থাকিলে, বিসর্গ স্থানে র হয়। সেই র পর বর্ণে যুক্ত হয়। যথা বহিঃ+অঙ্গ=বহিরঙ্গ, চতুঃ+গুণ=চতুর্গুণ, নরৈঃ+বধ্য=নরৈর্ব্বধ্য ইত্যাদি। (৫৩ সূত্রানুসারে ব কারের দ্বিত্ব)।

৯৫ সূত্র। অ কারের পরস্থিত র জাত বিসর্গ স্থানে র হয়, যদি ৯৪ সূত্রোক্ত অক্ষর সকল পরে থাকে। যথা পুনঃ+আগমন=পুনরাগমন মাতঃ+গঙ্গে=মাতর্গঙ্গে, অন্তঃ+হিত=অন্তর্হিত ইত্যাদি।

টিপ্পণী। অহঃ, মুহঃ, প্রাতঃ, অন্তঃ, স্বঃ, পুনঃ, চতুঃ, এবং ঋ কারান্ত শব্দের সম্বোধন পদের অন্ত্য বিসর্গকে র জাত বা রেফ জাত বিসর্গ বলা যায়। কেননা ঐ সকল বিসর্গ কেবল র কারের প্রতিভূ স্বরূপ।

৯৬ সূত্র। বিসর্গের পর র কিম্বা ঋ থাকিলে, বিসর্গ লোপ পায় এবং তৎপূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা নিঃ+রস=নীরস, দুঃ+রুহ=দূরূহ, চতুঃ+ঋষি=চতূঋষি, বপুঃ+ঋদ্ধি=বপূঋদ্ধি ইত্যাদি।

টিপ্পণী। যেখানে বিসর্গের সহিত পর বর্ণের সন্ধি না হয়, সেখানে পর বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় যেমন দুঃখ, দুঃশীল, পুনঃ পুনঃ ইত্যাদি।

শব্দের অন্ত্য র্, স্, এবং হ্ স্থানে বিসর্গ ব্যবহার করা যায়। অন্তর্ বা অন্তঃ, যশস্ বা যশঃ, শাহ বা শাঃ ইত্যাদি।

টীকা। শব্দের অন্তে হ কার সংস্কৃতে নাই। হ কারান্ত শব্দ সমুদায়ই যাবনিক ভাষা মূলক। সুতরাং অন্ত্য হ কার স্থানে বিসর্গ ব্যবহার করা আদি ভাষার ব্যাকরণে নাই।

তৃতীয় প্রকরণ।

শব্দ।

৯৭ সূত্র। জড় পদার্থের নির্ঘাত তাড়িত বায়ু আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে, আমরা যাহা অনুভব করি তাঁহার নাম শব্দ।

৯৮ সূত্র। অর্থ যুক্ত শব্দের নাম 'নাম' এবং সেই নাম বিভক্তি যুক্ত হইলে অর্থাৎ বাক্যে প্রযুক্ত হইলে, তাহাকে পদ বলা যায়।

টীকা। যে ভাষায় যে শব্দ প্রচলিত আছে সেই শব্দকে সে ভাষায় নাম বলা যায়। যে শব্দের যে ভাষায় অর্থ নাই, সেই শব্দের অন্য ভাষায় অর্থ থাকিলেও তাহাকে নাম বলা যায় না।

৯৯ সূত্র শব্দ দুই প্রকার যথা সব্যয় এবং অব্যয়।

(১) যে সকল নাম বিভক্তি যোগে রূপান্তরিত হয়, তাহাদের নাম সব্যয় শব্দ। সব্যয় চারি প্রকার। যথা বিশিষ্য, সর্ব্বনাম, বিশেষণ, এবং ক্রিয়া।

(২) যে সকল শব্দের উত্তর কোন বিভক্তি প্রকাশ হয় না অথবা বিভক্তিযোগে একই আকৃতি সর্ব্বত্র থাকে, তাহারা অব্যয়। অব্যয় ছয় প্রকার। বিশেষনীয় বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ, উপসর্গ, যৌগিক শব্দ, আকস্মিক শব্দ, এবং আসঙ্গিক শব্দ।

১০০ সূত্র। শব্দের গুণ ও সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করাকে তাহার পরিচয় করা বলে।

বিশিষ্য বা সংজ্ঞা।

১০১ সূত্র। বস্তু, বিষয়, অবস্থা ও গুণের নামকে বিশিষ্য বা সংজ্ঞা বলে।

১০২ সূত্র। বিশিষ্যের পরিচয় করিতে তাহার প্রকার, লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি ও কারক বলিতে হয়।

টিপ্পনী। সমুদায় বিশিষ্যই প্রথম পুরুষ সুতরাং সংজ্ঞার পুরুষ নির্ণয় নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কখন কখন বিশিষ্যে মধ্যম পুরুষের ভাব অধ্যাস করিয়া সম্বোধন করা যায় যথা—হে বৃক্ষ! হে সমুদ্র ইত্যাদি।

বিশিষ্যের প্রকার।

১০৩ সূত্র। বিশিষ্য চারি প্রকার। যথা (১) সাধারণ (২) বিশেষ, (৩) গুণবাচক (৪) ক্রিয়াবাচক।

১০৪ সূত্র। যে বিশিষ্য কোন প্রকারের সমুদায় বস্তুকে বা বিষয়কে বুঝায় তাহার নাম সাধারণ বা জাতি বাচক সংজ্ঞা। যথা মনুষ্য, বৃক্ষ, বিচার, ধর্ম্ম, ইত্যাদি।

১০৫ সূত্র। যে বিশিষ্য কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়, তাহা বিশেষ সংজ্ঞা বা নাম বাচক সংজ্ঞা। যথা রাম, শ্যাম ইত্যাদি।

১০৬ সূত্র। কার্য্যের ভাবকে ক্রিয়া বাচক সংজ্ঞা বলে যথা গমন, হত্যা, আশক্তি ইত্যাদি।

১০৭ সূত্র। গুণের নাম ও গুণবানের ভাবকে গুণ বাচক সংজ্ঞা বলে। যথা দয়া, ভয়, ভদ্রতা, ধীরত্ব ইত্যাদি।

লিঙ্গ।

১০৮ সূত্র। যদ্দ্বারা সংজ্ঞার পুরুষ, স্ত্রী এবং তদিতর ভেদ জানা যায় তাহার নাম লিঙ্গ। লিঙ্গ তিন প্রকার পুং লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ এবং ক্লীব বা নপুংসক লিঙ্গ।

১০৯ সূত্র। ক্লীবলিঙ্গ জ্ঞাপনার্থে শব্দের উত্তর কোন প্রত্যয় হয় না।

(১) পুরুষ বা তদ্বৎ ভাবাপন্ন বস্তু বোধক শব্দ পুংলিঙ্গ। যথা বৃক্ষ, মনুষ্য ইত্যাদি।

(২) স্ত্রী বা তদ্বৎ ভাবাপন্ন বস্তু বোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা নারী, হস্তিনী, দয়া, লতা ইত্যাদি।

(৩) স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ ভিন্ন অপর সমস্ত বিশিষ্যই ক্লীবলিঙ্গ যথা কাষ্ঠ, কপাট, কলম ইত্যাদি।

আলোচনা—সংস্কৃতে শব্দের অন্ত্য ভাগানুসারে লিঙ্গ হয়। সুতরাং স্ত্রীবোধক শব্দ ও পুংলিঙ্গ হইতে পারে এবং পুরুষ বোধক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ

হইতে পারে। যেমন দারশব্দ পুংলিঙ্গ এবং দেবতা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অর্থানুসারে লিঙ্গ হয় সুতরাং তদ্রূপ হইতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় দার শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং দেবতা শব্দ পুংলিঙ্গ।

১১০ সূত্র। পুংলিঙ্গ শব্দের প্রায় সমুদায়ই মূলশব্দ। তাহাদের পুংলিঙ্গ জ্ঞাপনার্থে কোন প্রত্যয় হয় না। কেবল মাসিয়া, পিসিয়া এবং বোনাই এই তিনটি পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ মাসী, পিসী, এবং বুন শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শাশুরিয়া শব্দ শাশুরী শব্দাৎ উৎপন্ন; আবার শাশুরী শব্দ শোশুর (শ্বশুর) শব্দ হইতে উৎপন্ন।

১১১ সূত্র। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অত্যল্প অংশ মূল শব্দ। অধিকাংশ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দই পুংলিঙ্গ হইতে প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন হয়।

১১২ সূত্র। নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সমূহ মূল শব্দ অর্থাৎ পুংলিঙ্গ শব্দ হইtতে প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন নহে! যথা

স্ত্রী, কন্যা, দুহিতৃ, স্বসৃ, মাতৃ, ভগিনী, গো, মা, বধূ, বৌ, স্নুষা, বনিতা, দার, দারা, যোষা, যোষিৎ, অম্বা, উষা, প্রেয়সী, রূপসী, প্রসূ, অবীরা, দয়িতা, প্রসূতি, রজস্বলা, বেশ্যা, করেণু, গণিকা, জায়া, ভার্য্যা, সন্ততি, মায়া, দিক্‌, বুন, মাহই, বিবি, বেগম, গরু, মাগী, ঘুস্কী, খানকী, বাই, কশবী, হুড়কী ইত্যাদি।

১১৩ সূত্র। পুংলিঙ্গ শব্দ হইতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ উৎপাদন জন্য যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদের নাম স্ত্রীত্ব প্রত্যয়। স্ত্রীত্ব প্রত্যয় সমুদায়ে পাঁচটি। যথা আ, ঈ, নী, আনী এবং ইনী।

টীকা। প্রকৃত সংস্কৃত শব্দে কখন স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয় না এবং অসংস্কৃত শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় হয় না।

১১৪ সূত্র সংস্কৃত শব্দের স্ত্রীত্ব নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে হয়।

(১) ই, ঈ, উ কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সমান থাকে। যথা সুমতি, স্থির বুদ্ধি, সুধী, সুশ্রী, সুভ্রূ ইত্যাদি।

(২) উ কারান্ত এবং ঋ কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা সাধু+ঈ=সাধ্বী, কর্ত্তৃ+ঈ=কর্ত্রী ইত্যাদি।

কিন্তু শক্রু, নৃ, পিতৃ, ভ্রাতৃ, জামাতৃ, শব্দের পরে কোন স্ত্রীত্ব প্রত্যয় হয় না।

(৩) আ কারান্ত, ঋ কারান্ত, এ কারান্ত, ঐ কারান্ত, ও কারান্ত এবং ঔ কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সংস্কৃতে নাই। সুতরাং তাদৃশ শব্দের স্ত্রীত্বের কোন বিধান নাই।

(৪) ক কারান্ত জাতি বাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়। যথা ডাহুক + ঈ = ডাহুকী, জম্বূক + ঈ = জম্বূকী ইত্যাদি।

কিন্তু চাতক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে চাতকী বা চাতকিনী উভয় প্রকারই বাঙ্গলা ভাষায় হইতে পারে। সংস্কৃতে কেবল চাতকী হয়, চাতকিনী হয় না।

(৫) অন্যত্র ক কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। উপান্তে অ থাকিলে সেই অ স্থানে ই হয়। যথা বণিক্ + আ = বণিকা, পাচক + আ = পাচিকা ইত্যাদি।

কিন্তু জনক শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে জননী হয়। (নিপাতনে)

(৬) তদ্ধিতের ঈয়, র, ল, এবং শ, কারান্ত শব্দের উত্তর আ হয়। যথা দেশীয়া, মুখরা, সরলা এবং কর্কশা ইত্যাদি।

(৭) তদ্ধিতের অন্য প্রত্যয় পরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা জলময়ী দাক্ষায়ণী, সৌবলী, দ্রৌপদী, যাদবী ইত্যাদি।

(৮) ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা প্রমত্তা, বিবাহিতা, আরূঢ়া, দগ্ধা, বিশুদ্ধা ইত্যাদি।

(৯) অন্যত্র ত কারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। যথা বলবৎ + ঈ = বলবতী, এইরূপ মহতী, শ্রীমতী, ইত্যাদি।

কিন্তু প্রেত শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে প্রেতিনী হয়।

(১০) শব্দের অন্তে ঙ্গ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ এবং ইনী হয়। যথা মাতঙ্গী বা মাতঙ্গিনী, ভুজঙ্গী, বা ভুজঙ্গিনী, ইত্যাদি।

কি ভৃঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ভৃঙ্গা হয়।

(১১) বিনোদ, চণ্ডাল, কুটুম্ব, প্রেত, পাগল, কায়েস্থ, উন্মাদ, সৈর, সর্প, অশ্ব, কৈবর্ত্ত, সম্রাজ, চাতক, গোয়াল, বাঘ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় হয়। যথা বিনোদিনী, চণ্ডালিনী, কুটুম্বিনী, ইত্যাদি।

পরন্তু গোপ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গোপী ও গোপিনী এবং কুম্ভীর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কুম্ভিরী ও কুম্ভিরিণী উভয় প্রকারই হয়।

নিপাতনে গৃদ্ধ্র শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গৃধিনী হয়।

(১২) ইন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়! যথা মানিন্ + ঈ = মানিনী, কামিন্ + ঈ = কামিনী ইত্যাদি।

কিন্তু চৌধুরিণ্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে চৌধুরাণী হয়।

(১৩) রাজন্, নর, রণ্ড, শুক, পতি, বিদ্বস্, যুবন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রাজ্ঞী বা রাণী, নারী, রাণ্ডী শাড়ী, পত্নী, বিদুষী এবং যুবতী হয়। নিপাতনে

কিন্তু পতি শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য শব্দে সহ সমাসবদ্ধ থাকিলে, তাহার পর স্ত্রীত্ব প্রত্যয় হয় না। যথা সেনাপতি, দিল্লীপতি, বঙ্গাধিপতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হয় না।

(১৪) ব্রহ্ম, রুদ্র, মৃড়, ইন্দ্র, ভব, সর্ব্ব, বরুণ, মাতুল, ঠাকুর, মেথর, নাপিত, মণ্ডল শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আনী প্রত্যয় হয়। যথা ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী ইত্যাদি। (৫৪ সূত্রানুসারে আনী স্থানে আণী হইয়াছে)

(১৫) শিব, উপাধ্যায়, ভট্ট, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও আচার্য্য শব্দের উত্তর বিকল্পে আনী প্রত্যয় হয়। যথা শিবা বা শিবানী, উপাধ্যায়া বা উপাধ্যায়ানী, ভট্টা বা ভট্টানী, শূদ্রা বা শূদ্রাণী, ক্ষত্রিয়া বা ক্ষত্রিয়াণী, বৈশ্যা বা বৈশ্যানী, আচার্য্যা বা অচার্য্যানী।

(১৬) অন্যত্র আ কিম্বা ঈ প্রত্যয় হয়। তাহাদের ভেদ প্রয়োগ দৃষ্টে জ্ঞাতব্য। সূত্র লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য।

(১৭) আ কারান্ত সমাসাবদ্ধ পদের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন স্ত্রাত্ব প্রত্যয় হয় না। ঐরূপ পদ উভয় লিঙ্গে সমান থাকে। যথা শীঘ্রকর্ম্মা, শুভজন্মা, লঘুচেতা, উগ্রতপা ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃতে এই সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে শীঘ্রকর্ম্মণা, শুভজন্মনা, লঘু চেতসা, উগ্রতপসা ইত্যাদি পদ হয়।

১১৫ সূত্র। প্রাকৃত ভাষার স্ত্রীত্ব নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে হয়।

(১) আ কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয় এবং অন্ত্য আ লোপ পায়। যথা মামা + ঈ = মামী, দাদা + ঈ = দাদী, জেঠা + ঈ = জেঠী ইত্যাদি।

আলোচনা—দিদী শব্দ দাদী শব্দের অপভ্রংস। কিন্তু ইহা এখন সাধু ভাষাতেও ব্যবহৃত হইতেছে।

(২) পুংলিঙ্গ শব্দের উপান্তে ও কার থাকিলে ঈ যোগ কালে সেই উপান্ত্য ও স্থানে উ হয়। যথা—বোকা + ঈ = বুকী, ঘোড়া + ঈ = ঘুড়ী, ছোঁড়া + ঈ = ছুঁড়ী ইত্যাদি।

কিন্তু ধোবা শব্দ স্ত্রী লিঙ্গে ধুবী ও ধোবানী উভয়ই হয়।

(৩) ন কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়। যথা খৃষ্টান + ঈ = খৃষ্টাণী, মুসল্‌মানী ইত্যাদি।

(৪) অন্যান্য শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয়। নী যোগে ঈ কারান্ত শব্দের অন্ত্য ঈ স্থানে ই হয়। যথা চাঁড়াল + নী = চাঁড়ালনী, গোয়াল + নী = গোয়ালনী, তাঁতী + নী = তাঁতিনী, মুদী + নী = মুদিনী ইত্যাদি।

বচন।

১১৬ সূত্র। এক এবং অনেক প্রভেদের নাম বচন। বচন দুই প্রকার যথা একবচন ও বহুবচন।

যে শব্দ এক মাত্র বস্তু বোধক বা একজাতি বোধক তাহা এক বচন। আর যে শব্দ একাধিক বস্তু বা জাতি বোধক তাহা বহুবচন। যেমন বৃক্ষ একবচন এবং বৃক্ষেরা বহুবচন।

১১৭ সূত্র। প্রায় সমুদায় মূল শব্দই একবচন। নিম্ন লিখিত চারিবিধ উপায় দ্বারা একবচনান্ত শব্দ বহুবচনান্ত হয়।

(১) বিশিষ্যের পূর্ব্বে বহু বোধক বিশেষণ স্থাপন দ্বারা। যথা সকল মনুষ্য, বাইশ বৎসর, দুইখান ধুতী ইত্যাদি।

(২) বিশিষ্যের পর বহু বোধক বিশেষণ স্থাপন্ দ্বারা। যথা মনুষ্যগণ, সেনা সমূহ, কার্য্য নিচয় ইত্যাদি।

(৩) বিশিষ্যের পূর্ব্বে সাধারণ বিশেষণ দ্বিত্ব করিয়া। যথা ভাল ভাল কাপড়, ছোট ছোট ঘর।

(৪) বিশিষ্যে বিভক্তি যোগ দ্বারা; যথা মনুষ্যেরা, পশুদিগকে, পক্ষীদের ইত্যাদি।

টীকা। প্রথম ও তৃতীয় প্রকারে যে সকল বিশিষ্য বহুবচন হয়, তাহাদের পরেও বহুবচনের বিভক্তি হইতে পারে। কিন্তু তাদৃশ বিভক্তি যোগ প্রয়োজনীয় নহে। অর্থ উভয়তঃ সমান থাকে। যেমন "সকল মনুষ্য" বা "সকল মনুষ্যেরা" উভয় প্রকারেই লেখা যাইতে পারে এবং অর্থ উভয়েরই সমান। কিন্তু সংখ্যা

বাচক বিশেষণ পূর্ব্বে থাকিলে তাহার পর আর বহুবচনের বিভক্তি হইতে পারে না। যেমন পাঁচ জন লোক, বাইশ বৎসর, স্থানে পাঁচ জন লোকেরা, বাইশ বৎসর দিগেতে হয় না। আর দ্বিতীয় প্রকারে যে সকল সংজ্ঞা বহুবচনান্ত হয়, তাহাদের উত্তর আর কোন বহুবচনান্ত বিভক্তি হইতে পারে না। যেমন মনুষ্যগণ দিগকে, বৃক্ষ সমূহদের ইত্যাদি প্রকার পদ হইতে পারে না।

বিভক্তি।

১১৮ সূত্র। অন্য শব্দের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞাপনার্থে বিশিষ্য ও সর্ব্বনামের উত্তর যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদের নাম বিভক্তি।

১১৯ সূত্র। বিভক্তি আট প্রকার যথা প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং অষ্টমী। প্রত্যেক প্রকার মধ্যে আবার এক বচন ও বহুবচনের বিভক্তি বিভিন্ন।

বিভক্তি সমূহের আকৃতি।

নাম	একবচন	বহুবচন।
প্রথমা	ই	রা
দ্বিতীয়া	কে, ক	দিগকে, দেক
তৃতীয়া	ৎ	দিগেৎ, দেৎ
চতুর্থী	রে	দিগেরে
পঞ্চমী	আৎ	দিগাৎ
ষষ্ঠী	র	দিগের, দের
সপ্তমী	তে	দিগেতে
অষ্টমী	!	রা!

আলোচনা। সচরাচর বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিভক্তির যেরূপ আকৃতি লিখিত হয়, এই বিভক্তির আকৃতি তাহা অপেক্ষা প্রচুর বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার কারণ প্রকাশ করা যাইতেছে। আমাদের দেশে সাধারণ সমিতি দ্বারা কোনরূপ সংস্করণ করিবার উপায় নাই। এরূপ স্থলে কোন একজন যাহা করে তাহা হিতকর হইলে তাহাতে

সম্মতি দেওয়া সকলেরই উচিত। আমাদের দেশে কেবল এই উপায়েই অভাব পূরণ হইতে পারে।

প্রথমার একবচনে "অ" বিভক্তি লেখা হইয়া থাকে কিন্তু সেই "অ" বিভক্তি দ্বারা কোন ফলই হয় না। পক্ষান্তরে "ই" বিভক্তি সর্ব্বদাই সমধিক উপকারী। "ই" সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর প্রকাশ থাকে এবং সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তাতে অনেক সময়ে প্রকাশ থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত পরে প্রদত্ত হইবে। আদি ভাষায় প্রথমার একবচনে "সি" হয়, তদনুসারেও বাঙ্গালা ভাষায় "ই" প্রত্যয় হইলে অপেক্ষাকৃত ঐক্য থাকে।

দ্বিতীয়াতে "ক" এবং "দেক" প্রত্যয় সচরাচর ব্যাকরণে লেখা হয় না। কিন্তু কথোপকথনে তাহা প্রচলিত আছে। পরন্তু "দিগকে" বিভক্তি অতিশয় দীর্ঘ ও কর্কশ সুতরাং তাহা পদ্যে অব্যবহার্য্য অথচ "দেক" বিভক্তি সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে।

তৃতীয়ার কোন বিভক্তি না থাকায়, তাহার বিভক্তি আমি নূতন সৃষ্টি করিলাম। এই বিভক্তি মিষ্ট এবং প্রয়োগের উপযুক্ত। এ পর্য্যন্ত দিয়া, দ্বারা, কর্ত্তৃক প্রভৃতি শব্দ সমুদায় যোগে তৃতীয়ার বিভক্তির কার্য্য করিতে হইত। এখনও সেই নিয়ম রহিত করিবার আবশ্যক নাই। স্বেচ্ছাক্রমে উভয় নিয়মই অনুসরণ করা যাইতে পারে।

পঞ্চমীর বিভক্তি না থাকায়, সংস্কৃত পঞ্চমীর একবচনের বিভক্তি বাঙ্গালায় প্রয়োগ করিলাম। এ পর্য্যন্ত "হইতে" ও "থাকিয়া" এই দুইটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে পঞ্চমীর বিভক্তির কার্য্য করিতে হইত। এখনও সেই নিয়ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই। প্রয়োজন মতে উভয় প্রকারই প্রয়োগ হইতে পারিবে।

অষ্টমীতে ঠিক প্রথমার বিভক্তি লেখা হইত অথবা কোন বিভক্তিই লিখিত হইত না। বিশেষ প্রয়োজন সাধক জন্য আমি সম্বোধক চিহ্ন যোগ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলাম।

১২০ সূত্র। শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ করা কালে, শব্দ ও বিভক্তির যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, তাহার নাম বিভক্তির প্রক্রিয়া।

---

* পারসী ভাষার "দিগর" শব্দের অর্থ আরো ইত্যাদি। সেই দিগর শব্দে অন্ত্য র কার ত্যাগ করিয়া দিগ শব্দ বহুবচনের বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়।

১২১ সূত্র। বিশিষ্যের সহিত বিভক্তি যোগে নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়া হয়।

(১) অকারান্ত ও হলান্ত ভিন্ন অন্য শব্দের উত্তর "ই" কখন লুপ্ত হয়।

(২) অকারান্ত এবং হলন্ত শব্দের উত্তর কখন ই বিভক্তি লুপ্ত হয় কখন বা "এ" কার রূপে পরিববর্ত্তিত হয়। তখন শব্দের অন্ত্য অ কার লোপ হইয়া তাহার স্থানেই এ কার হয়। যথা লোক আসিল, বণিক্ বসিল. বাঘে ঘোড়া মারিয়াঁছে. মহতে মহৎলোক চিনিতে পারে ইত্যাদি। লোক এবং বণিক্ শব্দের উত্তর "ই" বিভক্তি লোপ পাইয়াছে অথচ বাঘ এবং মহৎ শব্দের উত্তর "ই" "এ" রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৩) "রা" যোগে হলন্ত ও অকারান্ত শব্দের উত্তর 'এ' কারের আগম হয়। অ কার লোপ পায়! যথা মহৎ + রা = মহতেরা, লোক + রা + লোকেরা ইত্যাদি।

(৪) "ক", "ৎ", "রে", "র" এবং "তে" বিভক্তি যোগে ও হলন্ত এবং অ কারন্ত শব্দের উত্তর ঠিক ঐ রূপ "এ" কারাগম হয় যথা মহতেক, লোকেৎ, মহতের, লোকেতে ইত্যাদি।

(৫) দ্বিতীয়ার এক বচনের বিভক্তি "কে" এবং "ক" ক্লীবলিঙ্গ শব্দের উত্তর লোপ পায়। ঈদৃশ স্থলে "ক" যোগ হেতু হলন্ত এবং অ কারান্ত শব্দে "এ" কারের আগম হয় না। যথা তুমি বৃক্ষ কাট, আমি সরিৎ পার হই ইত্যাদি। এই স্থানে বৃক্ষ ও সরিৎ শব্দের উত্তর "কে" অথবা "ক" বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য ঐ দুই শব্দের উত্তর "এ" কারাগম হয় নাই।

(৬) যে খানে "আৎ" বিভক্তি স্বরূপে যোগে করিলে শব্দ অতি কর্কশ হয় কিম্বা মূল শব্দ নির্ণয় করা কঠিন হয়, তথায় "আৎ" স্থানে "য়াৎ" আদেশ করিতে হইবে। যথা স্ত্রী + আৎ = স্ত্রীয়াৎ, মন্ত্রী + আৎ= মন্ত্রীয়াৎ, পরী + আৎ = পরীয়াৎ ইত্যাদি।

(৭) আ কারান্ত শব্দের উত্তর "তে" স্থানে বিকল্পে "য়" হয়। যথা কলিকাতাতে বা কলিকাতায়, লতাতে বা লতায় ইত্যাদি।

(৮) অ কারান্ত ও হলন্ত শব্দের উত্তর "তে" বিভক্তি স্থানে বিকল্পে "এ" হয়। তখন শব্দের অন্ত্য অকার লোপ পায়। যথা রামেতে বা রামে, মহতেতে বা মহতে ইত্যাদি।

(৯) অষ্টমীর একবচন ভিন্ন অন্য সমুদায় বিভক্তি যোগে সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য "বৎ" ও "বস্" স্থানে "বান্" এবং "মৎ" ও "মস্" স্থানে "মান্" হয়। যথা ভবৎ + ই = ভবান্, বলবৎ + কে = বলবান্‌কে, বিদ্বস্ + ৎ= বিদ্বানেৎ, ধীমৎ + দিগের = ধীমান্‌দিগের পুমস্ + ই= পুমান্ ইত্যাদি।

(১০) মহৎ শব্দ ই যোগে বিকল্পে মহান্ হয়। কিন্তু অন্যান্য বিভক্তি যোগে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা মহৎ কে, মহতের ইত্যাদি।

(১১) অষ্টমীর একবচনে ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তি যোগে, শব্দের অন্ত্য "অন্" "ঋ" এবং "অস্" স্থানে আ হয়। যথা বেধস্ + কে = বেধাকে, লঘু চেতস্ + র= লঘু চেতার, যুবন্ + ৎ =যুবাৎ পিতৃ + কে = পিতাকে রাজন্ + রে = রাজারে ইত্যাদি। কিন্তু বয়স্ শব্দের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পরন্তু শব্দের অন্তে ঈয়স্ থাকিলে বিভক্তি যোগ কালে ঈয়স্ স্থানে ঈয়ান্ হয়।

(১২) বিভক্তি যোগে শব্দের অন্ত্য বিসর্গ লোপ পায় এবং সম্রাজ্ শব্দের স্থানে সম্রাট্ হয়। যথা মনঃ + র = মনের, যশঃ + আৎ = যশাৎ, পাদশাঃ × কে = পাদশাকে ইত্যাদি।

(১৩) বিভক্তির র এবং ত পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য অনুস্বারে স্থানে ঙ হয়। যথা সং + রা = সঙেরা, ভাং + ৎ = ভাঙেৎ, টাং × র = টাঙের ইত্যাদি।

কিন্তু অন্তঃ শব্দের অন্ত্য বিসর্গ লোপ পায় না বরং তাহার স্থানে র হয়। যথা অন্তঃ + ই =অন্তর, অন্তঃ × র = অন্তরের ইত্যাদি।

১২২ সূত্র। প্রথমার বিভক্তি যোগে শব্দের যে প্রকার রূপ হয়, প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষায় অষ্টমীর বিভক্তি যোগে ও ঠিক তদ্রূপ হয়। লেখ্য ভাষায় সম্বোধন জ্ঞাপনার্থে শব্দের পরে সম্বোধন চিহ্ন থাকে এবং সচরাচর তাহার পূর্ব্বে একটী সম্বোধন বোধক অব্যয় শব্দ থাকে। অধিকন্তু কথ্য ভাষায় শব্দের অন্ত্য স্বর প্লুতে উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—

হে ধর্ম্ম! ওলো বামা! আরে ভাই! ওগো দাসী! ওহে বিধু! ওঃ বৌ! ইত্যাদি।

কিন্তু আদিভাষায় সম্বোধনে শব্দের বিস্তর রূপান্তর হইয়া থাকে। আর তদ্রূপ সম্বোধন পদ বাঙ্গলা সাধু ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য সংস্কৃত সম্বোধন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। যথা—

(১) অকারান্ত শব্দ স্বরূপেই থাকে, কেবল অন্ত্য অকার প্লুত হয়। যথা হে রাঘব! হে সূর্য্য! হে কদম্ব! ইত্যাদি।

টীকা। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে আদিভাষায় সর্ব্বত্রই অন্ত্য অ কার প্লুত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ শব্দের অন্ত্য অ কার উচ্চারিত হয় না। তাদৃশ শব্দের অন্ত্য অ কার প্লুত না হইয়া উপান্ত স্বর প্লুত হয়। যেমন হে সূর্য্য! এই শব্দের উভয় ভাষাতেই অন্ত্য অ কার প্লুত হইয়াছে অথচ হে রাঘব! এই শব্দে আদিভাষায় ব কারে যুক্ত অ কার প্লুত হয়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ঘ কারে যুক্ত অ কার প্লুত হইয়া যায় এবং বকারে যুক্ত অকার লুপ্ত প্রায় থাকে।

আলোচনা। কোন্ কোন্ শব্দের অন্ত্য অ কার উচ্চারিত হয় এবং কোন্ কোন্ শব্দে হয় না, তাহা বর্ণ প্রকরণে ১৮ সূত্র দেখ।

(২) আ কারন্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্ত্য আ স্থানে এ হয়। যথা হে দুর্গে! চণ্ডিকে! প্রিয়ে! ইত্যাদি।

কিন্তু "অম্বা" শব্দে সম্বোধনে অম্ব! হয়; অথচ অন্ত শব্দের সহিত সমাসাবদ্ধ থাকিলে, সাধারণ বিধির অনুসরণ করে। যথা জগদম্বে! বিশ্বাম্বে! ইত্যাদি।

টীকা। সংস্কৃতে আ কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ নাই।

(৩) ই কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে "ই" স্থানে এ হয়। যথা হে হরে!, হে মুরারে! ইত্যাদি।

(৪) ঈ কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে অন্ত্য ঈ স্থানে ই হয়। যথা হে সখি! জননি! ইত্যাদি।

(৫) উ কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে অন্ত্য উ স্থানে ও হয়। যথা হে সাধো! হে প্রভো! ইত্যাদি।

(৬) ঊ কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্ত্য ঊ স্থানে উ হয়। যথা ওগো বধু!, ভো সুভ্রু! ইত্যাদি।

(৭) ঋ কারান্ত শব্দের অন্ত্য ঋ স্থানে সম্বোধনে অর্ হয়। সেই র্ বিসর্গ রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা হে মাতঃ! হে পিতঃ! দুহিতঃ। জামাতঃ! ইত্যাদি।

টীকা। সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রায়ই দীর্ঘ স্বরান্ত এবং পুংলিঙ্গ শব্দ হলন্ত বা হ্রস্ব স্বরান্ত।

আলোচনা। বাঙ্গলাতে কোন শব্দের অন্তে অমিশ্রিত স্বর থাকিলে অথবা একমাত্র স্বর বিশিষ্ট স্বরান্ত শব্দ হইলে, তাহাদের উত্তর রা, ক, ৎ, র, রে, আৎ এবং তে বিভক্তি যোগ কালে বিকল্পে য় কারের আগম হয়। যথা কানাই+ রা =কানাইরা বা কানাইয়েরা, কশাই + ক = কশাইক বা কশাইয়েক, স্ত্রী + র = স্ত্রীর বা স্ত্রীয়ের, মা + ৎ = মাৎ বা মায়েৎ ইত্যাদি। কিন্তু য় কারের আগম যত কম করা যায় তাহাই ভাল।

১২৩ সূত্র। শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ করাকে তাহার রূপ করা কহে।

---

(১) দৃষ্টান্ত।

মনুষ্য শব্দের রূপ।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন।
প্রথমা	মনুষ্য বা মনুষ্যে	মনুষ্যেরা
দ্বিতীয়া	মনুষ্যকে বা মনুষ্যেক	মনুষ্যদিগকে বা মনুষ্যদেক
তৃতীয়া	মনুষ্যেৎ	মনুষ্য দিগেৎ বা মনুষ্য দেৎ
চতুর্থী	মনুষ্যেরে	মনুষ্য দিগেরে
পঞ্চমী	মনুষ্যাৎ	মনুষ্যদিগাৎ
ষষ্ঠি	মনুষ্যের	মনুষ্য দিগের বা মনুষ্য দের
সপ্তমী	মনুষ্যেতে বা মনুষ্যে	মনুষ্য দিগেতে
অষ্টমী	মনুষ্য!	মনুষ্যেরা!

---

(২) দৃষ্টান্ত।

রমা শব্দের রূপ।

প্রথমা	রমা	রমারা।
দ্বিতীয়া	রমাকে বা রমাক	রমাদিগকে বা রমাদেক।

তৃতীয়া	রমাৎ	রমাদিগেৎ বা রমাদেৎ।
চতুর্থী	রমারে	রমাদিগেরে।
পঞ্চমী	রমাৎ	রমাদিগাৎ।
ষষ্ঠি	রমার	রমাদিগের বা রমাদের।
সপ্তমী	রমায় বা রমাতে	রমা দিগেতে।
অষ্টমী	রমা! বা রমে!	রমারা!

(৩) দৃষ্টান্ত।

পাঁড়ে শব্দের রূপ।

প্রথমা	পাঁড়ে	পাঁড়েরা
দ্বিতীয়া	পাঁড়েকে বা পাঁড়েক	পাঁড়ে দিগকে বা পাঁড়ে দেক
তৃতীয়া	পাঁড়েৎ	পাঁড়ে দিগেৎ বা পাঁড়ে দেৎ
চতুর্থী	পাঁড়েরে	পঁড়ে দিগেরে
পঞ্চমী	পাঁড়ে য়াৎ	পাঁড়ে দিগাৎ
ষষ্ঠি	পাঁড়ের	পাঁড়ে দিগের বা পাঁড়ে দের
সপ্তমী	পাঁড়েতে	পাঁড়ে দিগেতে
অষ্টমী	পাঁড়ে!	পাঁড়ে রা!

(৪) দৃষ্টান্ত।

গো শব্দের রূপ!

প্রথমা	গো	গোরা বা গোয়েরা
দ্বিতীয়া	গোকে বা গোক	গোদিগকে বা গোদেক
তৃতীয়া	গোৎ	গোদিগেৎ বা গোদেৎ
চতুর্থী	গোরে	গোদিগেরে
পঞ্চমী	গবাৎ	গোদিগাৎ
ষষ্ঠি	গোর বা গোয়ের	গোদিগের
সপ্তমী	গোতে	গোদিগেতে
অষ্টমী	গো!	গো রা!, গোয়েরা

(৫) দৃষ্টান্ত।

ভগবৎ শব্দের রূপ।

প্রথম	ভগবান্,	ভগবানেরা
দ্বিতীয়া	ভগবানকে &	ভগবান্‌দিগকে &
তৃতীয়া	ভগবানেৎ	ভগবান্‌দিগেৎ &
চতুর্থী	ভগবানেরে	ভগবান্ দিগেরে
পঞ্চমী	ভগবানাৎ	ভগবান্ দিগাৎ
ষষ্ঠি	ভগবানের	ভগবান দিগের &
সপ্তমী	ভগবানে, ভগবানেতে	ভগবান্ দিগেতে
অষ্টমী	ভগবন্!	ভগবানেরা!

টিপ্পনী। সমস্ত অকারান্ত শব্দ মনুষ্য শব্দের ন্যায় নিষ্পন্ন হয়। আ, এ এবং ওকারান্ত সমস্ত শব্দই রমা, পাঁড়ে এবং গো শব্দের ন্যায় নিষ্পন্ন হয়। সমস্ত বৎ ও বস্ ভাগান্ত শব্দই ভগবৎ শব্দের ন্যায়। এই পাঁচ দৃষ্টান্তের সহিত ১২১ এবং ১২২ সূত্র ঐক্য করিলে সমুদায় শব্দই সাধন করা যাইতে পারিবে এজন্য আর অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না।

কারক।

১২৪ সূত্র। বিশিষ্য ও সর্ব্বণামের সহিত ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ তাহার নাম কারক। কারক ছয় প্রকার (১) কর্ত্তা (২) কর্ম্ম (৩) করণ (৪) সম্প্রদান (৫) অপাদান (৬) অধিকরণ।

১২৫ সূত্র। অন্য শব্দের সহিত বিশিষ্য ও সর্ব্বণামের যে সম্বন্ধ তাহার নাম উপকারক। উপকারক দুই প্রকার। যথা (১) সম্বন্ধ (২) সম্বোধন!

১২৬ সূত্র। বিভক্তি গুলি, কারক এবং উপকারক প্রকাশক চিহ্ন মাত্র।

আলোচনা। সংস্কৃত ও তদুৎপন্ন ভাষা ভিন্ন অপর সমস্ত ভাষায় বিভক্তি এবং কারক অভিন্নরূপে লিখিত হয়। কিন্তু তাহা অযৌক্তিক। কারণ ক্রিয়ার জনক যে শব্দ তাহারই নাম কর্ত্তা। সুতরাং সেই শব্দে যে কোন বিভক্তি যোগ হউক ক্রিয়ার জনক হেতু তাহাকেই কর্ত্তা বলিতে হইবে। বিভক্তি পরিবর্ত্তন হেতু

কারক পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কিন্তু ইংরেজী পারসী প্রভৃতি ভাষায় কারক ও বিভক্তি অভিন্ন হেতু, বিভক্তি পরিবর্ত্তন হইলেই, অতি অযৌক্তিকরূপে কারক পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যেমন "রাম রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন" এবং "রাবণ রামেৎ বিনষ্ট হইয়াছে" এই দুইটী বাক্যেরই একই অর্থ। কেবল প্রকাশ করিবার রীতির বিভিন্নতা মাত্র। সংস্কৃতে এই উভয় বাক্যেই রাম কর্ত্তা এবং রাবণ কর্ম্ম। কিন্তু ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় উক্ত প্রথম বাক্যে রাম শব্দ কর্ত্তা এবং রাবণ শব্দ কর্ম্ম আর দ্বিতীয় বাক্য রাবণ কর্ত্তা এবং রাম কর্ম্ম। অথচ উভয় বাক্যেই রাম শব্দ ক্রিয়ার জনক।

১২৭ সূত্র। ক্রিয়ার জনক যে শব্দ তাহাই কর্ত্তা। যথা 'হরি পুস্তক পড়ে এই বাক্যে হরি শব্দ পড়ে ক্রিয়ার কর্ত্তা।

১২৮. সূত্র। কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তাতে প্রথমার বিভক্তি হয়। যথা

"কোন্ জন কি না করে পেটের জ্বালায়
লোকে বলে খিদে পেলে বাঘে মাটী খায়।"

এই শ্লোকে জন, লোকে এবং বাঘে শব্দ কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা জন্য তাহাদের উত্তর প্রথমার বিভক্তি হইয়াছে।

১২৯ সূত্র। কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তাতে তৃতীয়ার বিভক্তি হয়। যথা 'বৃক্ষ ফলেৎ শোভিত হইল' এই বাক্যে ফলেৎ শব্দ "শোভিত হইল" এই কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা হেতু তাহাতে তৃতীয়ার বিভক্তি হইয়াছে।

১৩০ সূত্র। ভাববাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তাতে ষষ্ঠির বিভক্তি হয়। যথা "রামের আহার হইল" এই বাক্যে রামের শব্দ 'আহার হইল' এই ভাববাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা জন্য তাহাতে ষষ্ঠির বিভক্তি হইয়াছে।

টিপ্পনী। ক্রিয়ার বাচ্য কাহাকে বলে তাহা ক্রিয়া অধ্যায়ে প্রকাশ হইবে।

১৩১ সূত্র। যদি কোন শব্দ ক্রিয়ার লক্ষ্য থাকে তবে সেই লক্ষ্যকে কর্ম্ম বলে। (অনেক ক্রিয়া অকর্ম্মক অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্ম থাকে না)। যথা হরি পুথি পড়ে' এই বাক্যে পুথি শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাঠ ক্রিয়া হওয়াতে পুথি শব্দ কর্ম্ম।

১৩২ সূত্র। কর্ত্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্য ক্রিয়ার কর্ম্মের উত্তর দ্বিতীয়া হয়। যথা "রাম হরিকে ডাকিল; রামের হরিকে ডাকা হইল"। এই দুই বাক্যে হরিকে শব্দ কর্ম্ম জন্য তাহাতে দ্বিতীয়ার বিভক্তি হইয়াছে।

১৩৩ সূত্র। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা হয়। যথা 'হস্তী সিংহেৎ বিনষ্ট হইয়াছে' এই বাক্যে হস্তী শব্দ কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার কর্ম্ম জন্য তাহাতে প্রথমার বিভক্তি হইয়াছে।

টীকা। অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মবাচ্য নাই।

২ টীকা। কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার কর্ম্মের উত্তর যখন প্রথমা হয় তখন 'ই' বিভক্তি সর্ব্বদাই লোপ পায়। কখন 'ই' স্থানে 'এ' হয় না।

১৩৪ সূত্র। কর্ত্তা যদি ক্রিয়া উৎপাদন বিষয়ে কাহারো সাহার্য্য গ্রহণ করে তবে সেই সহকারী শব্দের করণ আখ্যা হয়। করণে তৃতীয়ার বিভক্তি হয়। যথা "রাজা সৈন্যেৎ দুর্গ অবরোধ করিলেন" এই বাক্যে সৈন্যেৎ শব্দ করণ।

টিপ্পণী। করণের অন্য নাম গৌণকর্ত্তা। যেখানে একই বাক্যে কর্ত্তা ও করণ উভয়ই থাকে, তখন মূল কর্ত্তাকে মুখ্য কর্ত্তা এবং করণকে গৌণ কর্ত্তা বলে। যথা উপরি লিখিত বাক্যে 'রাজা' শব্দ মুখ্য কর্ত্তা এবং 'সৈন্যেৎ' শব্দ গৌণ কর্ত্তা।

টীকা। শব্দের উত্তর দিয়া, দ্বারা, কর্ত্তৃক প্রভৃতি অব্যয় শব্দ যোগে ও সেই শব্দের করণের ভাব প্রকাশ করা যায়। তাদৃশ স্থলে দিয়া, দ্বারা, কর্ত্তৃক প্রভৃতি শব্দকে অব্যয় শব্দ জ্ঞান না করিয়া, তৃতীয়ার বিভক্তি জ্ঞান করিতে হয় যথা। "রাজা সেনা দ্বারা দুর্গ অবরোধ করিলেন" এই বাক্যে "সেনা দ্বারা" কথাটিকে একই শব্দ জ্ঞান করিতে হইবে এবং তাঁহাকে গৌণ কর্ত্তা বলিতে হইবে।

১৩৫ সূত্র। যাহাকে বা যদুদ্দিশ্যে দান বা নমস্কার করা যায় তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। সম্প্রদানে চতুর্থীর বিভক্তি হয়। যথা "রাম হরিরে পুস্তক দিল" এই বাক্যে হরিরে শব্দ সম্প্রদান কারক।

টীকা। দানার্থক সম্প্রদানের পর আর একটি কর্ম্ম থাকে কিন্তু নমস্কারার্থক সম্প্রদানের পর আর কোন কর্ম্ম থাকে না।

১৩৬ সূত্র। যাহা হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অথচ সেই ক্রিয়া উৎপাদন বিষয়ে তাহার কোন চেষ্টা বা ক্ষমতা প্রকাশ না পায়, তাহাকে অপাদান বলে। যথা বৃক্ষাৎ পত্র পড়িল এই বাক্যে বৃক্ষাৎ শব্দ অপাদান কারক হইয়াছে বটে অথচ সেই ক্রিয়া উৎপাদন বিষয়ে বৃক্ষের কোন চেষ্টা বা ক্ষমতা নাই।

অপাদানে পঞ্চমীর বিভক্তি হয়।

টীকা। যেখানে ক্ষমতা বা চেষ্টা প্রকাশ পায় সেখানে পঞ্চমীর বিভক্তি যুক্ত থাকিলেও শব্দকে গৌণ বা মুখ্য কর্ত্তা বলিতে হইবে। তাহাকে অপাদান বলা যায় না। যথা "গোপাল সূচিকাৎ বস্ত্র বিদারণ করিল" এই বাক্যে সূচিকার বিদারণ করিবার ক্ষমতা থাকা হেতু তাহাকে গৌণ কর্ত্তা জানিতে হইবে।

১৩৭ সূত্র। ক্রিয়ার আধারে অধিকরণ কারক হয় এবং তাহাতে সপ্তমীর বিভক্তি হয়। যথা 'জলে মৎস্য আছে' এই বাক্যে জলে শব্দ 'আছে' ক্রিয়ার আধার হেতু তাহাকে অধিকরণ কারক বলিতে হইবে।

১৩৮ সূত্র। বিশিষ্যের সহিত অন্য বিশিষ্য, উপসর্গ বা আসঙ্গিক শব্দের সম্বন্ধ প্রকাশ হইলে প্রথম শব্দকে সম্বন্ধ উপকারক বলা যায়। সম্বন্ধে ষষ্ঠির বিভক্তি হয়। যথা রামের হাত, শ্যামের প্রতি, বৃক্ষের নিকট ইত্যাদি।

একই শব্দে একই সময়ে নানা অর্থে সম্বন্ধ উপকারক হয়। যথা রামের (অধিকৃত) পুথি, বিদ্যাসাগরের (তদ্রচিত) পুথি, বড় দোকানের (তত্র বিক্রিত) পুথি, পরীক্ষার (তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট) পুথি, লাল কাগজের (তাহাতে লিখিত) পুথি ইত্যাদি।

১৩৯ সূত্র। রোদনে ও আহ্বানে বিশিষ্য সম্বোধন উপকারক প্রাপ্ত হয়। সম্বোধনে অষ্টমীর বিভক্তি হয়। যথা হে কৃষ্ণ! হা বিধাতঃ! হে মাতর্ভূত ভাবিনি! ইত্যাদি।

বিবক্ষা।

১৪০ সূত্র। যে কারকে যে বাচ্যে যে বিভক্তি হওয়া উচিত তাহার অন্যথার নাম বিবক্ষা। কর্ত্তা, কর্ম্ম করণ ও সম্প্রদান কারকে বিবক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে। অন্য কারকে বিবক্ষা প্রচলিত নাই। যেমন কর্ত্তায় "আমাকে যাইতে হইবে" এই বাক্যে বিবক্ষা হইয়া 'আমার' শব্দের পরিবর্ত্তে 'আমাকে' ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি শব্দ ভাববাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা সুতরাং তাহার উত্তর ষষ্ঠি হওয়া উচিত। ষষ্ঠির পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়ার বিভক্তি যোগ হওয়াতে বিবক্ষা দোষ হইয়াছে।

টীপ্পনী। যে সকল বিবক্ষা সর্ব্বত্র প্রচলিত তাহা লিখিলে নিন্দা নাই বটে কিন্তু যথাসাধ্য পরিবর্জ্জনীয়।

বিবক্ষা পদ্যেই অধিক প্রচলিত।

সর্ব্বণাম।

১৪১ সূত্র। বিশিষ্যের বারম্বার পুনরুক্তি নিবারণ জন্য যে সমস্ত শব্দ তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম সর্ব্বণাম।

১৪২ সূত্র। সর্ব্বণাম সাতটি। যথা আমা, তোমা, যাহা, তাহা, ইহা, উহা, কাহা।

আদি ভাষায় এই সাতটিকে যথাক্রমে অস্মদ্, যুষ্মদ্, যদ্, তদ্, এতদ্ অদস্, এবং কিম্ বলে। সমাস কালে এই সকল শব্দের স্থানে মৎ, ত্বৎ, যৎ, তৎ, এতৎ, অস্ এবং কিং হয়। মৎ, ত্বৎ, যৎ, তৎ এবং এতৎ শব্দ বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত হয়।

১৪৩ সূত্র। সর্ব্বণাম যে বিশিষ্য শব্দের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে তাহার মূল পদ বা মাতৃপদ বলে।

১৪৪ সূত্র। সর্ব্বণামের পরিচয় করিতে হইলে তাহার লিঙ্গ, বচন, পুরুষ এবং কারক বলিতে হয়।

১৪৫ সূত্র। মাতৃপদে যে লিঙ্গ থাকে সর্ব্বণামে ও সেই লিঙ্গ হয়। পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বণামের কোন ভিন্নতা নাই। আমা ও তোমা শব্দের ক্লীবলিঙ্গ নাই। অন্যান্য সর্ব্বণাম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একরূপ এবং ক্লীবলিঙ্গে ভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়।

টীকা। অপ্রাণী বোধক শব্দকে ও কখন কখন রূপকে বক্তা ও শ্রোতা রূপে বর্ণন করা যায়। এইরূপ স্থলে সেই শব্দকে ব্যক্তি বোধক জ্ঞান করিয়া তাহাকে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ কল্পিত হইয়া থাকে। এই কল্পিত অবস্থাতেই আমা ও তোমা শব্দ নির্জ্জীব বস্তুতে প্রযুক্ত হয় নতুবা নির্জ্জীবের পরিবর্ত্তে এই দুই সর্ব্বণাম অপ্রযুজ্য।

১৪৬। সর্ব্বণামের ও দুই বচন। মাতৃ পদে যে বচন থাকে সর্ব্বণামেও সেই বচন হয়।

টীকা। কিন্তু যখন অনেক একবচনান্ত শব্দের পরিবর্ত্তে একমাত্র সর্ব্বণাম হয়, তখন তাহা বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। যেমন "রাম, শ্যাম ও হরি এখন আসিয়াছে কিন্তু তাহারা শীঘ্রই যাইবে" এই বাক্যে তাহারা শব্দ রাম, শ্যাম ও হরি শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হওয়ায় বহুবচনান্ত হইয়াছে।

১৪৭ সূত্র। সর্ব্বণামে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম এ তিন পুরুষ আছে।

১৪৮ সূত্র। যে বলে বা লেখে সে উত্তম পুরুষ।

১৪৯ সূত্র। যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলে বা লেখে, সে মধ্যম পুরুষ।

১৫০ সূত্র। অপর সমস্তই প্রথম পুরুষ *

১৫১ সূত্র। কেবল 'আমা' শব্দই উত্তম পুরুষ। তোমা শব্দ এবং অন্যান্য অভ্যুক্ত ব্যক্তি মধ্যম পুরুষ। অন্য সমস্ত শব্দই প্রথম পুরুষ।

সর্ব্বণামের রূপ।

১৫২ সূত্র। বিশিষ্যে যেরূপ বিভক্তি ও কারক হয় সর্ব্বণামেও তদ্রূপ হয়। কিন্তু সর্ব্বণামে অষ্টমীর বিভক্তি যোগ হয় না এবং তাহার সম্বোধন উপকারক নাই।

১৫৩ সূত্র। সর্ব্বণামের সহিত বিভক্তি যোগ হওয়াকে তাহার রূপ হওয়া কহে। সেইরূপ সম্ভ্রমার্থে সমানার্থে এবং তুচ্ছার্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়।

---

১৫৪ সূত্র। আমা শব্দের রূপ।

সমানার্থে।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	আমি	আমরা
দ্বিতীয়া	আমাকে, আমাক	আমাদিগকে, আমাদেক
তৃতীয়া	আমাৎ	আমাদিগেৎ, আমাদেৎ
চতুর্থী	আমারে	আমাদিগেরে
পঞ্চমী	আমাৎ	আমাদিগাৎ
ষষ্ঠি	আমার, মম	আমাদিগের, আমাদের
সপ্তমী	আমাতে, আমায়	আমাদিগেতে

---

* অধুনা কোন কোন বৈয়াকরণ ইংরেজীর অনুকরণে উত্তম মধ্যম ও প্রথম পুরুষ স্থলে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ লিখিয়া থাকেন। কিন্তু তাদৃশ পরিবর্ত্তনে অনাবশ্যক গোলযোগ বৃদ্ধি হয়।

১৫৫ সূত্র। **আমা শব্দের রূপ।**

তুচ্ছার্থে

প্রথমা	মুই	মোরা
দ্বিতীয়া	মোকে, মোক	মোদিগকে, মোদেক
তৃতীয়া	মোৎ	মোদিগেৎ, মোদেৎ
চতুর্থী	মোরে	মোদিগেরে
পঞ্চমী	মোয়াৎ, মবাৎ	মোদিগাৎ
ষষ্ঠি	মোর	মোদিগের, মোদের
সপ্তমী	মোতে	মোদিগেতে

টিপ্পণী। পদ্যে এই প্রকার রূপ সমানার্থে ও প্রযুক্ত হয়।

আলোচনা। বিশেষ সম্ভ্রমার্থে 'তোমা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'আপনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই 'আপনা' শব্দ পারসী, 'আপ্‌নে' শব্দের অপভ্রংশ। সংস্কৃত 'আত্মন্' শব্দের অপভ্রংশে আপন বা আপনা শব্দ ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে। কিন্তু এই উভয় প্রকার আপনা শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। প্রথম প্রকার আপনা শব্দ সংস্কৃত 'ভবৎ' শব্দের তুল্যার্থক, দ্বিতীয় প্রকার আপনা শব্দ নিজ অর্থ প্রতিপাদক।

---

১৫৬ সূত্র। **তোমা শব্দের সম্ভ্রমার্থক রূপ।**

প্রথমা	আপনি	আপনারা
দ্বিতীয়া	আপনাকে, আপনাক	আপনাদিগকে, আপনাদেক
তৃতীয়া	আপনাৎ	আপনা দিগেৎ, আপনাদেৎ
চতুর্থী	আপনারে	আপনা দিগেরে
পঞ্চমী	আপনাৎ	আপনা দিগাৎ
ষষ্ঠি	আপনার, আপনকার	আপনাদিগের, আপনাদের
সপ্তমী	আপনাতে, আপনায়	আপনাদিগেতে

তোমা শব্দের সমানার্থক রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তুমি	তোমরা
দ্বিতীয়া	তোমাকে, তোমাক	তোমাদিগকে, তোমাদেক
তৃতীয়া	তোমাৎ	তোমাদিগেৎ, তোমাদেৎ
চতুর্থী	তোমারে	তোমাদিগেরে
পঞ্চমী	তোমাৎ	তোমাদিগাৎ
ষষ্ঠী	তোমার, তব	তোমাদিগের, তোমাদের
সপ্তমী	তোমাতে, তোমায়	তোমাদিগেতে

তুচ্ছার্থে তোমা শব্দের রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তুই	তোরা
দ্বিতীয়া	তোকে, তোক	তোদেক
তৃতীয়া	তোৎ	তোদেৎ
চতুর্থী	তোরে	তোদিগেরে
পঞ্চমী	তবাৎ	তোদিগাৎ
ষষ্ঠী	তোর	তোদের
সপ্তমী	তোতে	তোদিগেতে

১৫৭। যদ্ বা যাহা শব্দের সম্ভ্রমার্থক রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	যিনি	যাঁহারা
দ্বিতীয়া	যাঁহাকে	যাঁহাদিগকে, যাঁহাদেক
তৃতীয়া	যাঁহাৎ	যাঁহাদিগেৎ
চতুর্থী	যাঁহারে	যাঁহাদিগেরে
পঞ্চমী	যাঁহাৎ	যাঁহাদিগাৎ

	একবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	যাঁহার, যস্য	যাঁহাদিগের, যাঁহাদের
সপ্তমী	যাঁহাতে	যাঁহাদিগেতে

যদ্ বা যাহা শব্দের সমানার্থক রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	যে	যাহারা
দ্বিতীয়া	যাহাকে, যাহাক	যাহাদিগকে, যাহাদেক
তৃতীয়া	যাহাৎ	যাহাদিগেৎ
চতুর্থী	যাহারে	যাহাদিগেরে
পঞ্চমী	যাহাৎ	যাহাদিগাৎ
ষষ্ঠী	যাহার	যাহাদিগের, যাহাদের
সপ্তমী	যাহাতে	যাহাদিগেতে

যদ্ শব্দের তুচ্ছার্থক নাই।

১৫৮। তদ্ বা তাহা শব্দের সম্মনার্থক রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তিনি	তাঁহারা
দ্বিতীয়া	তাঁহাকে, তাঁহাক	তাঁহাদিগকে, তাঁহাদেক
তৃতীয়া	তাঁহাৎ	তাঁহাদিগেৎ
চতুর্থী	তাঁহারে	তাঁহাদিগেরে
পঞ্চমী	তাঁহাৎ	তাঁহাদিগাৎ
ষষ্ঠী	তাঁহার, তস্য	তাঁহাদিগের, তাঁহাদের
সপ্তমী	তাঁহাতে	তাঁহাদিগেতে

তদ্ শব্দের সমানার্থক রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	সে	তাহারা
দ্বিতীয়া	তাহাকে, তাহাক	তাহাদিগকে, তাহাদেক
তৃতীয়া	তাহাৎ	তাহাদিগেৎ
চতুর্থী	তাহারে	তাহাদিগেরে
পঞ্চমী	তাহাৎ	তাহাদিগাৎ
ষষ্ঠী	তাহার	তাহাদিগের, তাহাদের
সপ্তমী	তাহাতে	তাহাদিগেতে

তদ্ শব্দের তুচ্ছার্থক নাই।

১৫৯। এতদ্ বা ইহা শব্দের সম্মানার্থক রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ইনি	ইঁহারা
দ্বিতীয়া	ইহাঁকে	ইহাঁদিগকে, ইহাঁদেক
তৃতীয়া	ইহাঁৎ	ইহাঁদিগেৎ
চতুর্থী	ইহাঁরে	ইহাঁদিগেরে
পঞ্চমী	ইহাঁৎ	ইহাঁদিগাৎ
ষষ্ঠী	ইহাঁর	ইহাঁদিগের, ইহাঁদের
সপ্তমী	ইহাঁতে	ইহাঁদিগেতে

ইহা শব্দের সমানার্থক রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	এ, এই	ইহারা, এরা
দ্বিতীয়া	ইহাকে, ইহাক	ইহাদিগকে, ইহাদেক
তৃতীয়া	ইহাৎ	ইহাদিগেৎ

	একবচন	বহুবচন
চতুর্থী	ইহারে	ইহাদিগেরে
পঞ্চমী	ইহাৎ	ইহাদিগাৎ
ষষ্ঠী	ইহার, অস্য	ইহাদিগের, ইহাদের
সপ্তমী	ইহাতে	ইহাদিগেতে

এতদ্ শব্দের তুচ্ছার্থক রূপ নাই।

১৬০। অদস্ বা উহা শব্দের সম্মানার্থে রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	উনি	উহাঁরা
দ্বিতীয়া	উহাঁকে, উহাঁক	উহাঁদিগকে
তৃতীয়া	উহাঁৎ	উহাঁদিগেৎ
চতুর্থী	উহাঁরে	উহাদিগেরে
পঞ্চমী	উহাঁৎ	উহাঁদিগাৎ
ষষ্ঠী	উহাঁর	উহাঁদিগের, উহাঁদের
সপ্তমী	উহাঁতে	উহাঁদিগেতে

উহা শব্দের সমানার্থক রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ঐ	উহারা, ওরা

অপর সমস্ত বিভক্তি যোগে সম্মানার্থক রূপের তুল্য, কেবল হ কারে" চন্দ্রবিন্দু থাকে না।

উহা শব্দের তুচ্ছার্থক রূপ নাই।

১৬১। কিম্ বা কাহা শব্দের সম্মানার্থে ও সমানার্থে তুল্য রূপ হয় যথা—

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	কে	কাহারা

অন্যান্য বিভক্তিতে যাহা শব্দের সমানার্থক রূপ সদৃশ।

কেবল "যাহা" স্থানে "কাহা" হয় এইমাত্র বিভিন্নতা।

কিম্ বা কাহা শব্দের তুচ্ছার্থক রূপ। এইরূপটি কেবল ক্লীব লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	কি	কি কি
দ্বিতীয়া	কি	কি কি
তৃতীয়া	কিসেৎ	কিসেৎ কিসেৎ
চতুর্থী	কিসে	কিসে কিসে
পঞ্চমী	কিসাৎ	কিসাৎ কিসাৎ
ষষ্ঠি	কিসের	কিসের কিসের
সপ্তমী	কিসে	কিসে কিসে

১৬২ সূত্র। সর্ব্বণামে অষ্টমীর বিভক্তি যোগ হয় না। কিন্তু গানে তোমা ও কাহা শব্দের সমানার্থক রূপের পর "হে" "রে" প্রভৃতি সম্বোধক শব্দ যোগ করিবার রীতি আছে। যেমন—

(১) তুমি হে নিঠুর বড়। (২) কে হে তুমি গুণাকর।

বিশেষণ।

১৬৩। বিশিষ্য ও সর্ব্বণামের গুণ, সংখ্যা এবং আয়তন প্রকাশক শব্দের নাম বিশেষণ। যেমন সুন্দরী কন্যা, পাঁচ জন, দীর্ঘ বর্ণনা ইত্যাদি।

প্রাচীন বৈয়াকরণ গণ বিশেষণ শব্দ গুলিকে কেবল বিশিষ্যের গুণ প্রকাশক বলিতেন। কিন্তু অনেক সময়ে বাক্য মধ্যে বিশিষ্য প্রকাশ থাকে না তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বণাম মাত্র থাকে। এরূপ স্থলে প্রাচীন পণ্ডিত গণ, উক্ত সর্ব্বণাম যে বিশিষ্যের প্রতিভূ, সেই বিশিষ্যের বিশেষণ বলিতেন। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালী ও ইংরেজ বৈয়াকরণেরা তাহা সঙ্গত বোধ করেন না। যে বাক্যে বিশিষ্য প্রকাশ নাই, আধুনিক পণ্ডিতগণ তাদৃশ স্থানে, বিশেষণ শব্দ গুলিকে বিশিষ্য স্থলীয় সর্ব্বনামেরই বিশেষণ বলেন। আমার ও সে মতটিই যুক্তি যুক্ত বোধ হয়। যেমন "তিনি যেমন বিদ্বান্ তেমনি বুদ্ধিমান্" এই বাক্যে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ শব্দদ্বয়কে তিনি শব্দের বিশেষণ বলাই সুবিধা জনক। ঈদৃশ স্থলে তিনি শব্দটি যে বিশিষ্যের প্রতিভূ সেই শব্দটি অন্ত বাক্য হইতে উদ্ধার করিয়া উক্ত বিশেষণ দুইটিকে তাহারই বিশেষণ বলিতে গেলে অত্যন্ত অসুবিধা হয়।

১৬৪ সূত্র। বিশেষণ শব্দ যে যে শব্দের বিশেষক তাহারই লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

১৬৫। সূত্র। বিশেষণ শব্দের পরিচয় করিতে তাহা কোন শব্দের বিশেষক তাহাই দেখাইতে হয়।

১৬৬ সূত্র। বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষণের বিভক্তি বচন বা পুরুষ নাই। বিশেষণ বিশিষ্যের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গীয় বহু পদের একমাত্র বিশেষণ থাকে তবে সেই বিশেষণে পুংলিঙ্গের আকৃতি হয়। যথা—রামের স্ত্রী পুত্র কন্যা দাস দাসী সকলেই সদাশয় ইত্যাদি।

১৬৭ সূত্র। যেখানে দুই বা তদধিক শব্দ একত্রে অন্য শব্দের গুণ বাচক হয়, সেই স্থানে উক্ত একত্রীকৃত শব্দ সমূহকে সমাসাবদ্ধ এক শব্দ জ্ঞান করিতে হইবে। যথা "দুই হাত কাপড়" "সাড়ে পাঁচ সের দুধ" এই দুই বচনে "দুই হাত" শব্দটিকে একটি মাত্র বিশেষণ শব্দ জ্ঞান করিতে হইবে। ঐরূপ "সাড়ে পাঁচ সের" শব্দ ও একটি মাত্র বিশেষণ শব্দ বলিয়া গণ্য।

ক্রিয়া।

১৬৮ সূত্র। অবস্থান ও কার্য্য প্রকাশক শব্দের নাম ক্রিয়া। যথা আছি, থাকে, ধরে, খায়, হইল ইত্যাদি।

১৬৯ সূত্র। ক্রিয়ার পরিচয় করিতে তাহার ভাগ, প্রকার, ভাব, কাল্, বাচ্য এবং পুরুষ বলিতে হয়।

ক্রিয়ার ভাগ।

১৭০ সূত্র। সমস্ত ক্রিয়া সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ভাগে বিভক্ত।

১৭১ সূত্র। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয় তাহার নাম সমাপিকা ক্রিয়া যেমন করিলাম্ দেখ্ যাইবে ইত্যাদি।

১৭২ সূত্র। যে ক্রিয়া বাক্য সমাপ্ত করিতে পারে না; যাহার পর এক বা তদধিক সমাপিকা ক্রিয়া বাক্য সমাপন জন্য প্রয়োজনীয় তাহার নাম অসমাপিকা ক্রিয়া। যথা করিয়া, দেখিলে, হইতে ইত্যাদি।

১৭৩ সূত্র। অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাব, পুরুষ ও বাচ্য নাই। সুতরাং তাহার পরিচয় জন্য কেবল প্রকার ও কাল বলিতে হয়।

ক্রিয়ার প্রকার।

১৭৪ সূত্র। অসমাপিকা ক্রিয়ার তিনটি প্রকার যথা অকর্ম্মক, সকর্ম্মক এবং দ্বিকর্ম্মক। অকর্ম্মক ক্রিয়ার কেবল কর্ত্তা কে তাহাই দেখাইতে হয়। সকর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয়ই দেখাইতে হয়।

১৭৫ সূত্র। অসমাপিকা ক্রিয়ার দুইটি কাল মাত্র যথা সাধারণ ও নিত্য সাধারণ অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব করিলেই নিত্য অসমাপিকা হয় যথা করিয়া করিয়া, দেখিতে দেখিতে ইত্যাদি নিত্য অসমাপিকা ক্রিয়া। কিন্তু "ইলে" বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব হয় না সুতরাং তাহার নিত্যত্ব অসম্ভব। যেমন করিলে ও দেখিলে প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বিত্ব হয় না সুতরাং নিত্যও হয় না।

১৭৬ সূত্র। সমাপিকা ক্রিয়ার ও অকর্ম্মক সকর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক এই তিন প্রকার।

ক্রিয়ার ভাব।

১৭৭ সূত্র। ক্রিয়ার দুটি ভাব যেমন সাধারণ ও অনুজ্ঞা।

১৭৮ সূত্র। অনুজ্ঞাতে উত্তম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ নাই। ভূতকাল নাই।

ক্রিয়ার বাচ্য।

১৭৯ সূত্র। ক্রিয়ার বাচ্য তিনটি যথা কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, ও ভাববাচ্য।

১৮০ সূত্র। যে বাক্যে কর্ত্তাই প্রধান লক্ষ্য, সেই বাক্যের ক্রিয়াকে কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া বলে যথা আমি বসি, তুমি হাত ধর ইত্যাদি।

১৮১ সূত্র। যে বাক্যে কর্ম্মই প্রধান লক্ষ্য তাহার ক্রিয়াকে কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়া বলে। কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা অনেক সময়ে প্রকাশ থাকে না। কর্ম্ম বাচ্য মূল ক্রিয়ার ধাতুতে ক্ত প্রত্যয় হয় এবং ভূ ধাতুর যোগে ক্রিয়ার রূপ হয়। যথা (১) সিংহেৎ অশ্ব হত হইল (২) অশ্ব হত হইল, কিন্তু আরোহী পদব্রজে পলাইল।

ইহার (১) উদাহরণে সিংহেৎ শব্দটি কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা হেতু তাহাতে তৃতীয়ার বিভক্তি হইয়াছে, অশ্ব শব্দ কর্ম্ম এবং প্রধান লক্ষ্য জন্য তাহাতে প্রথমার বিভক্তি যোগ হইয়াছে। মূল ক্রিয়া হন্ ধাতুতে ক্ত প্রত্যয় হইয়া "হত" শব্দ হইয়াছে

এবং ভূ ধাতুতে ইল প্রত্যয় হইয়া "হত" শব্দের পর স্থাপন করত ক্রিয়ার রূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় উদাহরণে "হত হইল" ক্রিয়ার কর্ত্তা কে তাহা প্রকাশ নাই। অশ্ব শব্দ কর্ম্ম এবং প্রধান লক্ষ্য এজন্য তাহাই মাত্র প্রকাশ আছে এবং তাহাতে প্রথমার বিভক্তি যোগ হইয়াছে। মূল ক্রিয়া হন্ ধাতুতে ক্ত প্রত্যয় হইয়া "হত" শব্দ হইয়াছে তৎসঙ্গে ভূ ধাতূৎপন্ন "হইল" শব্দ যোগে হন্ ক্রিয়ার রূপ হইয়াছে।

১৮২ সূত্র। যে বাক্যে ক্রিয়াই প্রধান লক্ষ্য তাদৃশ বাক্যের ক্রিয়ার নাম ভাববাচ্য ক্রিয়া। ভাববাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তাতে ষষ্ঠির বিভক্তি হয়, কর্ম্মে দ্বিতীয়ার বিভক্তি হয় কিন্তু তাহা কখন প্রকাশ থাকে কখন বা অপ্রকাশ থাকে। মূল ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর ওয়া কিংবা "ইতে" প্রত্যয় হয় এবং প্রায়শঃ ভূ ধাতুর সাহায্যে তাহার রূপ করিতে হয় যথা আমার খাওয়া হইল, তোমার চিঠি লেখা হইয়াছে, রামের যাইতে হইবে ইত্যাদি। (১) ইহার প্রথম উদাহরণে "আমার" শব্দ কর্ত্তা; "খাওয়া হইল" ভাববাচ্য ক্রিয়া; কর্ম্ম অর্থাৎ কি খাওয়া হইল তাহা প্রকাশ নাই। (২) দ্বিতীয় উদাহরণে "তোমার" শব্দ কর্ত্তা, "চিঠি" শব্দ কর্ম্ম; "লেখা হইল" ভাববাচ্য ক্রিয়া।

(৩) তৃতীয় উদাহরণে "রামের" শব্দ কর্ত্তা এবং "যাইতে হইবে" অকর্ম্মক ক্রিয়া।

ক্রিয়ার পুরুষ।

১৮৩ সূত্র। ক্রিয়ার তিনটি পুরুষ যথা উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ।

(১) যে ক্রিয়ার কর্ত্তা "আমি" শব্দ তাহাই উত্তম পুরুষ। (২) যে ক্রিয়ার কর্ত্তা "আপনি" শব্দ তাহা সম্মানার্থক মধ্যম পুরুষ। (৩) "তুমি" শব্দ যে ক্রিয়ার কর্ত্তা তাহা সমানার্থক মধ্যম পুরুষ। (৪) "তুই" শব্দ যে ক্রিয়ার কর্ত্তা তাহা তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ। "তাহা" শব্দ যে ক্রিয়ার কর্ত্তা তাহা সমানার্থক প্রথম পুরুষ। (৬) অপর সমস্ত ক্রিয়াই সমানার্থক প্রথম পুরুষ।

১৮৪ সূত্র। বাঙ্গালা ভাষায় এক বচনে ও বহুবচনে ক্রিয়ার কোন প্রভেদ হয় না। তজ্জন্য ক্রিয়ার "বচন" নাই।

ক্রিয়ার কাল।

১৮৫ সূত্র। ক্রিয়া যে সময়ে কৃত হয় তাহার নাম ক্রিয়ার কাল। সেই কাল প্রধানতঃ তিনটি যথা ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ।

১৮৬ সূত্র। ভূত কাল ছয় প্রকার যথা শুদ্ধ, সামীপ্য, নিত্য, অসম্পূর্ণ, অনিশ্চিত এবং অতিভূত।

১৮৭ সূত্র। বর্ত্তমান কাল চারি প্রকার যথা শুদ্ধ, অসম্পূর্ণ, নিত্য এবং প্রবৃত্ত।

১৮৮ সূত্র। ভবিষ্যৎ কাল দুই প্রকার যথা শুদ্ধ ও নিত্য।

১৮৯ সূত্র। যাহা বিগত কালে করা হইয়াছে তাহা শুদ্ধভূত কাল।

১৯০ সূত্র। যাহা অব্যবহিত পূর্ব্বে করা হইয়াছে তাহা সামীপ্যভূত কাল।

১৯১ সূত্র। যাহা বিগত কালে সর্ব্বদাই করা হইত তাহা নিত্যভূত।

১৯২ সূত্র। যে কার্য্য করা হইয়াছে কিনা মনে নাই; যদি করিয়া থাকি তবে গত কালেই করিয়াছি, তাহাই অনিশ্চিত ভূত কাল।

১৯৩ সূত্র। যে ক্রিয়ার বিগত কালে আরম্ভ বা উদ্যম হইয়াছিল কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহা অসম্পুর্ণ ভূত। যথা করিতেছিলাম, পড়িতেছিলেন ইত্যাদি।

১৯৪ সূত্র। যে ভূত কালীয় ক্রিয়া অন্য ভূত কালীয় ক্রিয়ার পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা অতিভূত। যথা করিয়াছিলাম, বসিয়াছিলাম ইত্যাদি।

১৯৫ সূত্র। বর্ত্তমান কাল চারি প্রকার যথা শুদ্ধ, অসম্পূর্ণ, নিত্য এবং প্রবৃত্ত।

১৯৬ সূত্র। যে ক্রিয়া সকল কালেই সমান প্রযুজ্য অথবা যাহা কোন রীতি বা নিয়ম প্রকাশ করে তাহা শুদ্ধ বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়া। যথা রৌপ্য হয় শ্বেত বর্ণ, তির্ব্বত দেশে বহু পুরুষে এক স্ত্রী বিবাহ করে, দোষ করিলে দণ্ড হয় ইত্যাদি বাক্যে হয়, বিবাহ করে, দণ্ড হয় ক্রিয়া শুদ্ধ বর্ত্তমান।

(২) যে ক্রিয়া কৃত হইতেছে অথচ সম্পুর্ণ হয় নাই, তাহা অসম্পুর্ণ বর্ত্তমান। যেমন করিতেছি, খাইতেছ ইত্যাদি।

১৯৭ সূত্র। যে ক্রিয়া অভ্যাস প্রকাশ করে তাহা নিত্য বর্ত্তমান। যথা করিয়া থাকি, হইয়া থাকে ইত্যাদি।

১৯৮ সূত্র। যে ক্রিয়া প্রবৃত্তি প্রকাশ করে অথচ তাহার সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রকাশ না করে তাহা প্রবৃত্ত বর্ত্তমান। যথা করিতে থাকি, হইতে থাকে ইত্যাদি।

১৯৯ সূত্র। ভবিষ্যৎ কাল দুই প্রকার শুদ্ধ এবং নিত্য।

(১) যে ক্রিয়া আগামী সময়ে হইবে তাহা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ কাল। যথা যাইব, করিব ইত্যাদি।

(২) যে ক্রিয়া ভাবী কালে আরম্ভ হইয়া চলিতে থাকিবে তাহা নিত্য ভবিষ্যৎ যেমন করিতে থাকিব, যাইতে থাকিব ইত্যাদি।

টীকা। ইতিহাসে এবং পদ্যে কখন কখন ভূত কালীয় ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় এইরূপ ব্যবহারকে ক্রিয়ার ব্যভিচার কহে। বিবক্ষার ন্যায় ইহাও মার্জ্জনীয় দোষ।

ক্রিয়ার বিভক্তি বা গণপ্রত্যয়।

২০০ সূত্র। ক্রিয়ার প্রকার, ভাব, পুরুষ, কাল প্রকাশ জন্য তাহাতে যে সকল প্রত্যয় হয় তাহার নাম ক্রিয়ার বিভক্তি বা গণপ্রত্যয়।

২০১ সূত্র। ধাতুর সহিত বিভক্তি যোগ করাকে ক্রিয়ার রূপ করা কহে।

গণপ্রত্যয় সমূহের আকৃতি।

২০১ সূত্র। সমাপিকা ক্রিয়া। সাধারণ ভাব। ভূত কাল।

		শুদ্ধ।	সামীপ্য।	নিত্য।
উত্তম পুরুষ		ইয়াছি	ইলাম, ইনু	ইতাম
মধ্যম পুরুষ	সম্মানে	ইয়াছেন	ইলেন	ইতেন
	সমানে	ইয়াছ	ইলো	ইতা
	তুচ্ছে	ইয়াছিস্	ইলি	ইতি
প্রথম পুরুষ	সম্মানে	টিয়াছেন	টিলেন	টিতেন *
	সমানে	ইয়াছে	ইল	ইত

---

* মধ্যম পুরুষের ও প্রথম পুরুষের সম্মানার্থক ক্রিয়া ঠিক একই রূপ হয়। তজ্জন্য বঙ্গীয় পূর্ব্ব বৈয়াকরণগণ উক্ত দুই স্থানে ঠিক একই বিভক্তি লিখিয়াছেন। আমি তাহাদের পার্থক্য জ্ঞাপনার্থ একটি ট্ যোগ করিয়া দিলাম। এই ট্ সর্ব্বত্রই লোপ পায়। যথা কৃ+ইয়াছেন= করিয়াছেন ; কৃ+টিয়াছেন=করিয়াছেন ; ইত্যাদি।

	অসম্পূর্ণ।	অনিশ্চিত।	অতিভূত।
উত্তম	ইতে ছিলাম	ইয়া থাকিব	ইয়া ছিলাম
মধ্যম	সম্মানে ইতে ছিলেন	ইয়া থাকিবেন	ইয়া ছিলেন
	সমানে ইতে ছিলা	ইয়া থাকিবা	ইয়া ছিলা
	তুচ্ছে ইতে ছিলি	ইয়া থাকিবি	ইয়া ছিলি
প্রথম	সম্মানে টিতে ছিলেন	টিয়া থাকিবেন	টিয়া ছিলেন
	সমানে ইতে ছিল	ইয়া থাকিবে	ইয়া ছিল

২০৩ সূত্র। ভূত কালে অসমাপিকা ক্রিয়াতে "ইয়া" প্রত্যয় হয়। পুরুষ ও কাল ভেদে তাহার ভিন্নতা হয় না। বাস্তবিক অসমাপিকা ক্রিয়ার পুরুষ, ভাব, এবং কালের অংশ ভেদ নাই। কৃ, ভূ, এবং চল্—ধাতুর উত্তর "ইয়া" স্থানে বিকল্পে "অত" হয়। যথা করিয়া বা করত, হইয়া বা হওত, চলিয়া বা চলত।

২০৪ সূত্র। ভূত কালের অনুজ্ঞা ভাব নাই।

২০৫ সূত্র। অনুজ্ঞা উত্তম ও প্রথম পুরুষে হয় না। কেবল মধ্যম পুরুষেই অনুজ্ঞা হয়।

টীকা। মধ্যম পুরুষের সম্মানার্থে এবং প্রথম পুরুষের সম্মানার্থে প্রত্যয়ের কোন ভিন্নতা ছিল না। আমি তাহাদের ভিন্নতা প্রকাশার্থে প্রথম পুরুষের সম্মানে ট্ যোগ করিয়া দিলাম। ট্ ভাগ সর্ব্বত্রই লোপ পায় সুতরাং মধ্যম পুরুষের সম্মানে এবং প্রথম পুরুষের সম্মানে সর্ব্বত্রই ক্রিয়া পদং সমান হয়। তজ্জন্য ক্রিয়ার রূপ করা কালে মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক ক্রিয়া লিখিত হইবে না। উত্তম ও প্রথম পুরুষে সমানার্থক ও তুচ্ছার্থক ক্রিয়ার পার্থক্য নাই। এজন্য তাহাদের তুচ্ছার্থক পদ লেখা হইবে না। কিন্তু লিখিত না হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব বুঝিয়া লইতে হইবে।

গণপ্রত্যয়ের আকৃতি।

২০৬ সূত্র। সমাপিকা। সাধারণ ভাব। বর্ত্তমান কাল।

		শুদ্ধ।	অসম্পূর্ণ।
উত্তম পুরুষ		ই	ইতেছি
মধ্যম পুরুষ	সম্মানে	এন	ইতেছেন
	সমানে	অ	ইতেছ
	তুচ্ছে	ইস্	ইতেছিস্
প্রথম পুরুষ	সম্মানে	টেন	টিতেছেন
	সমানে	এ	ইতেছে

		নিত্য।	প্রবৃত্ত।
উত্তম পুরুষ		ইয়া থাকি	ইতে থাকি
মধ্যম"	সম্মানে	ইয়া থাকেন	ইতে থাকেন
	সমানে	ইয়া থাক	ইতে থাক
	তুচ্ছে	ইয়া থাকিস্	ইতে থাকিস্
প্রথম"	সম্মানে	টিয়া থাকেন	টিতে থাকেন
	সমানে	ইয়া থাকে	ইতে থাকে

২০৭ সূত্র। বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্রই অসমাপিকা ক্রিয়াতে "ইতে" প্রত্যয় হয়। প্রকার পুরুষ ও কাল ভেদে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা করিতে, খাইতে ইত্যাদি।

২০৮ সূত্র। শুদ্ধ ও প্রবৃত্ত বর্ত্তমানে অনুজ্ঞা ভাব হয়। কিন্তু অসম্পূর্ণ ও নিত্য বর্ত্তমানে অনুজ্ঞা হয় না। পরন্তু অনুজ্ঞার উত্তম পুরুষ নাই এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুজ্ঞা হয় না।

অনুজ্ঞা।

		শুদ্ধ বর্ত্তমান।	প্রবৃত্ত বর্ত্তমান।
মধ্যম	সম্মানে	উন	ইতে থাকুন
	সমানে	ও	ইতে থাকো
	তুচ্ছে	ট্	ইতে থাক্

প্রথম	সম্মানে	টুন	টিতে থাকুন
	তুচ্ছে	উক্	ইতে থাকুক্

টীকা। প্রত্যয়ের আদ্য "ট্" ভাগ লোপ পায়। সুতরাং মধ্যম পুরুষের ও প্রথম পুরুষের সম্মানার্থক ক্রিয়ার কোন ভিন্নতা থাকে না।

২০৯ সূত্র। ঋ কারান্ত ধাতুর "ঋ" স্থানে গণপ্রত্যয় যোগে "অর্" হয়। অন্যান্য স্বরান্ত ধাতুর উত্তর গণপ্রত্যয়ের "এ" স্থানে "য়" হয়। যথা কৃ+ই+করি, ধৃ+ট্=ধর্, যা+এ=যায়, খা+এ=খায় ইত্যাদি।

গণপ্রত্যয়ের আকৃতি।

২১০ সূত্র। সমাপিকা সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল।

		শুদ্ধ।	নিত্য।
উত্তম পুরুষ		ইব	ইতে থাকিব
মধ্যম সম্মানে		ইবেন	ইতে থাকিবেন
মধ্যম	সমানে	ইবা	ইতে থাকিবা
	তুচ্ছে	ইবি	ইতে থাকিবি
প্রথম	সম্মানে	টিবেন	টিতে থাকিবেন
	সমানে	ইবে	ইতে থাকিবে

২১১ সূত্র। সর্ব্ব প্রকার ভবিষ্যৎ কালে অসমাপিকা ক্রিয়াতে "ইলে" প্রত্যয় হয়। প্রকারাদি ভেদে পরিবর্ত্তন হয় না।

টীকা। অসমাপিকায় অনুজ্ঞা ভাব নাই এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার কাল সর্ব্বদা স্থির থাকে না পরবর্ত্তী সমাপিকা ক্রিয়ার আনুগত্য হেতু ভূত কালীয় অসমাপিকা ক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ অর্থ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যৎ কালীয় অসমাপিকা ও ভূতবা বর্ত্তমান অর্থ প্রকাশ করে।

প্রত্যয়ের আদ্য ও অন্ত্য ট্ ভঙ্গে লোপ পায়। বাস্তবিক ট্ ভাগ কেবল বিভিন্ন প্রত্যয়ের আকৃতি সামঞ্জস্য নিবারণ জন্যই ব্যবহৃত হয় মাত্র।

---

২১২ সূত্র। **অনুজ্ঞায় গণপ্রত্যয়ের আকৃতি।**

		শুদ্ধ ভবিষ্যৎ।	নিত্য ভবিষ্যৎ।
মধ্যম পুরুষ	সম্মানে	ইবেন	ইতে থাকিবেন
	সমানে	ইও	ইতে থাকিও
	তুচ্ছে	টিস্	টিতে থাকিস্

ক্রিয়ার রূপ।

২১৩ সূত্র। ক্রিয়ার রূপ দুই প্রকার (১) বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র।

(১) যে ক্রিয়ার রূপ করিতে হইবে তাহার ধাতুর উত্তর গণপ্রত্যয় যোগ করিলে, ক্রিয়ার বিশুদ্ধরূপ হয়।

(২) যে ক্রিয়ার রূপ করিতে হইবে, তাহার ধাতুতে "অনট্" করিয়া সেই শব্দের পর অন্য ক্রিয়া বসাইয়া রূপ করার নাম বিমিশ্রিত বা সহকৃত রূপ। যেমন গমন করি, ভ্রমণ করিয়াছি, সেবন করিতাম ইত্যাদি।

আলোচনা। বাঙ্গালায় অনেক ক্রিয়ার স্বাভাবিক বিশুদ্ধরূপ অপ্রচলিত। কতক ক্রিয়ার কোন কোন কালে বিশুদ্ধরূপ আছে আর অন্যান্য কালে নাই। যেমন 'গম্' ধাতুর ভূত কালে বিশুদ্ধরূপ আছে কিন্তু বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে নাই। "ভু" ধাতুর বিমিশ্ররূপ কদাচিৎ দেখা যায়। কৃ এবং "পার্" ধাতু অন্য ক্রিয়ার সহিত মিলিত না হইলে কোন অর্থ হয় না।

গদ্য অপেক্ষা পদ্যে ক্রিয়ার বিশুদ্ধ রূপ অধিকতর দেখা যায়। পদ্যে অনেক সময়ে অধিক কথা অল্প শব্দেৎ লিখিতে হয়। তজ্জন্য পদ্যে বিশুদ্ধরূপ অতি প্রয়োজনীয়। পরন্তু ক্রিয়ার বিশুদ্ধরূপ অধিকতর তেজস্বী জন্য পদ্যে অতি আবশ্যক। সমুদায় ক্রিয়ারই বিশুদ্ধ রূপ থাকা উচিত। বিশুদ্ধরূপের অভাবই বাঙ্গালা রচনার নিস্তেজত্বের কারণ। যে সকল ক্রিয়ার বিশুদ্ধরূপ নাই তাহা ক্রমে ক্রমে ব্যবহার করা উচিত। যদিও প্রথমে তাহা ভাল না লাগে পরে ক্রমশঃ ভাল লাগিবে এবং তাহাৎ পদ্য রচণায় প্রচুর উপকারী হইবে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই কারণে অগত্যা অনেক ক্রিয়ার বিশুদ্ধরূপ নূতন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি দোষ হইয়াছিল। তিনি স্থানে স্থানে ক্রিয়াবাচক বিশিষ্যের উত্তর বিভক্তি

যোগ করিয়া ক্রিয়ায় বিশুদ্ধরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যেমন "প্রদানিলা" স্তুতিলা ইত্যাদি। বিভক্তি ধাতুর উত্তর যোগ হইয়া ক্রিয়ার রূপ হয়। ক্রিয়াবাচক বিশিষ্যের উত্তর ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল স্থানে "প্রদিলা" "স্তবিলা" ইত্যাদি হওয়া উচিত।

২১৪ সূত্র। সমুদায় ধাতুই বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে সমান কিন্তু বিভক্তি যোগ কালে ধাতুর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ঋ কারান্ত ধাতুর অন্ত্য ঋ স্থানে 'অর্' হয় এবং তাহা হলন্ত ধাতুর ন্যায় নিষ্পন্ন হয়। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যথা

ধাতু।	পরিবর্ত্তন।	ধাতু।	পরিবর্ত্তন।
অস্	আছ্	ঝম্প্	ঝাঁপ্
আ+গম	আস্	জ্ঞা	জান্
আ+নী	আন্	ছিদ্	ছিঁড়্
অগ্র+সৃ	আগুয়া	ত্রুট্	টুট্
উৎ+ডী	উড়্	তাড়্	তাড়া
উৎ+স্থা	উঠ্,	দৃশ্	দেখ্
কথ্	কহ্	দুহ্	দোহা
কম্প্	কাঁপ্	দা	দি
ক্রন্দ	কাঁদ	ধ্যৈ	ধেয়া
কর্ত্ত্	কাট্	নী	নি, ল
কৃ	কাড়্	নৃর্ত্ত্	নাচ্
কুল্	কুড়্	পঠ্	পড়্
খাদ্	খা	পৎ	পড়্
খন্	খুঁড়্	পরি+ধা	পর্
গৈ	গা	পৃচ্ছ	পুচ্ছ
ঘূর্ণ্	ঘুড়্	প্র+ক্ষিপ্	ফেঁক্
ছন্দ	ছাঁদ, ছাঁট্	প্র+ইর্	পঠা
বন্ধ্	বাঁধ্	বদ্	বল্
বৃধ	বাড়্	মুণ্ড্	মুড়্

ধাতু।	পরিবর্ত্তন।	ধাতু।	পরিবর্ত্তন।
প্র+বিশ্	পশ্	মুঞ্চ্	মুছ্
বঞ্চ্	বাঁচ্	মিশ্র্	মিশ্
বাদ্	বাজা	যুজ	যুড়্
বাধ্	বাঝা, বাঝ্	যুধ	যুঝ
ভঞ্জ্	ভাঙ্গ্	রন্ধ	রাঁধ
ভূ	হ্	রক্ষ্	রাখ্
হস্	হাস্	লম্ফ	লাফা
হন্	হান্	লুণ্ঠ্	লুঠ্
শ্রু	শুন্	শী	শু
সং+কৃ	সার্	স্থা	থাক্
স্ফুট্	ফুট্	স্ফায়্	ফুল্
স্ফার্	ফার্	স্না	না

অন্যান্য ধাতুর কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া একেবারে বিভক্তি যোগ হয়। অসংস্কৃত শব্দ হইতে যে সকল ক্রিয়া উৎপন্ন তাহাদের বিশুদ্ধরূপ নাই। যথা গ্রেপ্তার করি, হিসাব করি, হাজির হই, সমন্ করি, রেজেষ্টরী করি, পাস্ হই, ফেল্ হই ইত্যাদি।

ভূ (হ) ধাতুর উৎপন্ন ক্রিয়ার রূপ।

২১৫ সূত্র। কর্ত্তৃবাচ্য ভূত কাল।

পুরুষ।		শুদ্ধ।	সামীপ্য।	নিত্য।
উত্তম		হইয়াছি	হইলাম, হইনু	হইতাম
মধ্যম	সম্মানার্থে	হইয়াছ	হইলা	হইতা
	তুচ্ছার্থে	হইয়াছিস্	হইলি	হইতি
প্রথম	সম্মানে	হইয়াছেন	হইলেন	হইতেন
	সম্মানে	হইয়াছে	হইল	হইত

ভূ (হ) ধাতুর উৎপন্ন ক্রিয়ার রূপ।

কর্ত্তৃবাচ্য—ভূত কাল।

পুরুষ		অসম্পূর্ণ	অনিশ্চিত	অতি ভূত।
উত্তম		হইতে ছিলাম	হইয়া থাকিব	হইয়া ছিলাম
মধ্যম	সম্মানে	হইতে ছিলা	হইয়া থাকিবা	হইয়া ছিলা
	তুচ্ছার্থে	হইতে ছিলি	হইয়া থাকিবি	হইয়া ছিলি
প্রথম	সম্মানে	হইতে ছিলেন	হইতে থাকিবেন	হইয়া ছিলেন
	সমানে	হইতে ছিল	হইতে থাকিবে	হইয়া ছিল

---

২১৬ সূত্র। কর্ত্তৃবাচ্য—বর্ত্তমান কাল।

পুরুষ	শুদ্ধ বর্ত্তমান	অসম্পূর্ণ	নিত্য বর্ত্তমান	প্রবৃত্ত বর্ত্তমান।
উত্তম	হই	হইতেছি	হইয়া থাকি	হইতে থাকি
মধ্যম	হও	হইতেছ	হইয়া থাক	হইতে থাক
	হইস	হইতে ছিস্	হইয়া থাক্	হইতে থাক্
প্রথম	হন	হইতে ছেন	হইয়া থাকেন	হইতে থাকেন
	হয়	হইতেছে	হইয়া থাকে	হইতে থাকে

ভূ (হ) ধাতুর রূপ।

২১৭ সূত্র। কর্ত্তৃবাচ্য—ভবিষ্যৎ কাল।

পুরুষ		শুদ্ধ ভবিষ্যৎ	নিত্য ভবিষ্যৎ
উত্তম		হইব	হইতে থাকিব
মধ্যম	সমানে	হইবা	হইতে থাকিবা
	তুচ্ছে	হইবি	হইতে থাকিবি
প্রথম	সম্মানে	হইবেন	হইতে থাকিবেন
	সমানে	হইবে	হইতে থাকিবে

অনুজ্ঞা।

২১৮ সূত্র।	শুদ্ধ বর্ত্তমান	প্রবৃত্ত বর্ত্তমান
আপনি	হউন	হইতে থাকুন
তুমি	হও	হইতে থাকো
তুই	হ	হইতে থাক্

২১৯ সূত্র। সমস্ত স্বরান্ত ধাতুর রূপ করিতে এই ভূ (হ) ধাতুর অনুসরণ করিতে হয়।

কৃ (কর্) ধাতুর রূপ।

২২০ সূত্র। কর্ত্তৃবাচ্য—ভূত কাল।

পুরুষ		শুদ্ধ	সমীপ্য	নিত্য ভূত
উত্তম		করিয়াছি	করিলাম, করিনু	করিতাম
মধ্যম		করিয়াছে	করিলা	করিতা
		করিয়াছিস্	করিলি	করিতি
প্রথম		করিয়াছেন	করিলেন	করিতেন
		করিয়াছে	করিল	করিত

পুরুষ	অসম্পূর্ণ	অনিশ্চিত	অতি ভূত
উত্তম	করিতেছিলাম	করিয়া থাকিব	করিয়া ছিলাম
মধ্যম	করিতে ছিলা	করিয়া থাকিবা	করিয়া ছিলা
	করিতে ছিলি	করিয়া থাকিবি	করিয়া ছিলি
প্রথম	করিতে ছিলেন	করিয়া থাকেন	করিতে থাকেন
	করিতে ছিল	করিয়া থাকে	করিতে থাকে

---

২২১ সূত্র। কৃ (কর্) ধাতুর বর্ত্তমান কালীয় রূপ। কর্ত্তৃবাচ্য।

পুরুষ		শুদ্ধ	অসম্পূর্ণ	নিত্য বর্ত্তমান	প্রবৃত্ত বর্ত্তমান।
উত্তম		করি	করিতেছি	করিয়া থাকি	করিতে থাকি।
মধ্যম		কর	করিতেছ	করিয়া থাক	করিতে থাক।
		করিস্	করিতেছিস	করিয়া থাকিস্	করিতে থাকিস্।
প্রথম		করেন	করিতেছেন	করিয়া থাকেন	করিতে থাকেন।
		করে	করিতেছে	করিয়া থাকে	করিতে থাকে।

---

২২২ সূত্র। কৃ (কর্) ধাতুর ভবিষ্যৎ কালীন রূপ। কর্ত্তৃবাচ্য।

পুরুষ		শুদ্ধ	নিত্য ভবিষ্যৎ।
উত্তম		করিব	করিতে থাকিব।
মধ্যম		করিবা	করিতে থাকিবা।
		করিবি	করিতে থাকিবি।
প্রথম		করিবেন	করিতে থাকিবেন।
		করিবে	করিতে থাকিবে।

কৃ (কর্) ধাতুর অনুজ্ঞা।

২২৩ সূত্র।	শুদ্ধ বর্ত্তমান	প্রবৃত্ত বর্ত্তমান।
আপনি	করুন	করিতে থাকুন।
তুমি	করো	করিতে থাকো।
তুই	কর্	করিতে থাক্।

২২৪ সূত্র। সমস্ত ঋকারান্ত ও হলন্ত ধাতুর ক্রিয়া এই কৃ (কর) ধাতুর ন্যায় নিষ্পন্ন হয়।

ণিজন্ত ধাতু।

২২৫ সূত্র। অন্যের দ্বারা করিতে, এই অর্থে ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় হয়। ণিজন্ত ধাতুর রূপ করিতে স্বরান্ত ধাতুর পর "ওয়া" এবং "হলন্ত ধাতুর পর "আ" যোগ করিয়া লইতে হয়। তাহার পর অন্যান্য স্বরান্ত ধাতুর ন্যায় বিভক্তি যোগ হয় যথা॰ ভূ ধাতু ণিচ্ যোগে "হওয়া" হয় এবং কৃ ধাতু ণিচ্ যোগে "করা" হয়। তার পর বিভক্তি যোগে রূপ করিতে হয় যথা—

ভূ + ণিচ্ + ই = হওয়াই।
কৃ + ণিচ্ + ই = করাই।
খা + ণিচ্ + ইলাম = খাওয়াইলাম।
দৃশ + ণিচ্ + ইব = দেখাইব।
বুধ্ + ণিচ্ + ইতেছে = বুঝাইতেছে। ইত্যাদি।

২২৬ সূত্র। ণিচ যোগে অকর্ম্মক ধাতু সকর্ম্মক হয় এবং সকর্ম্মক ধাতু দ্বিকর্ম্মক হয়। যথা (১) কালী রামকে শোয়াইল (২) হরি রামকে খাটে বসাইল (৩) কালী রামকে ভাত খাওয়াইল (৪) হরি রামকে শাস্ত্র পড়াইল ইত্যাদি।

টিপ্পণী—"ও" কারান্ত ধাতুর পর "ওয়া" যোগ করিতে পরবর্ত্তী "ও" লোপ পায়। যেমন শো + ওয়া = শোয়া। ধো + ওয়া = ধোয়া ইত্যাদি।

অব্যয় শব্দ।

২২৭ সূত্র। যে সকল শব্দে কোন বিভক্তি যোগ হয় না তাহারা অব্যয় শব্দ। অব্যয় শব্দ পাঁচ প্রকার যথা (১) ক্রিয়া বিশেষণ (২) বিশেষণীয় বিশেষণ (৩) উপসর্গ (৪) যৌগিক শব্দ (৫) আকস্মিক শব্দ।

ক্রিয়া বিশেষণ।

২২৮ সূত্র। যে সকল শব্দ ক্রিয়ার গুণ, প্রকার বা পরিমাণ জ্ঞাপন করে তাহারাই ক্রিয়া বিশেষণ যেমন—নিষ্ঠুররূপে, ঠাণ্ডাভাবে, অর্দ্ধহারে ইত্যাদি।

বিশেষণীয় বিশেষণ।

২২৯ সূত্র। যে সকল শব্দ কোন বিশেষণের বা ক্রিয়া বিশেষণের পরিমাণ বা ভাব প্রকাশ করে তাহারাই বিশেষণীয় বিশেষণ। যথা অতি নিষ্ঠুররূপে, পরম সুন্দর, মহা ভয়ঙ্কর ইত্যাদি বাক্যাংশে অতি পরম এবং মহা শব্দ বিশেষণীয় বিশেষণ।

উপসর্গ।

২৩০ সূত্র। যে সকল শব্দের নিজের কোন অর্থ নাই কিন্তু ধাতুর পূর্ব্বে যুক্ত হইলে সেই ধাতুর অর্থ নানারূপ পরিবর্ত্তিত হয় তাহাদের নাম উপসর্গ।

২৩১ সূত্র। উপসর্গ মোট ২০ বিংশতিটি যথা—

প্র, পরা, অপ, সং, অনু, অব, নিঃ, দুঃ, অভি,
বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি,
উপ, আ।

টিপ্পনী। উপসর্গ দ্বারা ধাতুর অর্থ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, হৃ ধাতুর পূর্ব্বে বিবিধ উপসর্গ যোগ দ্বারা তাহা সহজে জানা যায় যথা—

প্র+হৃ+অ=প্রহার।
সং+হৃ+অ=সংহার।
আ+হৃ+অ=আহার।
বি+হৃ+অ=বিহার।
উপ+„+„=উপহার।
পরি+„+„=পরিহার।
অব+„+„=অবহার ইত্যাদি।

যৌগিক শব্দ।

২৩২ সূত্র। যে সকল শব্দ অন্যান্য শব্দের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে যোগ করে তাহাদের নাম যৌগিক শব্দ যেমন এবং, বরং, ও, কিন্তু, আর, অথচ, অধিকন্তু, পরন্তু, তবু, তথাপি, কেননা, যেহেতু ইত্যাদি।

* ২৩৩ সূত্র। যৌগিক শব্দের পরিচয় করিতে তদ্বারা কোন্ কোন্ শব্দ কোন্ বিষয়ে সংযুক্ত হইল তাহা বলিতে হয়। যথা—

"রাম ও শ্যাম পূর্ব্বদিকে গেল"। এই বাক্যে "ও" এই যৌগিক শব্দ রাম, শ্যাম দুইটি শব্দের মধ্যে থাকায় "পূর্ব্ব দিকে গেল" এই ক্রিয়ার উভয়েই কর্ত্তা বুঝাইবে। রাম পূর্ব্ব দিকে গেল, শ্যাম পূর্ব্ব দিকে গেল এই ভাবে বলিলে বিরস এবং বাহুল্য হয় জন্য রাম ও শ্যাম পূর্ব্ব দিকে গেল বলা হয়।

২৩৪ সূত্র। যৌগিক শব্দ দ্বারা সংযুক্ত পদ গুলির বিভক্তি সমান থাকা আবশ্যক। সেই বিভক্তি দৃষ্টেই সম্পর্ক নির্ণয় হয়।* যেমন—

(১) "রাম ও শ্যামের পুত্র পূর্ব্ব দিকে গেল" এই বাক্যে বুঝিতে হইবে যে রাম স্বয়ং পূর্ব্ব দিকে গেল এবং শ্যামের পুত্র পূর্ব্বদিকে গেল।

(২) "রামের এবং শ্যামের পুত্র পূর্ব্ব দিকে গেল" এই বাক্যে বুঝিতে হইবে যে উভয়ের পুত্রেরা পূর্ব্ব দিকে গেল।

আকস্মিক শব্দ।

২৩৫ সূত্র। সম্বোধনে এবং মনের কোন হঠাৎ উৎপন্ন ভাব বিজ্ঞাপনে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে আকস্মিক শব্দ বলা যায়। যথা হে রে, উহু, ওলো, ওগো, হুঁ, বাঃ, হায়, ওঃ, ইস্ ইত্যাদি।

আসঙ্গিক শব্দ।

২৩৬ সূত্র। উপরি উক্ত নয় প্রকার শব্দ ভিন্ন যে সকল শব্দ সময় ও প্রকার জ্ঞাপকরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে আসঙ্গিক শব্দ বলা যায় যেমন আদৌ অবধি, পর্য্যন্ত সপদি তৎক্ষণাৎ, যুগপৎ, হঠাৎ, সহসা আপাততঃ সমন্তাৎ ইত্যাদি।

শব্দ প্রকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থ প্রকরণ।

ধাতু।

২৪৫। ক্রিয়ার মূলাংশের নাম ধাতু। যথা কৃ, কৃ, ভূ, গম্, জন্ ইত্যাদি।

টীকা। অনেকের এক্ষণে এরূপ ভ্রম হয় যে ধাতু এবং ইংরেজী মূলাংশ (Root) পরস্পর প্রতিশব্দ। কিন্তু বাস্তবিক তাহারা তদ্রূপ নহে। ইংরেজী একটি মিশ্রিত পরাকৃত ভাষা। নানা ভাষার শব্দ সমূহ স্বরূপতঃ বা পরিবর্ত্তিত ভাবে ইংরেজী ভাষাতে গৃহীত হইয়াছে। ইংরেজী মূলাংশ (Root) শব্দের অর্থ এই যে "যে ভাষা হইতে শব্দটি গৃহীত হইয়াছে সেই ভাষায় শব্দের যে আদিম রূপ ছিল তাহা"। সুতরাং ইংরেজী সমস্ত শব্দেরই মূলাংশ আছে। কিন্তু ধাতু শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রকৃত পক্ষে ধাতু হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় নাই বরং শব্দ সমূহের সারাংশ যাহা হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই ধাতু নামে খ্যাত হইয়াছে। ক্রিয়া সম্বন্ধীয় শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দের ধাতু নাই। ক্রিয়ার পুরুষ কাল প্রভৃতি ভেদে আকৃতি কতক পরিবর্ত্তিত হয়। যে অংশ পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহাই সেই ক্রিয়ার ধাতু। যেমন করি, করে, করুক এই তিনটি ক্রিয়ার অপরিবর্ত্তিত অংশের নাম "কৃ" সুতরাং "কৃ" এই সকল ক্রিয়ার ধাতু।" এই ধাতুর উপর নানাবিধ প্রত্যয় যোগে নানা প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়।

২৪৬। ধাতুর উত্তর দুই প্রকার প্রত্যয় হয়। ক্রিয়া উৎপাদন জন্য ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় করা যায় তাহাদের নাম "গণ প্রত্যয়" বা ক্রিয়ার বিভক্তি। ইহা শব্দ প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। ক্রিয়া ভিন্ন অন্য শব্দ উৎপাদন জন্য ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় হয় তাহাদের নাম "কৃৎ প্রত্যয়"। কৃৎ প্রত্যয় সমূহের আকৃতি, সংখ্যা এবং ধাতুর সহিত যোগের নিয়ম বর্ণনা করাই ধাতু প্রকরণের উদ্দেশ্য।

২৪৭। কৃৎ প্রত্যয় সমুদায় ত্রিশটি। যথা অক, তৃ, ইন্ উ, উক, ইষ্ণু, ড, ণ, ক্বিপ্, বর, মন্, ত্র, নট্, ক্তি, ক্ত, অনট্, অল্, ই, ঘঙ্, শমান, তব্য, অণীয়, য, ক্যপ, ঘ্যন, ঞি, সন্, ঘঙ। *

* ময়ূর ভিন্ন উরণ প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাঙ্গলায় নাই। এজন্য তাহা ত্যাগ করিলাম। সতৃ প্রত্যয় কেবল মাত্র জগৎ শব্দে ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষায় নাই।

২৪৮। ণিচ, সন্, যঙ প্রত্যয়ের পর আর একটি প্রত্যয় হয়, নতুবা শব্দ সম্পূর্ণ হয় না। এজন্য এই তিনটিকে অনুবন্ধ বলে।
অন্যান্য কৃৎ প্রত্যয় একটি ধাতুতে যোগ হইলে তাহার পর আর অন্য কৃৎ যোগ হয় না।

টীকা। এস্থলে কৃৎ সমূহের যে রূপ নাম লেখা গেল, সংস্কৃত নাম হইতে তাহা বিস্তর বিভিন্ন। কিন্তু সংস্কৃতে নাম অন্যরূপ হইলেও কার্য্যতঃ সেই সকল কৃৎ প্রত্যয়ের যাহা থাকে, আমি এস্থলে তাহাই লিখিলাম। সংস্কৃত ভাষায় যতি চিহ্ন প্রায় ব্যবহৃত হয় না, শব্দ সকল একত্র মিলিত করিয়া লেখা হয় এজন্য তাহাতে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্তি লিখিলে তাহা বোধগম্য হয় না। এই হেতু আদি ভাষায় প্রত্যয়ের নামে অনেক বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ হয় আবার তাহা হইতে অনাবশ্যক বর্ণ গুলি ইৎ দিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ গোলযোগ সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমি প্রত্যয়ের অনাবশ্যক অংশ ত্যাগ করিয়া লিখিলাম। পরন্তু যেখানে সারাংশ মাত্র লিখিলে গোল যোগ সম্ভাবনা, সেখানে সংস্কৃত নামই ঠিক রাখিলাম। যেমন অল্, ঘঙ্, ড, ণ এই চারিটি প্রত্যয়েরই কেবল "অ" থাকে; ক্যাপ্, ঘ্যন্, য, যঙ ইহাদের কেবল "য" থাকে; ইত্যাদি স্থানে সংস্কৃত নাম স্থির রাখিলাম।

২৪৯। ধাতুর সহিত "কৃৎ" যোগ কালে যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে কৃৎ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া বলে।

২৫০। ধাতুর পূর্ব্বে প্রক্রিয়া কালে কোন শব্দ বা শব্দাংশ থাকিলে তাহাকে ধাতুর পূর্ব্বক বা পূর্ব্বগ বলে।

অক।

২৫১। ধাতুর পর কেবল কর্ত্তৃবাচ্যে "অক" প্রত্যয় হয়।

২৫২। অক যোগে ধাতুর নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়া হয়—

উপসূত্র (১) ধাতুর অন্তে হলবর্ণ থাকিলে "অক" প্রত্যয়ের আদ্য "অকার" সেই হলবর্ণে যুক্ত হয়। ধাতুর অন্ত্য হলবর্ণ অকার যুক্ত থাকিলে সেই অ কার লোপ পায়।

(২) ধাতুর অন্তে আ কিংবা ঐ থাকিলে সেই "আ এবং ঐ স্থানে "আয়" হয়।

(৩) ধাতুর অন্তে ইকারাদি স্বরবর্ণ থাকিলে তাহাদের বৃদ্ধি হয়।

(৪) ধাতুর উপান্ত্য অ স্থানে বিকল্পে আ হয় এবং উপান্ত্য ই, ঈ, উ ঊ ঋ, ৠ কারের গুণ হয়। যথা শাস্+অক=শাসক, শাল+অক=শালক, দা+অক=দায়ক, চি+অক=চায়ক, নী+অক=নায়ক, পু+অক=পাবক, ভূ+অক=ভাবক, কৃ+অক=কারক, গৈ+অক=গায়ক, ভিদ্+অক=ভেদক, নট্+অক=নাটক, কথ্+অক—কথক, শুধ্+অক=শোধক।

তৃ।

২৫৩ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্তৃবাচ্যে তৃ প্রত্যয় হয়।

২৫৪ সূত্র। তৃ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য শ স্থানে ষ্ হয় এবং তখন তৃ স্থানে টৃ হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য ।এবং উপান্ত্য ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, কারের গুণ হয়।

(৩) ধাতুর অন্ত্য চ্ জ্ গ্ স্থানে ক্ হয় এবং গৃহ, সৃজ, দৃশ, ভ্রস্জ্ স্থানে গ্রহি, স্রষ্, দ্রষ, ভ্রষ্ হয়। যথা গৃহ+তৃ=গ্রহিতৃ, দা+তৃ=দাতৃ, নী+তৃ=নেতৃ, শ্রু+তৃ=শ্রোতৃ, কৃ+তৃ=কর্তৃ, সৃজ্+তৃ=স্রষ্টৃ, দৃশ্+তৃ=দ্রষ্টৃ, ভ্রস্জ্+তৃ=ভ্রষ্টৃ, পা+তৃ=পাতৃ ইত্যাদি।

কিন্তু যখন জনক বুঝায় তখন নিপাতনে পা+তৃ=পিতৃ হয়।

ইন্।

২৫৫ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্তৃবাচ্যে ইন্ হয়।

২৫৬ সূত্র। ইন্ যোগের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য অ লোপ পায় এবং আ স্থানে আয় হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য ই বর্ণাদির বৃদ্ধি হয়।

(৩) ধাতুর উপান্ত অ স্থানে আ হয় এবং ই বর্ণাদির গুণ হয়।

কিন্তু দুই বা তদধিক স্বর বিশিষ্ট ধাতুর ২ এবং ৩ উপ সূত্রের লিখিত পরিবর্ত্তন হয় না। পরন্তু ধাতুর অন্তে যুক্তাক্ষর থাকিলেও ঈদৃশ পরিবর্ত্তন হয় না। যথা— ধন+শাল্+ইন্=ধন শালিন্, দা+ইন্=দায়িন্, অধি+ই+ইন্=অধ্যায়িন্ জল+স্রু+ইন্=জলস্রাবিন্, উপ+কৃ+ইন্=উপকারিন, সত্য+বদ্+ইন্= সত্য বাদিন্, গৃহ+ভিদ্+ইন্=গৃহভেদিন্, বি+নুদ্+ইন্=বিনোদিন্ ইত্যাদি।

কিন্তু চক্র+ইন্=চক্রিন্, কলঙ্ক+ইন্=কলঙ্কিন্, কপট্+ইন্=কপটিন্ ইত্যাদি।

উ।

২৫৭ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্ত্তৃবাচ্যে উ প্রত্যয় হয়।

২৫৮ সূত্র। উ প্রত্যয় যোগে ধাতুর অন্ত্য ঋ স্থানে অর্ এবং ৠ স্থানে উর্ হয়। যথা—

অন্+উ=অন্ন, বন্ধ্+উ=বন্ধু, মৃ+উ=মরু, কৃ+উ=কুরু, পৃ+উ= পুরু ইত্যাদি।

নিপাতনে ভা+উ=ভানু, ভী+উ=ভীরু, পৃচ্ছ+উ=প্রষ্টু, ধা+উ= ধাতু, বা+উ=বায়ু এবং জন্+উ=জন্তু বা জন্তু।

উক।

২৫৯ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্ত্তৃবাচ্যে উক প্রত্যয় হয়।

২৬০ সূত্র। উক যোগের প্রক্রিয়া এই যে—

(১) ধাতুর অন্ত্য অ লোপ পায় এবং ইকারাদি স্বরের বৃদ্ধি হয়॥

(২) ধাতুর উপান্ত অ স্থানে আ হয় এবং ই কারাদি স্বরের বিকল্পে গুণ হয়। যথা—

কম্+উক=কামুক, ভূ+উক=ভাবুক, ছিদ্+উক=ছেদুক, ইচ্ছ্+উক= ইচ্ছুক ইত্যাদি।

ইষ্ণু।

২৬১ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্ত্তৃবাচ্যে ইষ্ণু প্রত্যয় হয়।

২৬২ সূত্র। ইষ্ণু প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য অ, আ, ই লোপ পায় এবং ঈ বর্ণাদির গুণ হয়।

(২) ধাতুর উপান্ত ই বর্ণাদির গুণ হয়। যথা—

সহ+ইষ্ণু=সহিষ্ণু, বা+ইষ্ণু=বিষ্ণু, জি+ইষ্ণু=জিষ্ণু, শী+ইষ্ণু=শয়িষ্ণু, ভূ+ইষ্ণু=ভবিষ্ণু, কৃ+ইষ্ণু=করিষ্ণু, ভিদ্+ইষ্ণু=ভেদিষ্ণু, লুভ্+ইষ্ণু=লোভিষ্ণু ইত্যাদি।

ড।

২৬৩ সূত্র। সমাস যোগ্য পদ পূর্ব্বে থাকিলে, ধাতুর পর কেবল কর্ত্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয় হয়।

যঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর সমাস যোগ্য পদ পূর্ব্বে না থাকিলেও ড প্রত্যয় হইতে পারে।

দুই বা তদধিক স্বরবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর সমাস ব্যতীতও ড প্রত্যয় হয়।

২৬৪ সূত্র। ড প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ড প্রত্যয়ের অ থাকে।

(২) ড যোগে মৎ, ত্বৎ, যৎ, তৎ, এতৎ, সম, অদস্ এবং কিম্ শব্দ ধাতুর পূর্ব্বগ হইলে, তাহাদের স্থানে যথাক্রমে মা, ত্বা, যা, তা, এতা, স, ঈ এবং কী হয়।

(৩) ধাতুর অন্ত্য অ, আ, ঐ, ন, ণ, ম, লোপ পায়।

(৪) ধাতুর অন্ত্য ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ কারের গুণ হয়। যথা—

মৎ+দৃশ্+ড=মাদৃশ, সম+দৃশ্+ড=সদৃশ, সুখ+দা+ড=সুখদ, পুৎ+ত্রৈ+ড=পুত্র, অগ্র+জন্+ড=অগ্রজ, প্র+মণ+ড=প্রম, পার+গম্+ড=পারগ, সত্য+জি+ড=সত্যজয়, নিঃ+ভী+ড=নির্ভয়, চিত্র+কৃ+ড=চিত্রকর ইত্যাদি।

কিন্তু দুই কিম্বা তদধিক স্বরবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হইলে কোনই পরিবর্ত্তন হয় না ক পট্+ড=কপট, মুঞ্জর+ড=মুঞ্জর ইত্যাদি।

যঙ্ প্রত্যয়ের পর যেরূপে ড প্রত্যয় হয় তাহা পরে লিখিত হইবে।

ণ প্রত্যয়।

২৬৫ সূত্র। সমাস যোগ্য পদ পূর্ব্বে থাকিলে, ধাতুর উত্তর কেবল কর্ত্তৃবাচ্যে ণ প্রত্যয় হয়। সেই ণ কারের স্থানে অ থাকে।

কিন্তু যঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুতে এবং দুই বা তদধিক স্বরবিশিষ্ট ধাতুতে, সমাস যোগ্য পদ পূর্ব্বে না থাকিলেও, ণ প্রত্যয় হইতে পারে।

২৬৬ সূত্র। ণ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর আদিতে ক বর্গ চ বর্গ ও প বর্গীয় বর্ণ থাকিলে তাহার পূর্ব্বে অনুস্বরের আগম হয়। কিন্তু কৃ ধাতুর পূর্ব্বে বিকল্পে অনুস্বর হয় না।

(২) ধাতুর অন্ত্য ই, ঈ কারের গুণ হয়, এবং উ ঊ স্থানে উব্ হয়।

(৩) ধাতুর অন্ত্য ঋ ৠ কারের গুণ হয়। কিন্তু কৃ ধাতুর বিকল্পে বৃদ্ধি হয়।

(৪) দুই বা তদধিক স্বরবিশিষ্ট ধাতুর উপান্ত অ স্থানে আ হয়।

(৫) ধাতুর অন্ত্য চ, জ, ঞ্জ স্থানে ক, গ, গ হয় এবং ক ও গ কারের পূর্ব্বে অ স্থানে আ হয়। যথা—

শুভ+কৃ+ণ=শুভংকর, সত্য+জি+ণ=সত্যঞ্জয়, স্বয়ং+ভূ+ণ=স্বয়ম্ভুব, কর্ম্ম+কৃ+ণ=কর্ম্মকার, কপট্+ণ=কপাট, বি+বচ্+ণ=বিবাক, মহা+ভগ্+ণ=মহাভাগ ইত্যাদি।

ক্বিপ্।

২৬৭ সূত্র। পূর্ব্বগের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কেবল কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। পূর্ব্বগ না থাকিলেও যঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুতে ক্বিপ্ প্রত্যয় হইতে পারে।

২৬৮ সূত্র। ক্বিপ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ক্বিপ্ প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না।

(২) ধাতুর অন্ত্য চ, জ, ঞ্জ, গ এবং শ স্থানে ক হয়। সেই ক কারের উপান্ত অ স্থানে আ হয়।

(৩) ধাতুর অন্ত্য দ ও ব স্থানে ত ও প হয়।

(৪) ধাতুর অন্ত্য ঊ স্থানে উ হয়।

(৫) জি ও কৃ ধাতুর উত্তর ত কারের আগম হয়।

(৬) পূর্ব্বগের মৎ, ত্বৎ ইত্যাদির স্থানে মা, ত্বা ইত্যাদি হয়। যথা—
উগ্র + বচ + ক্বিপ্ = উগ্রবাক্, পাপ + ভজ্ + ক্বিপ্ = পাপভাক্, জ্যোতিঃ + বিদ্ + ক্বিপ্ = জ্যোতির্ব্বিৎ, পর + তীব্ + ক্বিপ = পরতীপ্, প্র + ভূ + ক্বিপ্ = প্রভু, শং + ভূ + ক্বিপ্ = শম্ভু, ইন্দ্র + জি + ক্বিপ = ইন্দ্রজিৎ, সম + কৃ + ক্বিপ্ = সক্বৎ, তৎ + দৃশ্ + ক্বিপ = তাদৃক, অদস + দৃশ + ক্বিপ = ঈদৃক্ ইত্যাদি।

বর।

২৬৯ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্ত্তৃবাচ্যে বর প্রত্যয় হয়। প বর্গান্ত ধাতুর উত্তর বর স্থানে অর হয়। যথা—ঈশ + বর = ঈশ্বর, ভাস্ + বর = ভাস্বর, উর্ + বর = উর্ব্বর (রেফ যোগে দ্বিত্ব), ভ্রম + বর = ভ্রমর, তুপ্ + বর = তুবুর ইত্যাদি।

র।

২৭০ সূত্র। ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ও অধিকরণ বাচ্যে র প্রত্যয় হয়।

২৭১ সূত্র। র প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য দ স্থানে কদাচিৎ ত হয় এবং ধা, স্থা ও বা ধাতুর স্থানে ধী স্থি ও বী হয়। যথা ভদ্ + র = ভদ্র, সং + উদ্ + র = সমুদ্র, সদ্ + র = সত্র, ছদ্ + র = ছত্র শক্ + র = শক্র ধা + র = ধীর স্থা + র = স্থির বা + র = বীর ইত্যাদি।

মন্।

২৭২ সূত্র। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে মন প্রত্যয় হয়।

২৭৩ সূত্র। মন্ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) কর্ম্ম বাচ্যে ও ভাব বাচ্যে মন্ স্থানে ম হয়।

(২) মন্ যোগে ধাতুর অন্ত্য ঋ কারের গুণ হয়। এবং চ ও জ স্থানে ক ও গ হয়। যথা কর্ত্তৃ বাচ্যে—শীঘ্র + কৃ + মন্ = শীঘ্র কর্ম্মণ, দৃঢ় + চর্ + মন = দৃঢ় চর্ম্মণ, নষ্ট + ধা + মন্ = নষ্টধামন্ ইত্যাদি।

কর্ম্মবাচ্যে=ভী+মন্=ভীম ভীষ+মন্=ভীষ্ম, রুচ+মন্=রুক্ম যুজ্+মন্=যুগ্ম, লক্ষ+মন্=লক্ষ্ম (স্ত্রীলিঙ্গে লক্ষ্মী) ইত্যাদি।

ভাববাচ্যে—কৃ+মন্=কর্ম্ম চর্+মন্=চর্ম্ম ধৃ+মন্=ধর্ম্ম, ধা+মন্=ধাম ইত্যাদি।

নিপাতনে হু+মন=হোম্ ভূ+মন্=ভূমি।

ত্র।

২৭৪ সূত্র। ধাতুর উত্তর করণ ও কর্ম্মবাচ্যে ত্র প্রত্যয় হয়।

২৭৫ সূত্র। ত্র প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য ও উপান্ত্য ই বর্ণাদির বিকল্পে গুণ হয়।

(২) উ ঊ ঋ ৠ কারের গুণ হইলে তাহাদের পর, ই কারের আগমন হয়।

(৩) ধাতুর অন্ত্য চ ও জ স্থানে ক হয়।

(৪) ধাতুর অন্তে চ, জ, ক, প, স থাকিলে কোন আগম হয় না। ত্র প্রত্যয়েরও কোন পরি বর্ত্তন হয় না।

(৫) ধাতুর অন্তে গ, ধ, ম, ভ, শ, হ থাকিলে, বিকল্পে ই কারের আগম হয়। কিন্তু যে খানে ই কারের আগম না হয়, তথায় ঐ সকল বর্ণের স্থানে যথা ক্রমে ক, দ, ন, ব, ষ এবং দ হয়।

(৬) গ, দ, ব কারের পর ত্র স্থানে ধ্র হয় এবং ষ কারের পর ত্র স্থানে ট্র—হয়।

(৭) অন্যান্য হলন্ত ধাতুর উত্তর ই কারের আগম হয়। যথা—কল+ত্র=কলত্র, মা+ত্র=মাত্র, চি+ত্র=চিত্র, ক্ষি+ত্র=ক্ষেত্র, নী+ত্র=নেত্র, পু+ত্র=পবিত্র ভূ+ত্র=ভবিত্র, কৃ+ত্র=করিত্র (হাতিয়ার) বচ্+ত্র=বক্ত্র, যুজ্+ত্র=যোক্ত্র, লুপ্+ত্র=লোপ্ত্র, বস্+ত্র=বস্ত্র, রুধ্+ত্র=রোধিত্র শুধ+ত্র=শোদ্ধ্র, গম্+ত্র=গমিত্র, যম্+ত্র=যন্ত্র, লভ্+ত্র=লব্ধ্র, লুহ্+ত্র=লোঢ্র, দংশ+ত্র=দংষ্ট্র, উষ+ত্র=উষ্ট্র ফল্+ত্র=ফলিত্র ইত্যাদি।

নট্।

২৭৬ সূত্র। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ কর্ম্ম ও ভাব বাচ্যে নট্ প্রত্যয় হয়। তাহার অন্ত্য ট্ সর্ব্বত্রই লোপ পায়।

২৭৭ সূত্র। নট্ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) কর্ত্তৃবাচ্যে নট্ প্রত্যয় হইলে ধাতুর অন্ত্য ঋ ৠ কারের গুণ হয়। যথা বৃ+নট্=বর্ণ,—কৄ+নট=কর্ণ—ইত্যাদি।

নিপাতনে সিচ্+নট্=শিশ্ন, দিব্+নট্=দ্যুম্ন।

(২) কর্ম্মবাচ্যে নট্ প্রত্যয় হইলে, পৃচ্ছ ধাতুর স্থানে প্রশ্ হয় এবং চ বর্গের পর ন স্থানে ঞ হয়। যথা—পৃচ্ছ+নট্=প্রশ্ন, যজ্+নট্=যজ্ঞ, যাচ+নট্=যাচ্ঞ (আ যোগে যাচ্ঞা) ঋ+নট=ঋণ, অধি+ই=নট—অধীন ইত্যাদি।

(৩) ভাব বাচ্যে নট্ প্রত্যয় হইলে ধাতুর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—স্বপ্+নট=স্বপ্ন, যৎ+নট্=যত্ন—ইত্যাদি।

ক্তি।

২৭৮ সূত্র। ধাতুর উত্তর প্রধানতঃ ভাববাচ্যে ক্তি প্রত্যয় হয়। কদাচিৎ—কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম বাচ্যেও ক্তি প্রত্যয় হয়।

২৭৯ সূত্র। ভাব বাচ্যে ক্তি প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য—চ, জ, গ, ঞ্জ, স্থানে ক হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য—ন প্রায়ই লোপ পায়।

(৩) রম্, গম্, যম্ ও নম্ ধাতুর অন্ত্য ম লোপ পায় অন্যান্য ধাতুর অন্ত্য ম স্থানে আন্ হয়।

(৪) ধাতুর অন্ত্য—ধ, ভ. হ স্থানে দ, ব, গ হয়।

(৫) এইরূপ—দ, ব, গ কারের পর ক্তি স্থানে ধি হয়।

(৬) ধাতুর অন্ত্য ৠ স্থানে ঈর্ হয়। কিন্তু প বর্গের পর ৠ স্থানে উর্ হয়।

(৭) উপান্ত ব স্থানে উ হয় কিন্তু অন্ত হল বর্ণে যুক্ত ব কারের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

(৮) ধাতুর অন্ত্য—শ, স্থানে ষ হয়।

(৯) শ ও ষ কারের পর ক্তি স্থানে টি হয় এবং শ স্থানে ষ হয়।

(১০) অন্যত্র ক্তি স্থানে তি হয়। কখন কখন ক্তি স্থানে ই অথবা নি হয়।

যথা—সিচ্ + ক্তি = সিক্তি ভজ্ + ক্তি = ভক্তি, বি + রঞ্জ + ক্তি = বিরক্তি, মন্ + ক্তি = মতি, রম্ + ক্তি = রতি, যম্ + ক্তি = যতি, ভ্রম্ + ক্তি = ভ্রান্তি, বুধ + ক্তি = বুদ্ধি, লভ্ + ক্তি = লব্ধি, সং + দিহ্ + ক্তি = সন্দিগ্ধি, কৄ + ক্তি = কীর্ত্তি, স্ফুৄ + ক্তি = স্ফূর্ত্তি, বচ্ + ক্তি = উক্তি, বপ্ + ক্তি = উপ্তি, দৃশ্ + ক্তি + দৃষ্টি, বৃষ + ক্তি = বৃষ্টি, নী + ক্তি = নীতি, ধৃ + ক্তি = ধৃতি, গ্রন্থ + ক্তি = গ্রন্থি, হা + ক্তি = হানি ইত্যাদি।

নিপাতনে জন্ + ক্তি = জাতি, স্থা + ক্তি = স্থিতি, স্ফা + ক্তি = স্ফীতি, প্যায় + ক্তি = পীতি, যজ্ + তি = ইক্তি, ব্যধ্ + তি = বিদ্ধি, গ্রহ + তি = গৃদ্ধি, প্রচ্ছ্ + ক্তি = পৃষ্টি, ক্ষি + ক্তি = ক্ষতি, গ্লৈ + ক্তি = গ্লানি, সং + ধা (ধাবনে) + ক্তি = সংহৃতি, সং + ধা (ধারণে) + ক্তি = সন্ধি, বস্ + ক্তি = বসতি বা বস্তি, বহ্ + ক্তি = ঊঢ়ি, অস্ + ক্তি = সতি।

২৮০ সূত্র। কর্ত্তৃবাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে ক্তি প্রত্যয় অতি অল্প এবং সেই সকল শব্দ প্রায়ই নিপাতন সিদ্ধ। এইরূপ স্থলে ক্তি প্রত্যয়ের ক্ত ভাগ প্রায়ই লোপ পায়, কেবল ই মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

কর্ত্তৃবাচ্যে—হৃ + ক্তি = হরি, কশ্ + ক্তি = কশি (বজ্র), তৃ + ক্তি = তরণি, পা + ক্তি = পাণি (হাত), সৃচ + ক্তি = সূচি, পদ্ + ক্তি = পদাতি, খন্ + ক্তি = খন্তি, পা + তি = পতি, বি + অঞ্জ + ক্তি = ব্যক্তি, নি + ধা + ক্তি = নিধি, জল + ধা + ক্তি = জলধি ইত্যাদি।

কর্ম্মবাচ্য = সৃ + ক্তি = সরনি, সৃজ্ + ক্তি = সৃষ্টি, কশ্ + ক্তি = কষ্টি, পা + ক্তি = পানি (জল), সং + তন্ + ক্তি = সন্ততি, যুজ + ক্তি = যুক্তি, ধ্বন + ক্তি = ধ্বনি ইত্যাদি।

ক্ত।

২৮১ সূত্র। সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। আর অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়।

টিপ্পনী। বাচ্য ভেদে ক্ত প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া ভেদ হয় না।

২৮২ সূত্র। ক্ত প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ঋ, দ কারের পর ক্ত স্থানে ন হয়।

(২) শ ও ষ কারের পর ক্ত স্থানে ট হয়।

(৩) অন্যত্র ক্ত স্থানে ত হয়।

(৪) যে বর্ণের পর ত স্থাপন করিলে কু শ্রাব্য বা অর্থ দ্বৈধ হইতে পারে তথায় ত কারের পূর্ব্বে ই কারের আগম হয়।

(৫) ধাতুর অন্ত্য ধ, ভ, হ, স্থানে দ, ব, গ হয় এবং তাহার পরস্থিত ত স্থানে ধ হয়। কিন্তু উ, ঊ, ঋ কারের পর স্থিত হ স্থানে গ হয় না বরং হ এবং ত মিলিয়া ঢ় হয়।

(৬) ধাতুর অন্ত্য শ, দ স্থানে ষ এবং ন হয়।

(৭) ধাতুর অন্ত্য ণ, ন কারের পর ই আগম হয়। কিন্তু জ্ঞন্, মন্, হন্ ও খন্ ধাতুর স্থানে জা, ম, হ, খা হয়।

(৮) ধাতুর অন্ত্য ম স্থানে আন্ হয়। কিন্তু যম্, গম্, রম্, নম্ ধাতুর অন্ত্য ম্ লোপ পায়।

(৯) চ কারান্ত অধিকাংশ ধাতুর উত্তর ই কারের আগম হয়। মুচ্, সিচ বচ্ প্রভৃতি অত্যল্প ধাতুর অন্ত্য চ্ স্থানে ক্ হয়।

(১০) ধাতুর অন্ত্য জ্ ও ঞ্জ স্থানে ক্ হয় কিন্তু কুজ্, ব্রজ্, কুঞ্জ্, মুঞ্জ্, গুঞ্জ্, গঞ্জ্, নিঞ্জ্, ধাতুর অন্ত্য জ বা ঞ্জ স্থির থাকে এবং তাহাদের উত্তর ই কারের আগম হয়। পরন্তু সৃজ+ক্ত=সৃষ্ট হয়।

(১১) ধাতুর উপান্ত ব এবং ক স্থানে উ হয় কিন্তু বহ্ ধাতুর উপান্ত ব স্থানে উ হয়। অন্য স্বর যুক্ত ব কার পরিবর্ত্তিত হয় না।

(১২) কস্, লস্, মুদ্, বিদ্, যুদ্, পত্ ধাতুর উত্তর ই কারের আগম হয়।

(১৩) দুই বা ততোধিক স্বরবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর সর্ব্বত্রই ই আগম হয়।

(১৪) উপরি উক্ত সূত্র না পাইলে এবং নিপাতন সিদ্ধ না হইলে অন্যত্র ই কারের আগম হয়। যথা—

ভু+ক্ত=ভূত, প্র+ভা+ক্ত=প্রভাত, বি+কৄ+ক্ত=বিকীর্ণ, বি+স্তৄ+ক্ত= বিস্তীর্ণ, বি+সদ্+ক্ত=বিষন্ন, সং+পদ+ক্ত=সম্পন্ন, প্র+বিশ্+ক্ত=প্রবিষ্ট, শিষ্+ক্ত=শিষ্ট, গর্ভ+ক্ত=গর্ভিত, পাল্+ক্ত=পালিত, রুধ্+ক্ত=রুদ্ধ,

লভ্‌+ক্ত=লব্ধ, দহ্‌+ক্ত=দগ্ধ, কৃ+ক্ত=কৃত, ভী+ক্ত=ভীত, মুহ্‌+ক্ত=মূঢ় বা মুগ্ধ, ধ্বন্‌+ক্ত=ধ্বনিত, কণ্‌+ক্ত=কণিত, গম্‌+ত=গত, হন্‌+ক্ত=হত, খন্‌+ক্ত=খাত, সং+যম+ক্ত=সংযত, রম্‌+ক্ত=রত, ভ্রম্‌+ক্ত=ভ্রান্ত, মুচ্‌+ক্ত=মুক্ত, রচ্‌+ক্ত=রচিত. বচ্‌+ক্ত=উক্ত, আ+হ্বা+ক্ত=আহুত. ভজ্‌+ক্ত=ভক্ত, অনু+রঞ্জ্‌+ক্ত=অনুরক্ত, গঞ্জ+ক্ত=গঞ্জিত, কুজ্‌+ক্ত=কুজিত, বি+কস্‌+ক্ত=বিকসিত, পৎ+ক্ত=পতিত, কবল্‌+ক্ত=কবলিত, গুঞ্জর্‌+ক্ত=গুঞ্জরিত, দৃহ+ক্ত=দৃঢ় ইত্যাদি।

২৮৩ সূত্র। নিম্ন লিখিত পদ গুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়—দা+ক্ত=দত্ত, মদ্‌+ক্ত=মত্ত, পচ্‌+ক্ত=পক্ব, শুষ্‌+ক্ত=শুষ্ক, মা+ক্ত=মিত, গৈ+ক্ত=গীত, ধূ+ক্ত=ধৌত, ধা+ক্ত=হিত, আস+ক্ত=আসীন, দান্‌+ক্ত=দীন, হা+ক্ত=হীন, প্র+বিদ্‌+ক্ত=প্রবীণ, ক্ষি+ক্ত=ক্ষীণ, প্র+আ+চি+ক্ত=প্রাচীন, গাহ্‌+ক্ত=গাঢ়, প্যায়+ক্ত=পীন, লী+ক্ত=লীন,লূ+ক্ত=লূণ, ম্লৈ+ক্ত=ম্লান, মজ্জ্‌+ক্ত=মগ্ন, রুজ্‌+ক্ত=রুগ্ন,ভঞ্জ+ক্ত=ভগ্ন, গ্রহ্‌+ক্ত=গৃহীত, উৎ+বিজ্‌+ক্ত=উদ্বিগ্ন, নিহ্‌+ক্ত=নিব্ধ, স্ফায়্‌+ক্ত=স্ফীত, প্রচ্ছ+ক্ত=পৃষ্ট, স্রজ্‌+ক্ত=স্রস্ত, ভ্রস্‌জ্‌+ক্ত=ভ্রষ্ট, পা+ক্ত=পীত, মৃগ্‌+ক্ত=মৃগ্যিত।

২৮৪ সূত্র। কতক গুলি ধাতুর একই প্রত্যয় যোগে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিভিন্ন পদ হয়। যথা—মুহ্‌+ক্ত=মূঢ় (যাহার জ্ঞান নাই), মুহ+ক্ত=মুগ্ধ (যাহার জ্ঞান কোন কারণে লুপ্ত হইযাছে, মুহ+ক্ত=মূর্খ (যাহার কখন জ্ঞান ছিলনা এবং নাই); বা+ক্ত (কর্ত্তৃবাচ্যে)=বাত এবং বা+ক্ত (কর্ম্মবাচ্যে)+ক্ত=বাণ।

অনট্‌।

২৮৫ সূত্র। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও ভাব বাচ্যে অনট্‌ প্রত্যয় হয়। অনটের অন থাকে, ট লোপ পায়।

২৮৬ সূত্র। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অনট্‌ প্রত্যয় হইলে, এইরূপ প্রক্রিয়া হয়। যথা—

(১) ধাতুর অন্ত্য আ স্থানে আয় হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য অন্ত স্বরের বৃদ্ধি হয়।

(৩) ধাতুর উপান্ত অ স্থানে আ হয় এবং অন্ত্য স্বরের গুণ হয়। যথা—

দা+অন=দায়ন, চি+অন=চায়ন (চি স্থানে চৈ হইয়াছে) ভূ+অন=ভাবন, কৃ+অন=কারণ, ধ্যৈ+অন=ধ্যায়ন, গৈ+অন=গায়ন, পৎ+অন=পাতন, ভিদ্+অন=ভেদন, নুদ্+অন=নোদন ইত্যাদি।

টিপ্পনী। দুই বা তদধিক স্বর বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় হয় না।

২৮৭ সূত্র। ভাববাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে অনট্ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এইরূপ যথা—

(১) ধাতুর অন্ত্য ই বর্ণাদির গুণ হয়। কিন্তু প বর্গে যুক্ত ৠ স্থানে উর্ হয়।

(২) ধাতুর উপান্ত ঋ ৠ কারের গুণ হয় এবং ই ঈ উ ঊ কারের বিকল্পে গুণ হয়।

(৩) ধাতুর অন্ত্য এ, ঐ স্থানে আ হয়। যথা—

কৃ+অন=করণ, চি+অন=চয়ন, নী+অন=নয়ন, ভিদ্+অন=ভেদন, পৎ+অন=পতন, তৃপ্+অন=তর্পণ, সৃজ+অন=সর্জ্জন * পৄ+অন=পূরণ, স্ফৄ+অন=স্ফূরণ, ভূষ+অন=ভূষণ, কির্+অন=কিরণ, আ+হ্বে+অন=আহ্বান, গৈ+অন=গান, ধ্যৈ+অন=ধ্যান ইত্যাদি।

নিপাতনে, পশ্চাৎ+ই+অন=পলায়ন।

অল্।

২৮৮ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল ভাববাচ্যে অল প্রত্যয় হয়। অলের অ থাকে।

২৮৯ সূত্র। অল প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য ই বর্ণাদির গুণ হয়।

(২) ধাতুর উপান্ত্য ই বর্ণাদির বিকল্পে গুণ হয়। যথা

সং+গম্+অ=সঙ্গম, সং+চি+অ=সঞ্চয়, সং+ক্ষিপ্+অ=সংক্ষেপ, ভুজ্+অ=ভোজ ইত্যাদি।

---

* আধুনিক কোন কোন লেখক সৃজ্+অন=সৃজন লেখেন। তাহা অশুদ্ধ। সর্জ্জন লেখাই উচিত। কেন না এখন সংস্কৃত ব্যাকরণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না।

ঘঙ্।

২৯০ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল ভাববাচ্যে ঘঙ্ প্রত্যয় হয়। ঘঙের অ থাকে।

২৯১ সূত্র। ঘঙ্ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য আ স্থানে আয় হয় এবং অন্ত স্বরের বৃদ্ধি হয়।

(২) ধাতুর উপান্ত অ স্থানে আ হয় এবং অন্ত স্বরের গুণ হয়।

(৩) ধাতুর অন্ত্য চ ও ঞ্চ স্থানে বিকল্পে ক হয় এবং জ ও ঞ্জ স্থানে বিকল্পে গ হয়। যথা—

দা+অ=দায়, অধি+ই+অ=অধ্যায়, প্র+ভূ+অ=প্রভাব, স্বদ্+অ=স্বাদ, বি+সিচ্+অ=বিষেক, নিঃ+মুচ্+অ=নির্ম্মোক, সং+কুঞ্চ্+অ=সংকোচ, অনু+রঞ্জ্+অ=অনুরাগ, বি+রাজ্+অ=বিরাজ, ভুঞ্জ+অ=ভোগ, যুজ্+অ=যোগ, শুচ্+অ=শোক ইত্যাদি।

ই।

২৯২ সূত্র। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে "ই" প্রত্যয় হয়।

২৯৩ সূত্র। ভাব বাচ্যে "ই" প্রত্যয় হইলে কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—শুচ্+ই=শুচি, রুচ্+ই=রুচি, চুর্+ই=চুরি ইত্যাদি।

কর্ত্তৃবাচ্যে ই প্রত্যয় হইলে ধাতুর অন্ত্য অ আ লোপ পায় এবং ই কারাদি স্বর বর্ণের গুণ হয়। যথা হৃ+ই=হরি, নি+ধা+ই=নিধি, বি+ধা+ই=বিধি ইত্যাদি।

টীকা—এই "ই" প্রত্যয়কে কোন কোন বৈয়াকরণ ক্তি প্রত্যয়ের রূপান্তর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহাকে পৃথক্ প্রত্যয় বলাই সঙ্গত বোধ করিলাম।

মান।

২৯৪ সূত্র। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বিদ্যমানার্থে মান প্রত্যয় হয়। হলান্ত ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যেও মান প্রত্যয় হইয়া থাকে।

২৯৫ সূত্র। মান প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এইরূপ—

(১) কর্ম্মবাচ্যে মান প্রত্যয় হইলে, হলান্ত ধাতুর উত্তর য কারের আগম হয় এবং উপান্ত ই কারাদির বিকল্পে গুণ হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য আ, ই, ঈ, ঐ স্থানে ঈয় হয়, উ ঊ স্থানে ঊয় হয়, ঋ এবং ৠ স্থানে রীয় হয়।

(৩) কর্ত্তৃবাচ্যে মান প্রত্যয় হইলে, হলান্ত ধাতুর উত্তর অ কারের আগম হয়। যথা—

কর্ত্তৃবাচ্যে—গম্ + মান = গমমান (যে যাইতেছে) দা + মান = দীয়মান, জি + মান = জীয়মান, নী + মান = নীয়মান, বি + ধূ + মান = বিধূয়মান, ধৃ + মান = ধ্রীয়মাণ, গৄ + মান = গ্রীয়মাণ, নিন্দ্ + মান = নিন্দমান।

নিপাতনে—দৃশ্ + মান = পশ্যমান।

কর্ম্মবাচ্যে—গম্ + মান = গম্যমান, । দৃশ্ + মান = দৃশ্যমান, ভিদ্ + মান = ভেদ্যমান, রুধ্ + মান = রোধ্যমান ইত্যাদি।

টীকা—কর্ত্তৃবাচ্যের ও কর্ম্মবাচ্যের অর্থ বোধ জন্য একই ধাতূৎপন্ন চারিটি পদ দেখান যাইতেছে যথা—

গমমান (যে যাইতেছে)।
গম্যমান (যে স্থানে যাইতেছে)।
পশ্যমান (যে দেখিতেছে)।
দৃশ্যমান (যাহা দেখা যাইতেছে)।
ভিদমান (যে ভেদ করিতেছে)।
ভেদ্যমান (যাহাকে ভেদ করিতেছে)।
নিন্দমান (যে নিন্দিতেছে)।
নিন্দ্য মান (যাহাকে নিন্দিতেছে)।

স্যমান

২৯৬। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম বাচ্যে অবশ্যম্ভাবী অর্থে (অর্থাৎ যাহা এখন নাই কিন্তু ভবিষ্যতে অবশ্য হইবে) স্যমান প্রত্যয় হয়।

২৯৭। কর্ত্তৃবাচ্যে স্যমান প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই যে

(১) হলান্ত ও ঋ, ৠ কারান্ত ধাতুর উত্তর অ কারের আগম হয়। কিন্তু চ, ক, শ, ষ, স কারের পর অকার আগম না হইয়া সন্ধি হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য ই কারাদি স্বরের গুণ হয়।

(৩) ধাতুর উ পান্ত ই কারাদির বিকল্পে গুণ হয়।

(৪) ধাতুর অন্ত্য আ স্থানে এ কার হয়। যথা গম্ + স্যমান্ = গমস্যমাণ দা + স্যমান = দেষ্যমাণ জি + স্যমান = জেষ্যমাণ বচ্ + স্যমান = বক্ষমাণ লিক্ + স্যমান = লেক্ষমাণ দৃশ্ + স্যমান = দৃশ্স্যমান, মৃষ্ + স্যমান = মৃষ্স্যমান, বস্ + স্যমান = বস্স্যমান, ইত্যাদি।

২৯৮। কর্ম্মবাচ্যে স্যমান প্রত্যয়ের নিয়ম এই—

(১) হলান্ত এবং ঋ, ৠ কারান্ত ধাতুর উত্তর ইকারের আগম হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য ও উপান্ত ই কারাদির গুণ হয় এবং তাহার পর ই কারের আগম হয়।

টীকা। ণ কারভেদ ও স কার ভেদের সূত্র পাইলে স্যমান স্থানে ষ্যমাণ হইয়া যায়।

যথা গম্ + স্যমান = গমিষ্যমাণ, কৃ + স্যমাণ = করিষ্যমাণ, দা + স্যমাণ = দাস্যমান, জি + স্যমান = জয়িষ্যমাণ, ভূ + স্যমান = ভবিষ্যমাণ ইত্যাদি।

টীকা। মান এবং স্যমান প্রত্যয় মূলতঃ একই প্রত্যয়। "স্য" অংশ সংস্কৃত ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন। সুতরাং 'মান' বর্ত্তমান কালে এবং স্যমান ভবিষ্যৎ কালে প্রত্যয় হয়।

২৯৯। অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে মান্ এবং স্যমান্ প্রত্যয় হইতে পারে না।

৩০০। দুই বা তদধিক স্বর বিশিষ্ট ধাতুতে স্যমান প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না কিন্তু ব্যবহার করিলে কোন দোষ নাই।

তব্য।

৩০১। ধাতুর উত্তর কেবল কর্ম্মবাচ্যে যোগ্যার্থে 'তব্য' প্রত্যয় হয়।

৩০২। তব্য প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই যে

(১) ধাতুর অন্তে ত, ধ, ট, বর্ণ থাকিলে তব্য স্থানে অব্য হয়। কদাচিৎ তব্য ঠিক থাকে এবং ধাতুর উত্তর ই কারের আগম হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য ও উপান্ত ই কারাদির গুণ হয়। তাহার পর ই কারের আগম হয়।

(৩) যেখানে ধাতুর অন্ত্য বর্ণের সহিত সহজে ত কার যোগ হইতে পারে তথায় ইকারের আগম হয় না।

(৪) ধাতুর অন্ত্য চ ও জ স্থানে ক এবং ণ ও ম স্থানে ন হয়। যথা দা+তব্য=দাতব্য, অট্+তব্য=অটব্য, পৎ+তব্য=পতব্য, ছিদ্+তব্য=ছেদব্য বা ছেদিতব্য, বুধ্+তব্য=বোধব্য, * শুধ্+তব্য=শোধিতব্য, ভী+তব্য=ভেতব্য কৃ+তব্য=কর্ত্তব্য, ভূ+তব্য=ভবিতব্য, বচ্+তব্য=বক্তব্য, ভুজ্+তব্য=ভোক্তব্য, পণ্+তব্য=পন্তব্য, গম্+তব্য=গন্তব্য ইত্যাদি।

৩০৩। পয়ন্ত ধাতুর অন্তে শ কিম্বা ষ থাকিলে, তব্য স্থানে টব্য হয় এবং সেই শ স্থানে ষ হয়। কিন্তু স পরিবর্ত্তিত হয় না। যথ বস্+তব্য=বস্তব্য, লস্+তব্য=লস্তব্য, বিশ্+তব্য=বেষ্টব্য, নশ্+তব্য+নষ্টব্য, উষ্+তব্য=ওষ্টব্য ইত্যাদি।

নিপাতনে দৃশ্+তব্য=দ্রষ্টব্য, ভ্রস্জ্+তব্য=ভ্রষ্টব্য প্রচ্ছ+তব্য=প্রষ্টব্য!

অণীয়।

৩০৪ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্ম্মবাচ্যে যোগ্যার্থে অণীয় হয়।

৩০৫ সূত্র। অণীয় প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য ই, ঈ, উ এবং ঋ কারের গুণ হয় এবং উ স্থানে আব এবং ৠ স্থানে ঈর্ হয়।

(২) হলান্ত ধাতুর উপান্ত ই বর্ণাদির গুণ হয়। যথা—চল্+অনীয়=চলনীয়, চি+অনীয়=চয়নীয়, ভী+অনীয়=ভয়নীয়, শ্রু+অণীয়=শ্রবণীয়, আ+দৃ+অণীয়=আদরণীয়, ভূ+অণীয়=ভাবণীয়, গৄ+অণীয়=গীরণীয়, ছিদ্+অণীয়=ছেদণীয়, কৃষ+অণীয়=কর্ষণীয়, গৈ+অণীয়=গায়ণীয় ইত্যাদি।

কিন্তু বহু স্বর বিশিষ্ট ধাতুতে এই দ্বিতীয় উপসূত্র অযুজ্য।

---

* কোন কোন সংস্কৃত বৈয়াকরণ বুধ্+তব্য॥ বোদ্ধব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহা কুশ্রাব্য এবং বাঙ্গালাভাষায় অব্যবহার্য্য।

য।

৩০৬ সূত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্ম্মবাচ্যে যোগ্যার্থে "য" প্রত্যয় হয়।

৩০৭ সূত্র। য প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য আ, ই, ঈ, ঐ স্থানে এ হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য উ ঊ কারের গুণ এবং ঋ ৠ কারের বৃদ্ধি হয়।

(৩) হলান্ত ধাতুর উপান্ত ই কারাদির বিকল্পে গুণ হয় কিন্তু বহু স্বর বিশিষ্ট ধাতুতে তাদৃশ গুণ হয় না। যথা—দা+য়=দেয় শ্রি+য়=শ্রেয়, নী+য়=নেয়, ধ্যৈ+য়=ধ্যেয়, গৈ+য়=গেয়, শ্রু+য=শ্রব্য, ভূ+য=ভব্য, কৃ+য=কার্য্য, উৎ+গৄ+য=উদ্গার্য্য, ছিদ্+য=ছেদ্য, বুধ+য=বোধ্য, যুজ্+য=যোজ্য বা যুজ্য, ভুঞ্জ+য=ভোজ্য বা ভুজ্য, উৎ+দিশ্+য=উদ্দেশ্য বা উদ্দিশ্য পূজ্+য=পূজ্য, দৃশ্+য=দৃশ্য ইত্যাদি।

ক্যপ।

৩০৮ সূত্র। হলান্ত এবং আ, উ, ঋ কারান্ত ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে "ক্যপ" প্রত্যয় হয়।

৩০৯ সূত্র। ক্যপ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই যে—

(১) ক্যপের য থাকে।

(২) ঋ কারান্ত ধাতুর উত্তর ত কারের আগম হয়।

(৩) জ ঞ্জ স্থানে গ হয় উপান্ত স্বরের গুণ হয়। যথা—দা+য়=দায় স্তু+য=স্তুয়, কৃ+য=কৃত্য ভৃ+য=ভৃত্য, নৃ+য=নৃত্য, ক্ষিদ্+য=ক্ষিদ্য সভ্+য=সভ্য ইত্যাদি। নিপাতনে পু+য=পুণ্য।

ঘ্যন্।

৩১০ সূত্র। ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ঘ্যন প্রত্যয় হয়। ঘ্যন প্রত্যয়ান্ত শব্দ অধিকাংশই স্ত্রীলিঙ্গ হয় এবং তাহাতে স্ত্রীত্বের আ যোগ হইয়া থাকে।

৩১১ সূত্র। ঘ্যন প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই—

(১) ধাতুর অন্ত্য আ স্থানে বিকল্পে অ হয়।

(২) ধাতুর অন্ত্য ই, ঈ স্থানে "অয়," এবং ঋ ৠ স্থানে "রি" হয়।

(৩) স্বরান্ত এবং ত বর্গান্ত ধাতুর উত্তর ঘ্যনের "য" থাকে। অন্য হলান্ত ধাতুর উত্তর কিছুই থাকে না। যথা—দা+ঘ্যন=দয় (স্ত্রী)=দয়া, মা+ঘ্যন (স্ত্রী)=মায়া, শী+ঘ্যন (স্ত্রী)=শয্যা, কৃ+ঘ্যন (স্ত্রী)=ক্রিয়া, বিদ্+ঘ্যন (স্ত্রী)=বিদ্যা মিথ্+ঘ্যন (স্ত্রী)=মিথ্যা লজ্জ+ঘ্যন (স্ত্রী)=লজ্জা নিন্দ+ঘ্যন+আ=নিন্দা, ঘৃণ+ঘ্যন+আ=ঘৃণা ইত্যাদি।

নিপাতনে মৃগ+ঘ্যন+অ=মৃগয়া ক্ষুৎ+ঘ্যন+আ=ক্ষুধা।

ণিঙ।

৩১২ সূত্র। ধাতুর উত্তর "অন্যেৎ কৃত" এই অর্থে ণিঙ প্রত্যয় হয়।

৩১৩ সূত্র। ধাতুর উত্তর ণিঙ প্রত্যয় হইলেও তাহা ধাতুই থাকে। তখন তাহাকে ণ্যন্ত ধাতুবলে। ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর পূর্ব্বোক্ত কোন কৃৎ প্রত্যয় হইলে পদ সাধিত হয়।

৩১৪ সূত্র। ণিঙ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই যে—

(১) ণিঙ প্রত্যয়ের "ই" থাকে।

(২) প্রত্যয়ের আদিতে স্বর থাকিলে ণিঙ সম্পূর্ণ লোপ পায়। কিন্তু ঋ জ্ঞা এবং অধি+পূর্ব্বক ই ধাতুর পর ণিঙ স্থানে "প্" হয়। এই তিন্ ধাতুর পর "ক্ত" এব "ক্তি" প্রত্যয় হইলেও তদ্রূপ ণিঙ স্থানে প্ হয়।

(৩) ধাতুর অন্ত্য অ লোপ পায় আ স্থানে আয় হয় এবং ই কারাদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। কদাচিৎ বৃদ্ধি না হইয়া গুণ হয়।

(৪) ধাতুর উপান্ত অ স্থানে আ হয় ই কারাদির বিকল্পে গুণ হয় এবং ব স্থানে বিকল্পে উ হয়।

(৫) হন্ ধাতুর উত্তর ণিঙ প্রত্যয় হইলে উভয়ে মিলিয়া ঘাত হয়।

যথা—শাল+ণিঙ=শালি পা+ণিঙ=পায়ি, চি+ণিঙ=চায়ি, শী+ণিঙ=শায়ি, পূ+ণিঙ=পাবি, ভূ+ণিঙ=ভাবি, কৃ+ণিঙ=কারি গৄ+ণিঙ=গারি, ধ্যৈ+ণিঙ=ধ্যায়ি, বুধ+ণিঙ=বোধি, কৃষ+ণিঙ=কর্ষি পদ্+ণিঙ=পাদি, অধি+ই ধাতু+ণিঙ=অধ্যাপ্, জ্ঞা+ণিঙ=জ্ঞাপ্, ঋ+ণিঙ=অর্প, বি+ই+ণিঙ=ব্যায়ি,

পরি + বস + ণ্ণি = পর্য্যুষি, প্র + বস্ + ণ্ণি = প্রোষি, বচ্ + ণ্ণি = উচি, নিঃ + বস + ণ্ণি = নির্ব্বাসি ইত্যাদি।

এইরূপ ণ্যন্ত শব্দ গুলির পর আবার অন্য কৃৎ প্রত্যয় হয়। যথা—স্থাপি + ক্ত = স্থাপিত, বি + সাদি + ক্ত = বিষাদিত, শায়ি + অক = শায়ক (প্রত্যয়ের আদিতে স্বর থাকা হেতু ণ্ণি প্রত্যয়ের ই লোপ পাইয়াছে * শালি + ক্ত = শালিত ইত্যাদি।

সন্।

৩১৫। ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয় হয়। কিন্তু ধাতুর আদিতে স্বরবর্ণ থাকিলে সেই ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয় না। কেবল ঈপ্সা শব্দ স্বরান্ত ধাতুতে সন্ প্রত্যয় হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

৩১৬। সন্ প্রত্যয় হইলেও ধাতু পূর্ব্ববৎ ধাতু থাকে। তাহার পর ক্বিপ প্রত্যয় হইলে এবং স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় হইলে ইচ্ছাপ্রকাশক পদ সাধিত হয়। তদ্‌ভিন্ন সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুতে উ, উক, নক এবং ক্ত প্রত্যয় ও হইতে পারে।

৩১৭। সন্ প্রত্যয় যোগে অধিকাংশ ধাতুর দ্বিত্ব হয়।

৩১৮। ধাতুদ্বিত্ব হইবার নিয়ম এইরূপ—

(১) ধাতুর আদৌ ক থাকিলে তৎপূর্ব্বে চ হয়।

(২) ধাতুর আদ্যে জ, গ কিম্বা হ থাকিলে তৎপূর্ব্বে জ হয়। আর ধাতুর জ স্থানে গ হয়।

(৩) ধাতুর আদৌ মহাপ্রাণ বর্ণ থাকিলে, তাহার পূর্ব্বে সেই মহাপ্রাণ বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অল্পপ্রাণ বর্ণ হয়।

---

* ইংরেজী বর্ব টু হ্যাব্ (Verb to have) ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষায় আছ (অস) ধাতু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অস্ ধাতু অকর্ম্মক এবং হ্যাব্ সকর্ম্মক হেতু অর্থের তুল্যতা হয় না। অতএব হ্যাব্ ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে শাল ধাতু কিম্বা অব + আপ ধাতু ব্যবহার করা উচিত। যেমন "আই হ্যাব্ বুক্" (I Have Book) এই বাক্যের অনুবাদ "আমি পুস্তক শালি" অথবা "আমি পুস্তক অবাপি" বলা উচিত। নতুবা "আমার পুস্তক আছে" বলিলে ভাবার্থ হয় বটে কিন্তু ঠিক শব্দানুরূপ অর্থ হয় না। "আমি" শব্দ কর্ত্তা "পুস্তক" কর্ম্ম এবং "শালি বা অবাপি" সকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে সর্ব্বপ্রকারেই ঠিক অর্থ হয়।

(৪) অন্তান্ত বর্ণ শব্দের আদিতে থাকিলে, তৎপূর্ব্বে ঠিক সেই বর্ণই হয় কিন্তু সেই হলবর্ণে যুক্ত স্বর ঠিক থাকে না।

৩১৯ সূত্র। কিন্তু নিম্নলিখিত ধাতু গুলির দ্বিত্ব হয় না।

(১) শ, ষ, স কারান্ত ধাতুর দ্বিত্ব হয় না।

(২) একাধিক স্বর বিশিষ্ট হলান্ত ধাতু।

(৩) আপ্ এবং লভ্ ধাতু।

৩২০ সূত্র। সন্ প্রত্যয় যোগে আপ্, লভ্, দা, ধা, গৈ, হন্ ধাতুর স্থানে যথাক্রমে ঈপ, লিপ্, দিৎ, ধীৎ, গীৎ, ঘাং আদেশ হয়।

৩২১ সূত্র। সন্ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই যে—

(১) ধাতুর অন্ত্য ম্, ন, ণ স্থানে "ং" হয়। কদাচিৎ অনুস্বর না হইয়া ই কারের আগম হয়।

(২) ধাতুর প্রথম স্বর অ, আ, ই কিম্বা ঈ হইলে, তাহাদের স্থানে ঈ হয়, এবং আদিষ্ট পূর্ব্ব বর্ণে ই কার যোগ হয়।

(৩) ধাতুর প্রথম স্বর ঋ কিম্বা ৠ হইলে, তাহার স্থানে ঈর্ আদেশ হয়, এবং আদিষ্ট পূর্ব্ব বর্ণে ই কার হয়।

কিন্তু ৠ কার প বর্গে যুক্ত থাকিলে, তাহার স্থানে ঊর্ হয় এবং আদিষ্ট পূর্ব্ব বর্ণে উ কার হয়।

(৪) ধাতুর প্রথম স্বর উ কিম্বা ঊ হইলে, তাহাদের স্থানে ঊ হয় এবং আদিষ্ট পূর্ব্ব বর্ণে উকার হয়।

(৫) ধাতুর অন্ত্য চ, জ স্থানে ক হয়। তাদৃশ ধাতুতে প্রথম স্বর উ কার হইলে, আদিষ্ট পূর্ব্ব বর্ণে উ কার হয়।

দৃষ্টান্ত।

পা + সন্ + আ = পিপাসা, ভী + সন্ + ড + আ = বিভীষা, শ্রু + সন্ + ড + আ = শুশ্রূষা, কৃ + সন + উ = চিকীর্ষু, তৃ + সন্ + উ = তিতীর্ষু, জি + সন্ + ড + আ = জিগীষা, আপ্ + সন্ + ড + আ = ঈপ্সা, লভ্ + সন + ড + আ = লিপ্সা, হন্ + সন্ + উ = জিঘাংসু, জ্ঞা + সন্ + নক = জিজ্ঞাসক, কিত + সন + ক্ত = চিকীৎসিত, গম্ + সন্ + উ = জিগমিষু, মৃ + সন্ + উ = মুমূর্ষু, বচ্ + সন্ + উ = বিবক্ষু, ভুজ্ + সন + ড + আ = বুভুক্ষা, মুচ্ + সন্ + উ = মুমুক্ষু ইত্যাদি।

নিপাতনে মান্ + সন + ড + আ = মীমাংসা স্পৃশ + সন + ড + আ = পিস্পৃষা, স্থা সন্ + উ = তিষ্ঠু, ত্যজ + সন + উ + আ = তিতীক্ষা মৃ + সন + ড + আ = মূর্চ্ছা, যুধ + সন্ + উ = যুযুৎসু, বি + রম্ + সন্ + ড + আ = বিরমিষা বা বিরংসা। ইত্যাদি।

যঙ।

৩২২। ধাতুর উত্তর পুনঃপুনঃ অর্থে যঙ্ প্রত্যয় হয়।

টীকা। যঙ্ প্রত্যয় যোগে কোন পদ সাধিত হয় না। যঙ্ প্রত্যয়ের পর আর একটি প্রত্যয় হইলে পদ সিদ্ধ হয়।

৩২৩। সন্ প্রত্যয়ের ন্যায় যঙ্ প্রত্যয় যোগে ও ধাতুর দ্বিত্ব হয়।

৩২৪। যঙ্ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই যে—

(১) যঙের "য" থাকে। কিন্তু যঙের পর অন্য কৃৎ প্রত্যয় হওয়া কালে কেবল "মান" প্রত্যয় যোগে যঙের 'য' থাকে, অন্যত্র যঙের কিছুই থাকে না।

(২) ধাতুর আদিষ্ট বর্ণে যুক্ত ইকারাদির বিকল্পে গুণ হয়।

(৩) দ্বিত্ব ধাতুর পূর্ব আদিষ্ট বর্ণে যুক্ত অ স্থানে বিকল্পে আ হয়।

(৪) ধাতুর অন্ত্য আকার স্থানে ঈকার হয়। যথা:—

পা + যঙ + মান = পেপীয়মান, দুল্ + যঙ + মান = দোদুল্যমান, দীপ্ + যঙ + মান = দেদীপ্যমান, জ্বল্ + যঙ + মান = জাজ্বল্যমান, সুপ্ + যঙ + ক্তি = সুষুপ্তি, ক্রম্ + যঙ + ক্ত = চক্রান্ত, ক্রম্ + যঙ + অনট = চক্রমণ, বা চংক্রমণ, যা + যঙ + বর = যাযাবর ইত্যাদি।

নিপাতনে গম্ + যঙ + সতৃ = জগৎ, স্থা + যঙ্ + মান = তিষ্ঠমান, চল্ + যঙ্ + ড = চঞ্চল, চল্ + যঙ + সতৃ = চলৎ।

৩২৫। দুই বা ততোধিক স্বর বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর যঙ প্রত্যয় অযোজ্য।

৩২৬। যঙন্ত ধাতুতে ণিচ অথবা সন্ প্রত্যয় হয় না এবং ঐ দুই প্রত্যয়ান্ত ধাতুতে ও যঙ্ প্রত্যয় হয় না।

টিপ্পনী। মান ভিন্ন অন্য কৃতের পূর্ব্বে যঙের কিছুই থাকে না। সুতরাং কেবল দ্বিত্ব দেখিয়া যঙ্ প্রত্যয় অনুমান করিতে হয়।

ইতি ধাতু প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চম প্রকরণ।

তদ্ধিত।

যেমন একটি ধাতু হইতে কৃৎ যোগে নানাবিধ পদ উৎপন্ন হয় সেইরূপ একটি নাম হইতেও বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় যোগে অন্যান্য নাম উৎপন্ন হয়।

৩২৭ সূত্র। একটি নাম হইতে তৎসহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্য নাম উৎপাদনের নাম তদ্ধিত।

৩২৮ সূত্র। এক নাম হইতে পদান্তর উৎপাদন জন্য যে সমস্ত প্রত্যয় হয় তাহাদের নাম টিৎ। কৃৎ এবং টিতের মধ্যে বিশেষ এই যে কৃৎ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় হয় এবং টিৎ নামের উত্তর প্রত্যয় হয়।

টিৎ দুই প্রকার (১) সংস্কৃত টিৎ (২) বাঙ্গালা টিৎ।

(১) যে সমুদায় টিৎ সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় উভয়েই ব্যবহার্য্য তাহারা সংস্কৃত টিৎ।

(২) আর যাহারা কেবল বাঙ্গালায় ব্যবহার্য্য তাহারা বাঙ্গালা টিৎ।

পরন্তু পারসী আরবী ও ইংরেজী হইতে যে সমুদায় টিৎ স্বরূপতঃ বা পরিবর্ত্তিত-রূপে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে এবং পরে হইবে তাহাদিগকেও বাঙ্গালা টিৎ বলা যায়।

সংস্কৃত টিৎ।

৩২৯ সূত্র। নাম বাচক বিশেষ্যের উত্তর "তদংশ জাত" এই অর্থে ট, টি, ট্য, টেয় এবং টায়ন প্রত্যয় হয়। এই সমুদায় টিৎ যোগের প্রক্রিয়া এই—

(১) টিতের আদ্য ট্ লোপ পায়।

(২) নামের অন্ত্য অ আ ই ঈ ঈ এবং ন ণ লোপ পায়।

(৩) নামের অন্ত্য উ ঊ স্থানে অব্ এবং ঋ ৠ স্থানে র হয়।

(৪) শব্দের অন্ত্য র্, স্ যদি বিসর্গ রূপে থাকে অথবা ম কার অনুস্বর রূপে থাকে তবে টিৎ যোগ কালে তাহারা স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

(৫) পদের আদি স্বরের বিকল্পে বৃদ্ধি হয়।

যথা—বিবস্বৎ+ট=বৈবস্বত, দ্রোণ+টি=দ্রৌণি, পৃথা+ট=পার্থ, জমদগ্নি+ট্য=জামদগ্ন্য, তপতী+ট্য=তাপত্য, উরুলোমন্+টি=ঔরুলোমি, কত্যি+টায়ন=কাত্যায়ন, যদু+ট=যাদব, সবিতৃ+ট=সাবিত্র (স্ত্রীলিঙ্গে) সাবিত্রী, রক্ষঃ+ট=রাক্ষস, মনুঃ+ট=মানুষ, গাধিঃ+টায়ন=গাধিরায়ণ, বিধায়ং+টি=বৈধায়মি, মনুঃ+ট্য=মনুষ্য ইত্যাদি। নিপাতনে—ইক্ষ্বাকু+ট=ঐক্ষ্বাক।

আধুনিক হিন্দুদিগের যে প্রকার নাম রাখা হয় তাহা আরবী নামের অনুকরণ। ইহাতে দুই তিন বা তদধিক শব্দ একত্র করিয়া একটি নাম রাখা হয়। কোথাও বা নামের কতক অংশ সংস্কৃত মূলক এবং কতক আরবী মূলক হয় অপর স্থলে সম্পূর্ণ নামই সংস্কৃত মূলক অথচ সর্ব্বত্রই আরবীর অনুকরণ। যেমন—

আরবী গোলাম্ শব্দের অর্থ দাস এবং আবদ্ শব্দেরও অর্থ দাস। আরবী ভাষায় গোলাম আলি, অবদুল আলি প্রভৃতি নামের অনুকরণে রাম গোলাম, শিব গোলাম, রামদাস, শিবদাস প্রভৃতি নাম হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

আরবী ফর্জন্দ এবং ঔলাদ শব্দে সন্তান বুঝায়। আরবী ফর্জন্দ আলি, ঔলাদ হোসেন প্রভৃতি নামের অনুকরণে রামকুমার, কালীকুমার, হরিকিশোর, রঘুনন্দন প্রভৃতি নাম আধুনিক হিন্দু সমাজে দেখা যায়।

ঐরূপ খোদা বক্‌ষ, রহিম বক্‌ষ নামের অনুকরণে, হিন্দুদের মধ্যে রাম বক্‌ষ, ভবাণী বক্‌ষ, কালীপ্রসাদ, হরিপ্রসন্ন প্রভৃতি নাম হইয়াছে।

যাহার একত্রীকৃত কোন অর্থ নাই এমন একাধিক শব্দ দ্বারা একটি নাম গঠন করিতেও দেখা যায় যেমন রামকালী, গঙ্গাহরি, কালীনারায়ণ ইত্যাদি।

আরবী নিয়ম এই যে লোকের যেমন ভাগ্যবৃদ্ধি হয় তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামও দীর্ঘতর হইতে থাকে। হিন্দুদের তদ্রূপ নামের ক্রমশঃ বৃদ্ধির রীতি নাই বটে কিন্তু ধনী লোকেরা নিজ সন্তানের নামকরণ কালেই সুদীর্ঘ নাম রাখিয়া থাকেন যেমন (১) জগদিন্দ্র নারায়ণ, (২) ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ (৩) ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ, গদাধর ইত্যাদি।

এইরূপ নামকরণ মন্বাদি শাস্ত্রকারের সূত্র বিরুদ্ধ এবং অতিশয় অসুবিধাজনক। ঈদৃশ বৃহৎ নাম ধরিয়া কেহ কাহাকে ডাকিতে পারে না। তজ্জন্য পুরুষদিগকে তারিণী, ভবানী, অন্নদা, রমণী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ দ্বারা আহ্বান করিতে হয়।

ঐরূপ কৃষ্ণপ্রিয়া, হরিদাসী প্রভৃতি নামিকা রমণীদিগকে কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দে ডাকিতে হয়।

এইরূপ নামের উপর অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইতে পারে না। এই জন্য আধুনিক নামে টিং প্রত্যয় নাই।

কখন কখন সম্পর্ক বাচক শব্দের উত্তরও এই পাঁচ প্রত্যয় হয়। যথা ভগিনী+ টেয়=ভাগিনেয়, বিমাতৃ+টেয়=বৈমাত্রেয়, পুত্র+ট=পৌত্র ইত্যাদি।

৩৩০ সূত্র। বিশেষ্য ও সর্ব্বনামের উত্তর সম্বন্ধে টিক ও টীয় প্রত্যয় হয়। এই দুই প্রত্যয় যোগের প্রক্রিয়া ৩২৯ সূত্রের ন্যায়। কিন্তু টিক প্রত্যয় যোগে শব্দের আদি-স্বরের বৃদ্ধি কখন কখন হয় না। এবং টীয় যোগে কদাচ আদিস্বরের বৃদ্ধি হয় না।

যথা—দিন+টিক=দৈনিক, ক্ষণ+টিক=ক্ষণিক, দেশ+টীয়=দেশীয়, মনঃ+ টিক্=মানুসিক, অন্তঃ+টিক=আন্তরিক, অহং+টিক্=অহমিক (স্ত্রীলিঙ্গে) অহ-মিকা, ত্বং+টীয়=ত্বদীয়, মং+টীয়=মদীয় ইত্যাদি। নিপাতনে পিতৃ+টিক= পৈতৃক বা পৈত্রিক উভয় প্রকারই সিদ্ধ হয়।

৩৩১ সূত্র। শাস্ত্রের নামের উত্তর "তং শাস্ত্র পারদর্শী" এই অর্থে ট, টি এবং টিক্ প্রত্যয় হয়। শব্দের আদ্য য ফলা আকার (যা) স্থানে ইয়া এবং ব ফলা আকার (বা) স্থানে উবা আদেশ হয়। অন্য বিষয়ে যোগ প্রক্রিয়া ৩২৯ সূত্র সদৃশ। যথা

ব্যাকরণ+ট=বৈয়াকরণ, ন্যায়+টিক=নৈয়ায়িক স্মৃতি+ট=স্মার্ত্ত, দর্শন+ টিক=দার্শনিক, অঙ্ক+টিক=আঙ্কিক, জ্যোতিঃ+টি=জ্যোতিষি, ইতিহাস+ট= ঐতিহাস ইত্যাদি।

৩৩২ সূত্র। দেবতা, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রভৃতির উত্তর তদ্ভক্ত বা তন্মতাবলম্বী, এই অর্থে ট, টীয়, ট্য প্রত্যয় হয়। স্ত্রী, নৃ, পশু, পক্ষিণ্, ব্রহ্মণ্ শব্দের উত্তর ট যোগে ন কারের আগম হয়। যথা

বিষ্ণু+ট=বৈষ্ণব, শক্তি+ট=শাক্ত, শিব+ট=শৈব, কেশব+ট=কৈশব, যীশু+ট=যৈশব, ব্রহ্ম+ট্য=ব্রাহ্ম্য, গণপতি+ট্য=গাণপত্য, মহম্মদ+টীয়= মহম্মদীয়, নানক+টীয়=নানকীয়, স্ত্রী+ট=স্ত্রৈণ, নৃ+ট্য=নার্ণ্য, (মনুষ্য পূজক), পশু+ট=পাশুন (পশু পূজক), ব্রহ্মণ্+ট=ব্রাহ্মণ, পক্ষিণ্+ট=পাক্ষিণ (পক্ষী পূজক) ইত্যাদি। নিপাতনে সূর্য্য+ট=সৌর।

৩৩৩ সূত্র। বিশেষ্য শব্দের পর "তদ্ব্যবসায়ী" এই অর্থে টি এবং টিক্‌ প্রত্যয় হয়। যথা—তন্তু+টি=তান্তবি (তাঁতী) কাংস্য+টি=কাংস্যি; জাল+টিক=জালিক, ব্যাল+টিক=ব্যালিক (বাদিয়া) গণ (বহুলোক)+টিক=গণিক (স্ত্রী) গণিকা (বেশ্যা) তিল+টিক=তৈলিক; ইন্দ্রজাল+টিক=ঐন্দ্রজালিক নৌ+টিক=নাবিক ইত্যাদি নিপাতনে—শ্বান+টিক=শৌবানিক (কুকুর ব্যবসায়ী;) লোমন+টিক=লোমিক;) ইত্যাদি।

৩৩৪ সূত্র। বিশিষ্য ও সর্ব্বনামের উত্তর নানা প্রকার সম্বন্ধ প্রকাশার্থে-ট, ট্য, টিক্‌, টীয় প্রত্যয় হয়। এই সমুদায় প্রত্যয় যোগে বিকল্পে পদের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। আর মম, তব বৃদ্ধ, পর, স্ব, রাজন্‌ শব্দের পর ক কারের আগম হয় এবং "অন্য" শব্দের উত্তর দকারের আগম হয়। যথা—ইতিহাস+টিক=ঐতিহাসিক, অঙ্ক+টীয়=অঙ্কীয়=পৃথিবী+ট=পার্থিব, বন+ট্য=বন্য; মম+ট=মামক; তব+ট=তাবক; বৃদ্ধ+ট্য=বার্দ্ধক্য, পর+টীয়+পরকীয় স্ব+টীয়=স্বকীয়, রাজন্‌+টীয়=রাজকীয়, অন্য+টীয়=অন্যদীয় ইত্যাদি।

নিপাতনে—অহন্‌+টিক্‌=আহ্নিক, সূর্য্য+টীয়=সৌরীয়, গো+ট্য=গব্য ইত্যাদি।

৩৩৫ সূত্র। যখন দুই তিন পদ সমাসে একীকৃত হয়, তাহার উত্তর টিং প্রত্যয় করিলে কখন প্রথম পদের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়, কখন বা শেষ পদের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়, এবং কখন কিছুরই বৃদ্ধি হয় না। যথা—একমত+ট্য=ঐকমত্য; সর্ব্ব-দেব+ট=সর্ব্বদৈব; সুহৃদ+ট্য=সৌহৃদ্য; মহাদেশ+টিক=মহাদৈশিক; উর্দ্ধ দেহ+টিক=উর্দ্ধদৈহিক; জলস্থল+টীয়=জলস্থলীয়; ইত্যাদি।

৩৩৬ সূত্র। বিশেষণের উত্তর ভাবার্থে ট এবং ট্য প্রত্যয় হয়। যথা—সুন্দর+ট্য=সৌন্দর্য্য; মৃদু+ট=মার্দ্দব; জড়+ট্য=জাড্য ইত্যাদি।

৩৩৭ সূত্র। বিশিষ্য শব্দের উত্তর "যাহার আছে" এই অর্থে "বতু" প্রত্যয় হয়। "বতুর" উ লোপ পায় "বৎ" থাকে ই কারাদি স্বর বর্ণান্ত শব্দের উত্তর "বৎ" স্থানে "মৎ" হয়। যথা—ধন+বতু=ধনবৎ; দয়া+বতু=দয়াবৎ; সরঃ+বতু=সরস্বৎ (স্ত্রী)=সরস্বতী, বুদ্ধি+বতু=বুদ্ধিমৎ ধী+বতু=ধীমৎ; মধু+বতু=মধুমৎ ইত্যাদি।

নিপাতনে—হনু+বতু=হনুমৎ বা হনূমৎ দুই প্রকার হয়। আর হরিৎ, গরুৎ, ককুদ, মরুৎ, তেজঃ জ্যোতিঃ শব্দের পর "বতু" স্থানে "মৎ" হয় যথা—হরিন্মৎ, গরুত্মৎ, ককুদ্মৎ, মরুত্মৎ, তেজস্মৎ এবং জ্যোতিষ্মৎ ইত্যাদি।

টিকা—এই সমুদায় "অৎ" ভাগান্ত শব্দের অতের স্থানে বিভক্তি যোগে আন্ হয়। যথা—হনুমান্ মরুত্মান্ তেজস্মান্ ইত্যাদি।

৩৩৮ সূত্র। বিশেষ্যের উত্তর সাদৃশ্যার্থে "বৎ" প্রত্যয় হয়। যথা—পশুবৎ ব্যাঘ্রবৎ, মনুষ্যবৎ ইত্যাদি।

টিকা—এইরূপ "বৎ" প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ হয়। বৎ প্রত্যয়োৎপন্ন শব্দ অব্যয় হেতু তাহাদের উত্তর বিভক্তিযোগে কোন পরিবর্ত্তন হয় না সুতরাং বৎ ও বতু প্রত্যয় অনায়াসে নির্ণয় করা যায়।

৩৩৯ সূত্র। * কাল (সময়) নব, জন এবং কন্যা শব্দের উত্তর সম্বন্ধে ঈন প্রত্যয় হয়। যথা—কালীন, নবীন জনীন এবং (নিপাতনে) কন্যা + ঈন = কানীন।

৩৪০ সূত্র। পিতা মাতা, শ্বশ্রূ শব্দের উত্তর "তৎপিতা" এই অর্থে "মহৎ" প্রত্যয় হয় এবং তাহাতে মহৎ শব্দের অন্ত্য ত কার লোপ হইয়া এইরূপ পদ হয় যথা—পিতামহ, মাতামহ, শ্বশ্রূমহ। অন্যান্য সম্বন্ধ বোধক শব্দের পরে এইরূপে মহৎ শব্দ যোগ করা ব্যবহার নাই। কিন্তু ব্যবহার করিলে অনেক সুবিধা হয়। যেমন গুরুমহ, শিষ্যমহ, প্রভুমহ, ভৃত্যমহ, বন্ধুমহ, শত্রুমহ, ইত্যাদি। এই সকল শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়।

৩৪১ সূত্র। বিশেষ্যের পর "যাহাতে আছে" এই অর্থে "ক" এবং "ইল" প্রত্যয় হয়। যথা—জ্যোতিঃ + ক = জ্যোতিষ্ক ; বয়ঃ + ক = বয়স্ক, সিন্ধু + ক + সিন্ধুক বাল + ক = বালক, ফেণ + ইল = ফেণিল, পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল, জটা + ইল = জটিল ইত্যাদি।

৩৪২ সূত্র। অস্ ভাগান্ত বিশিষ্য শব্দের পর এবং শ্রক, মায়া এবং মেধা শব্দের উত্তর "যাহার আছে" এই অর্থে বিন্ প্রত্যয় হয়। যথা—তেজঃ + বিন্ = তেজস্বিন্ মনস্ + বিন্ = মনস্বিন্ শ্রক্ + বিন্ = শ্রগ্বিন্ মায়া + বিন্ = মায়াবিন্, মেধা + বিন্ = মেধাবিন্ ইত্যাদি। নিপাতনে স্ব + বিন্ = স্বামিন্।

৩৪৩। দুই পদার্থের মধ্যে একটির গুণাধিক্য বুঝাইতে বিশেষণ শব্দের উত্তর "তর" প্রত্যয় হয় এবং বহু পদার্থের মধ্যে একটির গুণাধিক্য বুঝাইতে "তম" প্রত্যয় হয় যথা—ক অপেক্ষা খ বৃহত্তর। গ্রামের মধ্যে যদু বিজ্ঞতম। ইত্যাদি।

৩৪৪ সূত্র। বিশেষ্য শব্দের পর তদাত্মকার্থে ময় প্রত্যয় হয় যথা—দয়া + ময় = দয়াময়, জল + ময় = জলময়, চিৎ + ময় = চিন্ময়, বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, রাম + ময় = রামময় ইত্যাদি।

৩৪৫ সূত্র। অকারান্ত ও হলান্ত বিশেষণ শব্দের উত্তর "অভূত তদ্ভাবার্থে" ভূত, ভাব, কৃত এবং করণ শব্দ যোগ হয়। এই সমুদায় প্রত্যয় যোগে শব্দের অন্ত্য অকার লোপ পায় এবং পদান্তে ঈ কারের আগম হয়। যথা—দৃঢ় + ভূত = দৃঢ়ীভূত, বশ + ভাব = বশীভাব ; স্থির + কৃত = স্থিরীকৃত ; দৃঢ় + করণ = দৃঢ়ীকরণ ইত্যাদি।

৩৪৬ সূত্র। ভস্ম, ধূলি, ভূমি, জল প্রভৃতি শব্দের উত্তর "তৎসহ মিলিত" এই অর্থে সাৎ ও স্মাৎ, প্রত্যয় হয়। যথা—ভস্মসাৎ, ধূলিসাৎ বা ধূলিস্মাৎ, ভূমিসাৎ বা ভূমিস্মাৎ, জলসাৎ বা জলস্মাৎ ইত্যাদি।

৩৪৭ সূত্র। একাধিক স্বর বিশিষ্ট বিশেষণ শব্দের উত্তর ভাবার্থে ইমন্ প্রত্যয় হয়। পুংলিঙ্গে এবং ক্লীব লিঙ্গে ইমনের অন্ত্য ন লোপ পায়, স্ত্রীলিঙ্গে ইমন্ স্থানে ইমা হয়। সাধারণতঃ ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গই হয় পরে অন্য পদের সহিত সমাস হইয়া পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ হইতে পারে। ইমন্ প্রত্যয় যোগে পদের অন্ত্য স্বর ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণ সমুদায় লোপ পায়। যথা—কাল + ইমন্ = কালিমা, লঘু + ইমন্ = লঘিমা ; মহৎ + ইমন্ = মহিমা ইত্যাদি।

নিপাতনে—গুরু + ইমন্ = গরিমা।

কিন্তু সমাসে যথা—কালিম রাগ, লঘিম তেজ, মহামহিম লোক ইত্যাদি।

৩৪৮ সূত্র। বিশেষ্য শব্দের উত্তর 'তদ্যুক্ত' এবং বিশেষণের উত্তর "তদ্ভাবা-পন্ন" অর্থে ইন্, ল, এবং র প্রত্যয় হয়। ইন্ যোগে শব্দের অন্ত্য অ আ লোপ পায়। যথা—শ্বেত + ইন্ = শ্বেতিন্, মালা + ইন্ = মালিন্, সর + ল = সরল, গরল, ধবল, বঙ্কল, বন্ধু + র = বন্ধুর, বাস + র = বাসর, কেশর নখর, গহ্বর, মধু + র = মধুর, পাণ্ডু + র = পাণ্ডুর। নিপাতনে—দন্ত + র = দন্তর, অঙ্ক + র = অঙ্কুর, ভঙ্গ + র = ভঙ্গুর, বঙ্ক + র = বঙ্কুর, বাত + ল = বাতুল, নিপাতনে কষ্ট + ইন্ = কঠিন, শিখা + র = শিখর।

৩৪৯ সূত্র। বিশেষ্য শব্দের পর অপকর্ষার্থে ইতর শব্দ যোগ হয়। বৎস, অশ্ব, উক্ষন্ শব্দের পর ইতর শব্দের আদ্য ইকার লোপ পায় এবং উক্ষন্ শব্দের অন্ত্য ন্ লোপ পায়। যথা—মনুষ্য + ইতর = মনুষ্যেতর (বন মানুষ), বৃক্ষ + ইতর = বৃক্ষেতর (গুল্ম), স্বর্ণ + ইতর = স্বর্ণেতর (পিত্তল), রৌপ্য + ইতর = রৌপ্যেতর (সীসা), অশ্ব + ইতর = অশ্বতর, বৎস + ইতর = বৎসতর, উক্ষন্ + ইতর = উক্ষতর ইত্যাদি।

৩৫০ সূত্র। বিশিষ্য শব্দের উত্তর "যাহার আছে" এই অর্থে ঈয়স্ এবং ইষ্ঠ প্রত্যয় হয়। এই দুই প্রত্যয় যোগে পদের অন্ত্য স্বরাদি বর্ণ লোপ পায়। যথা—ধর্ম্ম+ইষ্ঠ=ধর্ম্মিষ্ঠ, পাপ+ইষ্ঠ=পাপিষ্ঠ, কর্ম্ম+ইষ্ঠ=কর্ম্মিষ্ঠ, কনা+ইষ্ঠ=কনিষ্ঠ, তেজস+ঈয়স্=তেজীয়স্, বর্ষ+ঈয়স্=বর্ষীয়স্, লঘু+ঈয়স্=লঘীয়স ইত্যাদি। নিপাতনে—জ্যা+ইষ্ঠ=জ্যেষ্ঠ, জ্যা+ঈয়স্=জ্যায়স্; গুরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ; গুরু+ঈয়স্=গরীয়স্, বৃদ্ধ+ইষ্ঠ=বর্দ্ধিষ্ঠ।

৩৫১ সূত্র। বিশেষণ শব্দের উত্তর আধিকার্থে ঈয়স্ এবং ইষ্ঠ প্রত্যয় হয় এই দুই প্রত্যয় যোগে পদের অন্ত্য স্বর এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ণ সমূহ লোপ পায়। যথা—মহৎ+ঈয়স্=মহীয়স্, মহৎ+ইষ্ঠ=মহিষ্ঠ, লঘু+ঈয়স্=লঘীয়স্; লঘু+ইষ্ঠ=লঘিষ্ঠ, ভূয়স্+ঈয়স্=ভূয়ীযস্, ভূয়স্+ইষ্ঠ=ভূয়িষ্ঠ ইত্যাদি।

৩৫২ সূত্র। বিশিষ্য শব্দের উত্তর ভাবার্থে ত্ব এবং তা প্রত্যয় হয়। যথা—ভদ্র+ত্ব=ভদ্রত্ব, ভদ্র+তা=ভদ্রতা ইত্যাদি।

৩৫৩ সূত্র। কতিপয় বিশিষ্যের উত্তর অস্ত্যর্থে ব প্রত্যয় হয় যথা—কেশ+ব=কেশব, এইরূপে অর্ণ+ব=অর্ণব, রাজী+ব=রাজীব, গাণ্ডীব, পেলব এবং পরশ্ব (পরবর্ত্তী দিন)।

৩৫৪ সূত্র। রজঃ উর্জ্জঃ, কৃষি প্রভৃতি শব্দের উত্তর "যাহার আছে" এই অর্থে "বল" প্রত্যয় হয়। যথা—রজঃ+বল=রজস্বল (স্ত্রী)=রজস্বলা, উর্জ্জঃ+বল=উর্জ্জস্বল (স্ত্রী)=উর্জ্জস্বলা কৃষি+বল=কৃষিবল ইত্যাদি।

৩৫৫ সূত্র। কতিপয় বিশিষ্য শব্দের পর "যাহাতে আছে" এই অর্থে শ প্রত্যয় হয়। যথা—রোম+শ=রোমশ লোম+শ=লোমশ, কপিশ, কর্কশ ইত্যাদি।

৩৫৬ সূত্র। কতিপয় বিশিষ্য শব্দের উত্তর "বীপ্সার্থে" শঃ হয়। যথা—একশঃ প্রায়শঃ, ক্রমশঃ, সর্ব্বশঃ, ইত্যাদি।

৩৫৭ সূত্র। বিশিষ্যের উত্তর হেত্বর্থে "অতঃ" প্রত্যয় হয়। স্বর বর্ণের পর অতঃ প্রত্যয়ের অ লোপ পায়। যথা—বিপদ্+অতঃ=বিপদতঃ, লোক+অতঃ=লোকতঃ প্রথা+অতঃ=প্রথাতঃ, বস্তু+অতঃ=বস্তুতঃ বস+অতঃ=বসতঃ ইত্যাদি।

৩৫৮। কাল বোধক বিশিষ্যের উত্তর "তৎকালীয়" এই অর্থে "তন" প্রত্যয় হয়। যথা পুরাতন, পূর্ব্বতন, অধুনাতন, ইদনীন্তন ইত্যাদি।

৩৫৯। অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ ভিন্ন সর্ব্বনাম এবং এক ও সর্ব্ব শব্দের উত্তর কালার্থে "দা" এবং "দানীং" প্রত্যয় হয়। এই সমুদায় প্রত্যয় যোগে এইরূপ পদ হয়। যথা—যদ্+দা=যদা যদ্+দানীং=যদানীং, তৎ+দা=তদা, তৎ+দানীং= তদানীং, এতৎ+দানীং=ইদানীং, কিম্+দা=কদা, কিম্+দানীং=কদানীং, সর্ব্ব+দা=সর্ব্বদা বা সদা, সর্ব্ব+দানীং=সর্ব্বদানীং বা সদানীং, এক+ দা=একদা।

৩৬০। এই সমুদায় শব্দের উত্তর স্থানার্থে ত্র প্রত্যয় হয়। যথা—যত্র, তত্র, এতত্র, অত্র, কুত্র, সর্ব্বত্র এবং একত্র।

৩৬১। যৎ, তৎ, অন্য, এবং সর্ব্ব শব্দের উত্তর প্রকারার্থে "থা" হয়। যেমন যথা, তথা, অন্যথা, সর্ব্বথা।

৩৬২। সংখ্যা বাচক শব্দের উত্তর খণ্ডার্থে "ধা" প্রত্যয় হয়। যেমন একধা, দ্বিধা, ত্রিধা ইত্যাদি।

৩৬৩। সম্মানিত ব্যক্তি বোধক বিশিষ্ট শব্দের উত্তর "তদ্ভোগার্থে নির্দ্দিষ্ট স্থান" এই অর্থে "ত্র" এবং "উত্তর" প্রত্যয় হয়। যথা—ব্রহ্ম+ত্র=ব্রহ্মত্র, ব্রহ্ম+উত্তর=ব্রহ্মোত্তর, এইরূপ দেবত্র ভোগত্র, বৈষ্ণবত্র, পীরত্র, দেবোত্তর ভোগোত্তর, বৈষ্ণবোত্তর পীরোত্তর ইত্যাদি।

৩৬৩ সূত্র। অত্র, তত্র, যত্র, কুত্র, এবং দক্ষিণ শব্দের উত্তর সেই স্থান বাসী এই অর্থে "ত্য" প্রত্যয় হয়। যথা—অত্রত্য, তত্রত্য, যত্রত্য, কুত্রত্য এবং নিপাতনে দাক্ষিণাত্য।

৩৬৪।সূত্র। যৎ, তৎ, এতৎ, যথা, তথা শব্দের পর পর্য্যন্তার্থে "আবৎ" প্রত্যয় হয়। "আবৎ" প্রত্যয় যোগে পদের অন্ত্য স্বরাদি বর্ণ লোপ পায়। যথা— যাবৎ, তাবৎ, এতাবৎ, যথাবৎ, এবং তথাবৎ।

৩৬৫ সূত্র। কদা, কথং, কুত্র, কিং শব্দের উত্তর পরিমাণার্থে "চিৎ" এবং "চন" প্রত্যয় হয়। যথা—কদাচিৎ, কদাচন, কথঞ্চিৎ, কথঞ্চন কুত্রচিৎ, কুত্রচন, কিঞ্চিৎ। কিঞ্চন শব্দ চলিত নাই কিন্তু অকিঞ্চন শব্দ চলিত আছে।

৩৬৬ সূত্র। সংখ্যা বাচক শব্দের উত্তর পূরণার্থে এইরূপ প্রত্যয় হয়। যথা (১) এক, দ্বি, ত্রি, চতুর্, ষট্ শব্দের পূরণ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা—প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ।

(২) দশ পর্য্যন্ত অন্যান্য সংখ্যার পূরণার্থ ম প্রত্যয় হয়। যথা—পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

(৩) একাদশ হইতে পরবর্ত্তী সংখ্যার পর পূরণার্থে "তম" প্রত্যয় হয়। যথা।—একাদশতম, বিংশতিতম, শততম, সহস্রতম, লক্ষতম ইত্যাদি।

টীকা—কিন্তু অসংস্কৃত শব্দের উত্তর এই সমুদায় প্রত্যয় হয় না। যেমন শ, কুড়ি, পঁচিশ, হাজার প্রভৃতি শব্দের উত্তর সংস্কৃত টিৎ যোগ হইয়া পূরণ হয় না। পরন্তু অসংস্কৃত শব্দে কদাচিৎ দুই একটি সংস্কৃত টিৎ যোগ হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থানেই হয় না এবং হইলেও সুশ্রাব্য হয় না।

৩৬৭ সূত্র। ৩৩৮, ৩৪৬, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৫, সূত্রেৎ নিষ্পন্ন পদ অব্যয় হয়। তাহার উত্তর কোন বিভক্তি হয় না কিন্তু তাহারা কথন কথন বিশেষণ হইয়া অস্পষ্টরূপে বিশেষ্যের বিভক্তি প্রাপ্ত হয়। এরূপ স্থানেও তাহাদিগকে অব্যয়ই বলা যায়। অধিকাংশ বিশেষণকে ইচ্ছা করিলেই বিশেষ্য করা যায়। কিন্তু এইরূপ অব্যয় শব্দ বিশেষণকে কদাচ বিশেষ্য করা যায় না।

প্রাকৃত বা বাঙ্গালা টিৎ।

৩৬৮ সূত্র। পাতলা বস্তু বোধক বিশিষ্যের পর "খান" "খানা" এবং "খানি" প্রত্যয় হয়। যথা—ধুতী খান, থাল খানা পুস্তক খানি ইত্যাদি।

৩৬৯ সূত্র। লম্বা বস্তু বোধক বিশিষ্য শব্দের উত্তর "গাছ", গাছা এবং "গাছি" প্রত্যয় হয়। যথা ছড়ি গাছ, সূতা গাছা, চুল গাছি ইত্যাদি।

৩৭০ সূত্র। ক্ষুদ্র বা আদরণীয় বস্তু বোধক বিশিষ্য শব্দের উত্তর টি ও টুক প্রত্যয় হয়। যথা—ছেলেটি, চিঠিটুক ইত্যাদি।

৩৭১ সূত্র। বৃহৎ বা অনাদৃত বস্তু বোধক বিশিষ্যের উত্তর টা প্রত্যয় হয়। যথা—কাঠটা, চোরটা, গাধাটা ইত্যাদি।

৩৭২ সূত্র। বিশিষ্যের উত্তর "প্রত্যেকের উপর" এই অর্থে "কে" প্রত্যয় হয়। শত ও মণ শব্দের উত্তর "কে" স্থানে বিকল্পে "করা" হয়। যথা—টাকাকে এক পাই দেও, ঘরকে দুই টাকা খাজনা ইত্যাদি।

শত+কে=শতকে বা শতকরা, মণ+কে=মণকে বা মণকরা।

৩৭৩ সূত্র। ব্যক্তি বা জন্তু বোধক শব্দের উত্তর "তদ্বৎ ব্যবহার" এই অর্থে "আমি, য়ানা, গিরি, ঈ, পনা" এবং আলী প্রত্যয় হয়। তাহাদের যোগের নিয়ম এইরূপ যথা—

(১) তিন বা তদাধিক স্বর বিশিষ্ট শব্দের পর "আমি" প্রত্যয় হইলে উপান্ত্য স্বরটি লোপ পায়। শব্দের অন্তে ই বা তৎ পরবর্ত্তী স্বর থাকিলে "আমি" প্রত্যয় হয় না। যথা—বোকা+আমি=বোকামি, পাগল+আমি=পাগ্‌লামি অমানুষ+আমি=অমান্‌সামি (স ও ষ কার ভেদ দেখ)।

নিপাতনে—বানর+আমি=বান্দ্‌রামি, ছাওয়াল+আমি=ছেব্‌লামি। ছেলে+আমি=ছেলেমি।

(২) ইকারাদি স্বর বর্ণান্ত প্রাণী বোধক বিশিষ্যের উত্তর "য়ানা" প্রত্যয় হয়। যথা—বাবুয়ানা, সিপাইয়ানা, বিবিয়ানা ইত্যাদি।

(৩) সমুদায় স্বরান্ত শব্দের উত্তর তদ্ভাবার্থ গিরি" প্রত্যয় হইতে পারে। যথা—দেওয়ানগিরি, মুন্‌সীগিরি, কর্ত্তাগিরি, বাবুগিরি ইত্যাদি।

(৪) আকারান্ত শব্দের পর ঈ প্রত্যয় স্থানে ই হয়। শব্দের অন্ত্য অ লোপ পায়। ই কারাদি স্বর বর্ণান্ত শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় হয় না। যথা—নবাব+ঈ=নবাবী, ফৌজদার+ঈ=ফৌজদারী, রাজা+ঈ=রাজাই, পাদসা+ঈ=পাদসাই ইত্যাদি।

নিপাতনে গোঁয়াড়+ঈ=গোঁয়াড়কী।

(৫) স্বরান্ত শব্দের উত্তর "পনা" হয়। যথা ধূর্ত্তপনা, দূতীপনা সাধুপনা ইত্যাদি।

(৬) অকারান্ত, আকারান্ত ও হলান্ত শব্দের উত্তর তদ্ভাবার্থ "আলী" হয়। যথা—পুরুৎ (পুরোহিত)+আলী=পুরুতালী পণ্ডিত+আলী=পণ্ডিতালী হিন্দু+আলী=হিন্দুয়ালী ইত্যাদি।

৩৭৪ সূত্র। ঈ প্রত্যয় কখন কখন সম্বন্ধেও হয়। তাহাতেও আকারান্ত শব্দের পর ঈ স্থানে ই হয়। যথা—নবাবী হুকুম, পাদসাই সৈন্য ; মুলতানী হিং কলিকাতাই লোক, ঢাকাই কাপড় ইত্যাদি।

টিপ্পণী—স্ত্রীত্ব প্রত্যয়ের ঈ, "তদ্ বৎ ব্যবহার সূচক" ঈ এবং সম্বন্ধ বোধক ঈ যোগে পদ প্রায়ই সমান আকৃতি হয় কিন্তু তাহাদের অর্থ বিভিন্ন প্রকার।

৩৭৫ সূত্র। বিশিষ্যের উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ইয়া, উয়া ও উড়িয়া প্রত্যয় হয়। এই তিন প্রত্যয়ে উৎপন্ন পদ বিশেষণ হয়। তাহাদের যোগে অন্ত্য অ, আ লোপ পায় এবং শব্দের উপান্ত ও কার স্থানে উ কার হয়। যথা—মোট+ইয়া=মুটিয়া, ভোট+ইয়া=ভুটিয়া, জাল+উয়া=জালুয়া কালা+উয়া=কালুয়া, হাট+উড়িয়া =হাটুড়িয়া, কাঠ+উড়িয়া=কাঁঠুরিয়া, ইত্যাদি।

নিপাতনে—ভাঙ্গ্+উড়িয়া=ভাঙ্গড় ভাড়া+ইয়া=ভাড়াটিয়া খা+উয়া= খাকুয়া। ই কারাদি স্বরবর্ণান্ত শব্দের উত্তর এই তিন প্রত্যয় হয় না।

(২) আকারান্ত শব্দের উত্তর "তদ্ব্যবসায়ী" এই অর্থে "রী" প্রত্যয় হয়। যথা—শাঁখারী, কাঁসারী, পূজারী, খেলারী, জুয়ারী, ভিক্ষারী বা ভিখারী ইত্যাদি।

৩৭৬ সূত্র। অকারান্ত ও হলন্ত বিশিষ্য শব্দের উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে আ হয়, উপান্ত অকার লুপ্ত হয়। যথা—নাঙ্গল+আ=নাঙ্গলা, চাস+আ=চাসা, ধোব= আ=ধোবা, রোগ+আ=রোগা, পুত্র শোক+আ=পুত্র শোকা, জঙ্গল+আ= জঙ্গ্লা ইত্যাদি।

নিপাতনে—কাম+আ=কামলা, কর্ম্ম+আ=কর্ম্মা, কর্ম্মঠ।

টীকা—তিন স্বর বিশিষ্ট শব্দের যদি অন্ত্যে দীর্ঘ স্বর থাকে তবে মধ্যের অকার প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। যথা—আমরা, তোমরা, পাবনা, পাটনা, বাঙ্গলা, পাগলা জঙ্গলী, চালনী, হুগলী শব্দের উচ্চারণ কালে আম্‌রা, তোম্‌রা, পাব্‌না, পাট্‌না, বাংলা, পাগ্‌লা, জংলী, চাল্‌নী, হুগ্‌লী উচ্চারণ করিতে হয়।

৩৭৭ সূত্র। সর্ব্বনামের পর স্থানার্থে "থা" এবং থায় প্রত্যয় হয় যেমন এথায় এথা, তথায় বা তথা, কোথায় বা কোথা ইত্যাদি।

৩৭৮ সূত্র। অতি নিশ্চয়ার্থ শব্দের উত্তর হি প্রত্যয় হয়। হি প্রত্যয়ের ই থাকে। যথা তোমারই লেখা, আমারই পুস্তক, গাছই কাটিব ইত্যাদি।

৩৭৯ সূত্র। অসংস্কৃত শব্দের উত্তর "তৎ সম্পর্কীয়" এই অর্থে অতী প্রত্যয় হয়। যথা বাপ+অতী=বাপাতী, শারীক্+অতী=শারীকতী, বাণিয়া+অতী= বাণিয়াতী ইত্যাদি।

৩৮০ সূত্র। অভাব ও দুঃখ প্রকাশার্থে বিশিষ্যের পূর্ব্বে "হা যোগ হয়। এবং তাহাদের উত্তর ইয়া প্রত্যয় হয়। যথা হা ঘরিয়া (যাহার ঘরের অভাব), হা ভাতিয়া (যাহার ভাতের অভাব), হা পুতিয়া (যাহার পুত্রের অভাব) ইত্যাদি।

৩৮১ সূত্র। সম্বন্ধে বিশিষ্যের উত্তর ইয়া উয়া প্রত্যয় হয়। যথা পাথর+ইয়া=পাথরিয়া, কাঠ+উয়া=কাঠুয়া ইত্যাদি।

৩৮২ সূত্র। "যাহার আছে" এই অর্থে অসংস্কৃত বিশিষ্যের উত্তর "ওয়ালা" প্রত্যয় হয়। যথা কাপড় ওয়ালা ইত্যাদি। ওয়ালা প্রত্যয় পারসী মূলক। বাঙ্গালা ভাষায় "ওয়ালা" শব্দের স্থানে "অলা" বলে।

৩৮৩ সূত্র। অসংস্কৃত বিশেষ্যের উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে "দার" প্রত্যয় হয়। যথা খরিদদার, দোকান দার, চৌকিদার ইত্যাদি।

৩৮৪ সূত্র। তারিখ বোধক সংখ্যার পূরণার্থে এইরূপ হয়—

(১) প্রথম চারি সংখ্যার পূরণ নিপাতনে হয়। যথা পহিলা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা।

(২) পাঁচ অবধি আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যার পূরণার্থে তাহাদের উত্তর ই প্রত্যয় হয়। সেই ই প্রত্যয়ের সহিত সন্ধি হয় না। যথা পাঁচই, ছয়ই, দশই আঠারই ইত্যাদি।

(৩) উনিশ হইতে বত্রিশ পর্য্যন্ত সংখ্যার উত্তর পূরণার্থে ই প্রত্যয় হয়। সেই ই প্রত্যয়ের সহিত সন্ধি হইতে পারে। যথা উনিশ+ই=উনিশে, বিশ+ই=বিশে, বত্রিশ+ই=বত্রিশে ইত্যাদি।

(৪) যথা অঙ্কদ্বারা সংখ্যা লেখা যায় তখন তাহার পূরণ বোধার্থে তাহার পর তাহার পূরণের অন্ত্য বর্ণটি লিখিতে হয়। যেমন ২য় ব্যক্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি, ২ রা পৌষ অর্থাৎ দোসরা পৌষ ইত্যাদি।

(৫) পূরণার্থে সংখ্যার উত্তর অন্ত্য বর্ণ না লিখিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার উপর একটি শূন্য দিলে অপেক্ষাকৃত সুশ্রী দেখায়। যথা ২° ব্যক্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি ইত্যাদি।

(৬) এরূপ তারিখ বোধার্থে সংখ্যার উপর রেফের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র টান দিলেও হয়। যেমন ২´ পৌষ দোসরা পৌষ ইত্যাদি।

৩৮৫ সূত্র। সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর প্রকারার্থে মত, মন এবং এন প্রত্যয় হয়। যথা—এমত, যেমত, তেমত কিমত, এমন, যেমন, তেমন; কেমন, হেন, যেন, তৈন, কেন ইত্যাদি।

৩৮৬ সূত্র। সর্ব্বনামের পর পরিমাণার্থে "ত" এবং তেক প্রত্যয় হয়। যেমন এত, যত, কত, এতেক যতেক, কতেক ইত্যাদি।

৩৮৭ সূত্র। সর্ব্বনামের পর সময়ার্থে খন প্রত্যয় হয়। যথা—এখন, তখন, যখন, কখন ইত্যাদি। এই "খন" প্রত্যয়টি ক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ।

৩৮৮ সূত্র। যৎ, তৎ, এতৎ, কিম্ শব্দের উত্তর পর্য্যন্ত সময়ার্থে বে প্রত্যয় হয়। যথা—যবে, তবে, কবে, ইত্যাদি।

৩৮৯ সূত্রে। যৎ, তৎ, এতৎ, কিম্ ও কিঞ্চিৎ শব্দের উত্তর পর্য্যন্তার্থে তক প্রত্যয় হয়। যথা—যেতক সেতক এতক কিতক এবং নিপাতনে কিঞ্চিৎ+তক =কতক।+

৩৯০ সূত্র। বিশেষ্যের উত্তর ব্যতি হারে ইট্ প্রত্যয় হয়। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের একই কার্য্যের নাম ব্যতিহার। ইট্ প্রত্যয়ের ই থাকে ট্ লোপ পায়।

৩৯১ সূত্র। ইট্ যোগে বিশেষ্যকে দুইবার বলিতে হয়। উভয় পদের অন্ত্য স্বরলোপ পায় এবং প্রথম পদের অন্তে আ যোগ হয় ও শেষ পদের অন্তে ইট্ প্রত্যয়ের ই যোগ হয়। যথা কাণ+ইট্=কাণাকাণি মারা+ইট্=মারামারি, গালি+ইট্=গালাগালি ইত্যাদি।

টীকা—পূর্ব্ব বৈয়াকরণেরা এই ইট প্রত্যয়ান্ত শব্দকে সমাস প্রকরণের অংশ জ্ঞান করিয়াছেন কিন্তু আমি সমাসের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ দেখিনা।

৩৯২ সূত্র। অধিকাংশ তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত পদের অর্থ কেবল ব্যবহার সাপেক্ষ যথা—যদুর বংশীয় সমুদায় ব্যক্তিকেই যাদব বলা যায়। তথাপি ব্যবহার হেতু যাদব শব্দের পর বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকায় ঐ শব্দে কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়।

+তক প্রত্যয় এবং ওয়ালা ও দার প্রত্যয় পারসীমূলক। এই সমুদায় প্রত্যয়েৎ উৎপন্ন শব্দ উত্তম সাধু ভাষায়, অপ্রযুষ্য।

ষষ্ঠ প্রকরণ

সমাস।

৩৯৬ সূত্র। পূর্ব্ব পদ সমুদায়ের বিভক্তি লোপ করিয়া দুই বা তদধিক পদের একত্রীকরণের নাম সমাস।

(ক) আলোচনা সন্ধি ও সমাসে বিশেষ এই যে, সন্ধিতে কোন শব্দের বিভক্তির লোপ হয় না, সমাসে বিভক্তি লোপ হয়। আর সন্ধি সমুদায় প্রকার শব্দকেই একত্র করিতে পারে, কিন্তু সমাসেং বিশিষ্য, সর্ব্বনাম, বিশেষণ, উপসর্গ এবং আসঙ্গিক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ একত্রিত হয় না।

(খ) সমাসে বিভক্তির লোপ হইলে তাহার পর, সন্ধি সূত্র পাইলে, ঐ সূত্র প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। বাঙ্গালাতে সমাস ব্যতীত সন্ধি কদাচিৎ প্রযুজ্য।

(গ) দুই শব্দের মধ্যে প্রথমটির সংস্কৃত বিভক্তি স্থির রাখিয়া সন্ধিং একত্রিত করিয়া সেই একত্রিত পদকে সমাসবদ্ধ পদের ন্যায় ব্যবহার করাও বাঙ্গালাতে কতক প্রচলিত আছে। যেমন ভ্রাতুঃ (ভ্রাতার) + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র, মনসি (মনে) + জ = মনসিজ, সরসি (সরে অর্থাৎ জলাশয়ে) + জ = সরসিজ, খে (খয়ে অর্থাৎ আকাশে) + চর = খেচর, বৃহঃ (বৃহের) + পতি = বৃহস্পতি।

৩৯৭ সূত্র। সমাস পাঁচ প্রকার। যথা দ্বন্দ্ব, কর্ম্মধারয়ক, তৎ পুরুষ, অব্যয়ীভাব এবং বহুব্রীহি *।

দ্বন্দ্ব।

৩৯৮ সূত্র। এক বিভক্তি যুক্ত একাধিক এক জাতীয় শব্দের মধ্যবর্ত্তী যৌগিক শব্দ লোপ করত স্ব স্ব প্রাধান্য রাখিয়া যে সমাস, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস। যথা রাম ও হরি = রাম হরি ; রামকে ও হরিকে ও গোপালকে = রাম গোপাল হরিকে। পরন্তু বিশিষ্য ও সর্ব্বনাম দ্বন্দ্ব সমাসে একত্রিত হইতে পারে।

---

* সংস্কৃতে দ্বিগু নামে আর একটি সমাস আছে। পূর্ব্বে সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত যে সমাস, তাহাই দিগু। ইহাকে আমি কর্ম্মধারয়ক সমাসের অংশ জ্ঞান করিয়া পৃথক্ নাম দিলাম না।

৩৯৯ সূত্র। দ্বন্দ্ব সমাস তিন প্রকার যথা (১) ইতরেতর (২) সমাহার এবং (৩) একশেষ।

৪০০ সূত্র। দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যবর্ত্তী যৌগিক শব্দ এবং পূর্ব্ব শব্দ গুলির বিভক্তি লোপ করিয়া অন্ত্য পদে বহুবচন যোগ করিলে ইতরেতর দ্বন্দ্ব হয়। যথা রাম ও হরি ও যাদব এই অর্থে রাম হরি যাদবেরা রামকে ও হরিকে ও গোপালকে এই অর্থে রাম হরি গোপালদিগকে ইত্যাদি।

৪০১ সূত্র। ইতরেতর ও সমাহার দ্বন্দ্বে বিভক্তি লোপ হইলেও বিভক্তি যোগের সময়ে শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমীতে যে রূপ হয় তাহা স্থির থাকে কিন্তু অন্যত্র তাহার কিছুই থাকে না। যথা পিতাকে এবং মাতাকে এই অর্থে পিতামাতাদিগকে ; ভ্রাতার ও পুত্রের এই অর্থে ভ্রাতা পুত্রের ইত্যাদি।

৪০২। দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যবর্ত্তী যৌগিক শব্দ লোপ করিয়া এবং পূর্ব্ব শব্দ গুলির বিভক্তির লোপ করিয়া যে সমাস হয় তাহার নাম সমাহার দ্বন্দ্ব। যথা আমি ও তুমি ও হরি এই অর্থে আমি তুমি হরি ; কৃষ্ণকে ও হরিকে ও গোপালকে এই অর্থে কৃষ্ণ হরি গোপালকে ইত্যাদি।

৪০৩ সূত্র। সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে দ্বি, ত্রি, অষ্ট শব্দের পর দশ, বিংশ ও ত্রিংশ শব্দ থাকিলে তৎস্থানে ক্রমে দ্বা, ত্রয়ো এবং অষ্টা আদেশ হয়। যথা দ্বাদশ, ত্রয়োবিংশ এবং অষ্টাবিংশ ইত্যাদি। কিন্তু ত্রিংশ শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্ট স্থানে অষ্টা বিকল্পে হইয়া থাকে। যথা অষ্টা ত্রিংশ বা অষ্টত্রিংশ।

৪০৪ সূত্র। দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ শব্দের উত্তর বহুবচনের বিভক্তি যোগ করিয়া অন্যান্য শব্দগুলির লোপ করিলে একশেষ দ্বন্দ্ব হয়। যথা দুর্য্যোধন শকুনি, কর্ণ ইত্যাদি জন গণের পরিবর্ত্তে দুর্য্যোধনেরা বলিলে একশেষ দ্বন্দ্ব হয়।

৪০৫ সূত্র। এক শেষ দ্বন্দ্বে যে বহুবচনের বিভক্তি হয় তাহার অর্থ সাধারণ বহুবচনের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন এক শেষ দ্বন্দ্বে বাবারা বলিলে অনেক বাবা বুঝায় না কেবল বাবা ও তদানুসঙ্গিক ব্যক্তিগণকে বুঝায়। সুতরাং এই অর্থে নাম বাচক বিশিষ্যের উত্তর বহুবচন যোগের কোন বাধা হয় না। যেমন "যখন দিল্লির খাঁরা আক্রমণ করিতে আসিল তখন শিবাজীরা গুপ্ত থাকিলেন"

এই বাক্যে দিলির খাঁরা এবং শিবাজীরা শব্দে উক্ত ব্যক্তি এবং তাঁহাদের অনুচরগণ বুঝাইবে।

৪০৬ সূত্র। একশেষ দ্বন্দ্বে যে সকল অপ্রসিদ্ধ পদ লোপ করা যায় তাহাদিগকে পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করা আবশ্যক নতুবা লুপ্ত পদগুলিতে কাহাকে বুঝাইল তাহা জানা যায় না। সুতরাং অর্থ বোধের গোলযোগ হয়। যেমন আজিম প্রচুর সেনা সহ যুদ্ধে চলিলেন তথাপি আজীমেরা সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না।

৪০৭ সূত্র। প্রথম পুরুষ অপেক্ষা মধ্যম পুরুষ প্রসিদ্ধ এবং তদপেক্ষা উত্তম পুরুষ প্রসিদ্ধ। সুতরাং যখন ভিন্ন ভিন্ন পুরুষীয় পদ সমুদায় দ্বন্দ্ব সমাসে একত্রিত হয়। তখন তাহাদের মধ্যে উত্তম পুরুষীয় পদ থাকিলে তাহাতে বহুবচন যোগ করিয়া এক শেষ দ্বন্দ্বে অন্যান্য পদ লোপ করিতে হয়। যথা আমি ও তুমি ও তিনি এই অর্থে আমরা "হয়, তুমি ও হরি ও গোপাল এই অর্থে একশেষ দ্বন্দ্বে "তোমরা, হয়।

উত্তম পুরুষীয় পদ না থাকিলে মধ্যম পুরুষীয় শ্রেষ্ঠ পদের বহুবচন হয় এবং অন্যান্য পদ লোপ হয় যথা আপনি ও তুমি ও হরি ও গোপাল এই অর্থে "আপনারা"।

উত্তম ও মধ্যম পুরুষীয় পদ না থাকিলে প্রথম পুরুষীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পদের বহুবচনন্ত হয় এবং অন্যান্য পদ লোপ হইয়া এক শেষ দ্বন্দ্ব সমাস হয় যথা—যুধিষ্টির ও ভীম ওঅর্জ্জুন এই অর্থে যুধিষ্ঠিরেরা। ইত্যাদি।

৪০৮ সূত্র। দুই বা তদধিক বিশেষণের মধ্যে ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস হইতে পারে কিন্তু অন্য প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস হয় না। যথা—সুন্দর ও দীর্ঘ তরু এই অর্থে সুন্দর দীর্ঘ তরু ইত্যাদি।

৪০৯ সূত্র। বিশিষ্য, বিশেষণে ওসর্ব্বণাম ভিন্ন অন্য প্রকার শব্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় না।

৪১০ সূত্র। যখন ভিন্ন পুরুষীয় পদ সমুদায় সমাসে একীকৃত হয় তখন ঐ একীকৃত পদের ক্রিয়া উত্তম পুরুষীয় হয়। যথা তুমি আমি হরি যাইব বা আমরা যাইব।

কিন্তু যদি একীকৃত পদের মধ্যে উত্তম পুরুষীয় পদ না থাকে, তবে ক্রিয়া মধ্যম পুরুষীয় হয়। যথা তুমি হরি গোপাল যাও।

একীকৃত পদে উত্তম ও মধ্যম পুরুষীয় পদ না থাকিলে ক্রিয়া প্রথম পুরুষীয় হয়।

৪১১ সূত্র। বিশিষ্য ও সর্ব্বণামীয় পদ ইতরেতর ও সমাহার দ্বন্দ্বে একত্রিত হইলে সেই একত্রিত পদ বিশিষ্য হয়। কিন্তু একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসে একত্রিত হইলে যে প্রসিদ্ধ পদ বর্ত্তমান থাকে তদনুসারেই প্রকার ভেদ হয়।

৪১২ সূত্র। দ্বন্দ্ব সমাসে যে সমুদায় পদ একীকৃত হয়, তাহাদের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে ক্রমশঃ স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু এই নিয়ম শ্রুতি মধুরতা সম্পাদন জন্য কখন কখন ভঙ্গ করা যায় যেমন নাপিত পুরুত (পুরোহিত), গো ব্রাহ্মণ, ছোট বড় ইত্যাদি।

কর্ম্মধারয়ক সমাস।

৪১৩ সূত্র। বিশিষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষণের বিভক্তি লোপ করিয়া একীকরণের নাম কর্ম্মধারয়ক সমাস। এইরূপে একীকৃত পদ বিশিষ্য হয়। যথা—শ্রীমান্+ভাগবৎ=শ্রীমদ্‌-ভাগবৎ, বিদ্বান্+জন=বিদ্বজ্জন।

৪১৪ সূত্র। বাঙ্গালাতে বিশেষণের বিভক্তি প্রায় সর্ব্বদাই লুপ্ত থাকে জন্য কর্ম্মধারয়ক সমাস কোথায় হয়, কোথায় না হয় তাহা অনেক স্থানেই নিরূপণ করা কঠিন হয়। যথা সুন্দর পুরুষ, বিখ্যাত বীর প্রভৃতি পদ কর্ম্মধারয়ক সমাস হইলেও যেমন হয়, না হইলেও তেমনই থাকে।

কিন্তু যে সমুদায় বিশেষণের বিভক্তি যোগ কালীন প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হয় তাহাদের সমাস হইয়াছে কিনা তাহা অনায়াসে জানা যায়। যথা—বলবান্+লোক (সমাসে)=বল বল্লোক এবং (অসমাসে)=বলবান্ লোক।

কর্ম্মধারয়ক ও তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্ববর্ত্তী মূল শব্দের অন্ত্য ন্ কারের লোপ হয় যথা—তেজস্বী+পুরুষ= (বিভক্তি লোপে) তেজস্বিন্+পুরুষ= (সমাসে পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ন্ কারের লোপ করিয়া) তেজস্বি পুরুষ। রাজার+গৃহ= (বিভক্তি লোপে) রাজন্+গৃহ=সমাসে পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ন্ লোপ করিয়া) রাজ গৃহ ইত্যাদি।

কর্ম্মধারয়ক সমাসে পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষণ পদের স্ত্রীলিঙ্গ বোধক অন্ত্য আকার ও ঈ কারের লোপ হয়। যথা সুন্দরী+কন্যা=সুন্দর কন্যা, শোভিতা+লতা শোভিত লতা ইত্যাদি*।

* যদিও সংস্কৃত অনুসারে এই সূত্রটি লেখা গেল কিন্তু বাঙ্গালাতে ইহা প্রায়ই শ্রুতি কঠোর বলিয়া ব্যবহৃত হয় না।

৪১৫ সূত্র। কর্ম্মধারয়ক, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি সমাসে মহৎ রাজন্, অহন্ ও বিদ্বস্ শব্দের স্থানে, মহা, রাজ, অহ ও বিদ্বৎ হয়। যথা মহৎ+বীর=মহাবীর প্রবল+রাজন্=প্রবল রাজ, বিদ্বান্+জন=বিদ্বজ্জন, সপ্ত+অহন্= সপ্তাহ ইত্যাদি।

কিন্তু অহন্ শব্দের পূর্ব্বে যখন তদংশ বোধক বিশেষণ থাকে তখন অহন্ স্থানে অহ্ন হয় যথা—পূর্ব্ব+অহন্=পূর্ব্বাহ্ণ (দিনের পূর্ব্ব ভাগ) পূর্ব্ব+অহন্= পূর্ব্বাহ (পূর্ব্ব দিন); অপর+অহন্=অপরাহ্ণ (দিনের অপর ভাগ), অপর+ অহন্=অপরাহ (অপর দিন বা অন্য দিন) ইত্যাদি।

বিদ্বস্ শব্দ যখন বিশিষ্য হয় তখন সমাসে তাহার স্থানে বিদ্বৎ হয় না। যথা উৎকৃষ্ট+বিদ্বান্=উৎকৃষ্ট বিদ্বান্ ইত্যাদি।

৪১৬ সূত্র। পূর্ব্ব সংখ্যা বাচক বিশেষণের সহিত বিশিষ্যের যে সমাস তাহার নাম দ্বিগু কর্ম্মধারয়ক সমাস। যথা ত্রি+ভুবন=ত্রিভুবন, সপ্ত+অহন্= সপ্তাহ ইত্যাদি।

কিন্তু বিশিষ্যের পর সংখ্যা বাচক শব্দ থাকিলে ঐ সংখ্যা বাচক শব্দকে বিশিষ্য জ্ঞান করিতে হয় এবং সেই বিশিষ্য ও সংখ্যা বাচক শব্দের মধ্যে ষষ্ঠী তৎ পুরুষ সমাস হয়। যথা দিনের ত্রয়=দিনত্রয় বৃক্ষের+দ্বয়= বৃক্ষদ্বয় ইত্যাদি।

৪১৭ সূত্র। বিশিষ্যের পর যে কোন বিশেষণ থাকুক না কেন তাহাদিগকে বিশিষ্য জ্ঞান করিতে হয় এবং তাহাদের মধ্যে কর্ম্মধারয়ক না হইয়া পঞ্চমী ষষ্ঠী বা সপ্তমী তৎ পুরুষ হয়।

৪১৮ সূত্র। দুইটি বিশিষ্যের মধ্যবর্ত্তী শব্দ সমুদায় লোপ করিয়া যে সমাস হয় তাহার নাম মধ্যপদ লোপী কর্ম্মধারয়ক বা উহ্য কর্ম্ম ধারয়ক। যেমন আম্র বৃক্ষের পত্র=আম্র পত্র, অশ্বারূঢ়+সৈন্য=অশ্ব সৈন্য উষ্ট্র মুখবৎ মুখ= উষ্ট্র মুখ, মৃগ নয়নের ন্যায় নয়ন=মৃগ নয়ন; গজ তাড়ণার্থ অঙ্কুশ=গজাঙ্কুশ ইত্যাদি।

৪১৯ সূত্র। দুইটি বিশিষ্যের মধ্যবর্ত্তী রূপ শব্দ লোপ করিয়া যে সমাস তাহার নাম রূপক কর্ম্ম ধারয়ক। ইহা মধ্য পদ লোপী কর্ম্ম ধারয়কের অংশ মধ্যে গণ্য। যথা হিংসা রূপ কালকূট=হিংসা কাল কূট ইত্যাদি।

৪২০ সূত্র। কর্ম্ম ধারয়ক সমাসে সখি শব্দ বহুবচনে সদাই সখা হয়। আর নিশি ও রাত্রি শব্দের স্থানে বিকল্পে নিশা ও রাত্র হয়। যথা—শ্রেষ্ঠ সখা, পূর্ব্ব নিশি বা পূর্ব্ব নিশা পূর্ব্ব রাত্রি বা পূর্ব্ব রাত্র ত্রিরাত্রি বা ত্রিরাত্র।

অব্যয়ী ভাব সমাস।

৪২১ সূত্র। অব্যয় শব্দের সহিত পরবর্ত্তী বিশিষ্য ও বিশেষণের যে সমাস তাহার নাম অব্যয়ী ভাব সমাস।

৪২২ সূত্র। অব্যয় শব্দের পর বিশিষ্য থাকিলে একীকৃত পদ কখন বিশিষ্য কখনও বা বিশেষণ হয়। কিন্তু অব্যয়ের পর বিশেষণ থাকিলে একীকৃত পদ সর্ব্বদাই বিশেষণ হয়।

৪২৩ সূত্র। নিম্নলিখিত অব্যয় শব্দগুলি নিম্নলিখিত অর্থে এই সমাসে প্রযুক্ত হয়। যথা—

১। অবধি অর্থে আ হয়। যেমন আজন্ম, আসমুদ্র আবাল বৃদ্ধ ইত্যাদি।

২। বিপক্ষ বা তুল্যতা প্রার্থী অর্থে প্রতি হয়। যেমন প্রতিবাদী, প্রতি-শোধ, প্রতি নায়ক ইত্যাদি। কিন্তু সময় ও স্থান বোধক শব্দের পূর্ব্বে প্রতি শব্দে প্রত্যেক বুঝায়। যথা—প্রতিদিন, প্রতিগৃহ প্রতি গ্রাম, প্রতি বর্ষ ইত্যাদি।

৩। সহিতে অর্থে স হয়। যথা—সপরিবারে, সবিনয় কিন্তু জাতি, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম্ম, পত্নী, তীর্থ এবং স্থান শব্দের পূর্ব্বে স শব্দে সমান বুঝায় যথা—সজাতি, সগোত্র, সবর্ণ, সধর্ম্ম, সপত্নী, সতীর্থ, সস্থান বাসী ইত্যাদি।

৪। প্রায় তুল্য অথচ সমান নয় এই অর্থে উপ হয়। যথা—উপদ্বীপ, উপপত্নী, উপযাচক (প্রার্থনাকারী) উপপক্ষ (উকীল), উপভৃত্য (আমলা, আমলারা হাকিমদের নিজ ভৃত্য নহে অথচ নিজ ভৃত্যের ন্যায় অধীন) উপমাতৃ (ধাত্রী বা প্রতিপালন কারিণী)। কিন্তু উপেন্দ্র অর্থ শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র বা বিষ্ণু।

৫। নিকৃষ্ট অর্থে অপ হয়। যথা—অপদেবতা (পিশাচ), অপজাতি (যাহাদের স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণে পান করে না তাহারাই অপজাতি বা অনাচরণীয় জাতি) অপবৃত্তি (নীচ ব্যবসায়) কিন্তু অপরূপ শব্দে যেমনরূপ আর নাই” বুঝায় অর্থাৎ আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত)।

৬। সময় বোধক শব্দের পূর্ব্বে প্রত্যেক অর্থে অনু হয়। যথা—অনুদিন, অনুক্ষণ ইত্যাদি।

৭। পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, প্রান্তর বোধক শব্দের পূর্ব্বে "পার্শ্বস্থিত" এই অর্থে অনু হয়। যথা—অনু বিন্ধ্য, অনু চিল্ক, অনু সিন্ধু এবং অনু সহারা; (সাহারা মরুর পার্শ্বস্থিত দেশ) ইত্যাদি।

৮। অন্যত্র অধীন অর্থে "অনু" হয়। যথা—অনুজীবী, অনুবৃত্তি, অনুচর ইত্যাদি।

৯। সমুদ্র, হ্রদ, নদী, কাল, পর্ব্বত ও প্রান্তর, বোধক শব্দের পূর্ব্বে "এ দিকে" অর্থে, "ইতি" এবং "অপর দিকে" এই অর্থে "অতি" হয়। যথা ইতি সমুদ্র (সমুদ্রের এ পারস্থ দেশ), অতি সমুদ্র (সমুদ্রের অপর পারস্থ দেশ), ইতি চিল্ক, অতি চিল্ক, ইতি বিন্ধ্য, অতিবিন্ধ্য ইতি চত্বারিংশৎবর্ষ, অতি চত্বারিংশৎ-বর্ষ ইত্যাদি।

১০। অনুসারে "অর্থে যথা হয়। যেমন যথাকালে, যথাক্রমে, যথা-নিয়মে ইত্যাদি।

১১। "উপরে" এই অর্থে "অধি" এবং "উৎ" হয়। যথা—অধি দুর্গ (পর্ব্বতের উপরিস্থ দুর্গ) অধি গৃহ (কোন গৃহের উপরিস্থ গৃহ) অধিরোহিত (উপরি আরোহিত Surmounted), উন্নির্ম্মিত, উদ্গ্রথিত, উদ্ধিস্তৃত ইত্যাদি।

১২। অভাবার্থে হা হয়। যথা—হা ঘরিয়া (যাহার ঘর নাই), হা ভাতিয়া (যাহার ভাত নাই), হা পুতিয়া (যাহার পুত্র নাই) ইত্যাদি।

১৩। "নীচ" অর্থে "অধঃ" হয়। যথা অধোগামী অধঃপতিত, ইত্যাদি।

১৪। "নাই" অর্থে "অন্" হয়। যথা অনঘ, অনর্থ, অনার্য্য ইত্যাদি।

কিন্তু হলান্ত শব্দের পূর্ব্বে অনের ন্ ভাগ লোপ পায়। যথা—অন্+বোধ =অবোধ, অন্+সিদ্ধ=অসিদ্ধ ইত্যাদি।

(১৫) একই শব্দের পূর্ব্বে এক এক উপসর্গ যোগে অর্থের প্রচুর ভিন্নতা হয় যেমন্ প্রবাদ (কিংবদন্তী) পরিবাদ (নিন্দা), বিবাদ (মকদ্দমা), বিবাদীগণ (মকদ্দমার উভয় পক্ষ), অধিবাদ (আপীল), অতিবাদ (অপীলের আপীল), নির্ব্বাদ (উভয় পক্ষের সম্মিৎ মকদ্দমা নিষ্পত্তি করা) অবিবাদী, প্রত্যধিবাদী ইত্যাদি।

তৎ পুরুষ সমাস।

৪২৪ সূত্র। বিভক্তিৎ সম্বন্ধ বদ্ধ পদের মধ্যে যে সমাস তাহার নাম তৎ পুরুষ সমাস।

৪২৫ সূত্র। তৎপুরুষ ৬ প্রকার যথা দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।

৪২৬ সূত্র। দ্বিতীয়ার বিভক্তি লোপ করিয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহার নাম দ্বিতীয়া তৎ পুরুষ। যথা—সূর্য্যকে পূজা=সূর্য্য পূজা, হস্তকে বন্ধন=হস্ত বন্ধন; পশুকে বধ=পশু বধ।

৪২৭ সূত্র। তৃতীয়ার বিভক্তি লোপে তৃতীয়া তৎ পুরুষ। যেমন বস্ত্রেৎ আবৃত=বস্ত্রাবৃত; বুদ্ধিৎ সাধ্য=বুদ্ধি সাধ্য; হস্তেৎ আঘাত=হস্তাঘাত ইত্যাদি।

৪২৮ সূত্র। চতুর্থীর বিভক্তি লোপে চতুর্থী তৎপুরুষ হয়। গঙ্গারে দত্ত=গঙ্গাদত্ত ইত্যাদি।

৪২৯। সূত্র। পঞ্চমীর বিভক্তি লোপে পঞ্চমী তৎপুরুষ হয় যথা—বৃক্ষাৎ, পতিত=বৃক্ষ পতিত ইত্যাদি।

৪৩০ সূত্র। ষষ্ঠীর বিভক্তি লোপে ষষ্ঠীতৎপুরুষ হয়। যথা—কাষ্টের ফলক=কাষ্টফলক, স্বর্ণের অঙ্গুরী=স্বর্ণাঙ্গুরী ইত্যাদি।

৪৩১ সূত্র। সপ্তমীর বিভক্তি লোপে সপ্তমী তৎ পুরুষ হয়। যথা—হস্তে স্থিত=হস্ত স্থিত, গঙ্গাতে বাসী=গঙ্গা বাসী ইত্যাদি।

৪৩২ সূত্র। যেখানে অন্য প্রকার তৎ পুরুষেৎ অর্থ হইতে পারে সেখানে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

৪৩৩ সূত্র। ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে সমুদায়ই বিশিষ্য পদ থাকা আবশ্যক। অন্য তৎপুরুষ সমাসে কেবল প্রথম পদটি বিশিষ্য বা সর্ব্বনাম হওয়া আবশ্যক। পরের পদটি ক্রিয়া বোধক বিশিষ্য ও বিশেষণ হয়।

৪৩৩ সূত্র। অনেক সময়ে দুই তিন প্রকার তৎপুরুষে একই পদ হয়। তাহাদিগকে সমাস ভঙ্গ করিয়া অর্থ করিতে হইলে স্থান ভেদে অর্থের সুসংগতি বিবেচনা করিয়া সমাস করিতে হয়। যেমন হস্তে অঙ্কিত—হস্তাঙ্কিত, হস্তেৎ+অঙ্কিত—হস্তাঙ্কিত; পুরুষ দিগের উত্তম=পুরুষোত্তম, পুরুষ দিগাৎ উত্তম—পুরুষোত্তম ইত্যাদি।

৪৩৫ সূত্র। তৎ পুরুষ সমাসে পূর্ব্ব পদের বিভক্ত লোপ হইলে, ঐ পদ মূল অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি দ্বন্দ্ব সমাসের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয় না। যেমন পিতার এবং পুত্রের (দ্বন্দ্ব)=পিতাপুত্রের কিন্তু (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) পিতৃ পুত্রের; ভ্রাতাকে ও দয়িতাকে (দ্বন্দ্ব) ভ্রাতাদায়িতাকে; কিন্তু ভ্রাতার দয়িতাকে ষষ্ঠীতৎ পুরুষে ভ্রাতৃদয়িতাকে। পিতা এবং মাতা এই অর্থে দ্বন্দ্ব সমাসে পিতামাতা কিন্তু পিতার মাতা এই অর্থে ষষ্ঠীতৎ পুরুষে পিতৃ মাতা হয়।

৪৩৬ সূত্র। মধ্যপদ লোপী কর্ম্মধারয়ক ও ষষ্ঠী তৎ পুরুষ সমাসে অনেক স্থলে সমান পদ হয়। তাহাদের স্থান ভেদে অর্থের উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া সমাস জানিতে হইবে। যেমন পুত্রের ধন=পুত্র ধন; পুত্র রূপ ধন=পুত্র ধন ইত্যাদি।

৪৩৭ সূত্র। যে একস্থানে বহুপ্রকার সমাস হইতে পারে সে স্থানে যে প্রকার সমাসে সংগত অর্থ হয় সেই সমাস করিতে হইবে। যেমন আম্র বৃক্ষের পত্র=আম্র-পত্র এবং আম্রের পত্র=আম্র পত্র; এই দুয়ের মধ্যে শেষটির কোন অর্থ নাই সুতরাং তাহা অপ্রযোজ্য; নাই জল=অজল, অজলে মগ্ন=অজল মগ্ন; আর জলে মগ্ন= জল মগ্ন, নয় জল মগ্ন=অজল মগ্ন। উভয় প্রকারের মধ্যে প্রথমটির কোন অর্থ নাই সুতরাং অপ্রযোজ্য। সর্ব্বত্রই এইরূপে বিবেচনা করিতে হইবে।

৩৩৮ সূত্র। যে সমুদায় তৎ পুরুষ সমাসে কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্য আবশ্যক হয় তাহাদিগকে কৃদ্যোগী তৎ পুরুষ বলা যায়। যেমন ধর্ম্মকে+জ্ঞা ধাতু+ড= ধর্ম্মজ্ঞ (কৃৎ গর্ভ দ্বিতীয়া তৎ পুরুষ); ভূ কে+পা+ড=ভূপ, শত্রু কে হন+ ক্বিপ্=শত্রুঘ্ন; ভারকে+বহ+ইন=ভারবাহিন্, হস্তে+স্থা+ড=হস্তস্থ (কৃদ্গর্ভ সপ্তমী তৎ পুরুষ); অগ্রে+জন+ড=অগ্রজ ইত্যাদি।

৪৩৯ সূত্র। দ্বিতীয়া এবং সপ্তমী ভিন্ন অন্য তৎ পুরুষে কৃতের সাহায্য প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের পূর্ব্বে কৃদ্ গর্ভ তৃতীয়া তৎ পুরুষ হয়।

বহুব্রীহি।

৪৪০ সূত্র। অন্য সমাসেৎ একীকৃত পদ যদি মূল পদ গুলির অর্থ ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্য কোন বিশেষ বস্তুকে বুঝায় তবে তাহাদিগের উপর বহুব্রীহি সমাস হইল বলা যায়।

৪৪১ সূত্র। বহুব্রীহি সমাস হইবার পূর্ব্বে আর একটি সমাস হয়। যে সমাস পূর্ব্বে হয়, বহুব্রীহিকে তদ্গর্ভ বহুব্রীহি বলে। যথা পীত+অম্বর (কর্ম্মধারয়ক) পীতাম্বর অর্থাৎ পীতবর্ণ বস্ত্র; কিন্তু যখন পীতাম্বর শব্দে পীতবর্ণ বস্ত্র না বুঝাইয়া পীত বর্ণ বস্ত্রধারী বিষ্ণুকে বুঝায়, তখন বহুব্রীহি সমাস হয়। এইরূপ বহুব্রীহিকে কর্ম্মধারয়ক গর্ভ বহুব্রীহি বলে। এইরূপ গঙ্গাধর শব্দে যখন শিবকে বুঝায়, তখন তাহাতে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ-গর্ভ বহুব্রীহি হইয়াছে বলা যায়।

৪৪২ সূত্র। ৩৯৯ সূত্রের (গ) উপসূত্রে যে প্রকারের শব্দের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাদের উপর পূর্ব্বে অন্য সমাস না হইয়া একবারেই বহুব্রীহি সমাস হইতে পারে। যেমন মনসিজ (অর্থাৎ) মনেই জন্মে যে সে মনসিজ অর্থাৎ কন্দর্প। এস্থানে মনোজ বলিলে সপ্তমী তৎপুরুষ গর্ভ বহুব্রীহি হয়। এইরূপ ধনং (ধনকে) জয় করিয়াছে যে সে ধনঞ্জয় অর্থাৎ অর্জ্জুন, পরাৎ (শ্রেষ্ঠাৎ) পর (শ্রেষ্ঠ) পরাৎপর অর্থাৎ ঈশ্বর, বাচঃ (বাক্যের) পতি=বাচস্পতি অর্থাৎ বৃহস্পতি ইত্যাদি।

৪৪৩ সূত্র। অন্য সমাসে নিষ্পন্ন পদের উত্তর বহুব্রীহি সমাস হইতে ঐ পদের উত্তর একটি যৎ শব্দের পদ থাকে এবং তাহার উত্তর ঐ শব্দটি বলিতে হয়। যথা, গঙ্গাকে ধরে যে সে গঙ্গাধর, পীত অম্বর যাহার সে পীতাম্বর, ইন্দ্র জিত যাহাৎ সে ইন্দ্রজিৎ। ইত্যাদি শব্দে যে যাহার ও যাহাৎ পদ যৎ শব্দ সম্ভূত।

৪৪৪ সূত্র। বহুব্রীহি সমাসেৎ উৎপন্ন সমুদায় শব্দই বিশেষণ ও বিশিষ্য উভয়ই হইতে পারে।

৪৪৫ সূত্র। বহুব্রীহি সমাসে উৎপন্ন পদ যাহাকে বুঝায় অথবা যে শব্দের বিশেষণ হয়, সেই লিঙ্গ প্রাপ্ত হয় এবং তদনুরূপ আকৃতি ধারণ করে। যথা যুবতী ভার্য্যা যাহার সে যুবতীভার্য্য, হৃতপুত্র যাহার (যে স্ত্রীর) সে হৃতপুত্রা ইত্যাদি।

৪৪৬ সূত্র। বহুব্রীহি সমাসে শক্থি, নাভি, সখি, অক্ষি শব্দের অন্ত্য ই স্থানে পুংলিঙ্গে অ এবং স্ত্রী লিঙ্গে ঈ হয়। যথা পদ্মনাভ, বিবুধ সখ, পুণ্ডরিকাক্ষ, দীর্ঘ শক্থ, বিশালাক্ষী গোলক শক্থী ইত্যাদি। নিপাতনে উর্ণা নাভিতে যাহার সে উর্ণনাভ।

৪৪৭ সূত্র। বহুব্রীহি সমাসে শেষ শব্দের অন্ত্য অস্ ও অন্ স্থানে আ হয়। যথা শীঘ্র কর্ম্মা উগ্রতেজা, উম্মনা ইত্যাদি। ঈদৃশ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গে ও পুং লিঙ্গে সমান থাকে।

৪৪৮ সূত্র। কৃৎ কিম্বা টিৎ প্রত্যয় দ্বারা তৎপুরুষ সমাসে একীকৃত পদ যখন বহুব্রীহির ন্যায় সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তথায় বহুব্রীহি সমাস বলা যায় না। কিন্তু বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিলে বহুব্রীহি বলা যায়। যেমন "বাহী" শব্দে যে বহন করে তাহাকে বুঝায়। সুতরাং "গন্ধবাহী" শব্দে যখন "গন্ধকে বহন করে যে" তাহাকেই বুঝায় তখন—সাধারণ অর্থ প্রকাশ করা হেতু বহুব্রীহি হয় না। কিন্তু যখন "গন্ধবাহী" শব্দ "বায়ুকে" বুঝায় তখন বহুব্রীহি হয়। আর "জ্যোতিষ্ক" শব্দে (৩৩৪ সূত্র) জ্যোতিঃ "যাহার আছে" তাহাকে বুঝায়। সুতরাং উষ্ণ "জ্যোতিষ্ক" শব্দে যখন "উষ্ণ জ্যোতিঃ যাহার আছে" তাহাকেই বুঝায় তখন বহুব্রীহি হয় না। কিন্তু যখন কেবল "সূর্য্যকে" বুঝায়, তখন তাহাতে বহুব্রীহি জ্ঞান করা যাইতে পারে। এইরূপ বংশীধারী, গিরিধারী কুরুসুত, লোকপিতামহ (এক বিশেষ অর্থে ব্রহ্মা) ইত্যাদি।

পরন্তু টিৎ প্রত্যয় দ্বারা বিশেষ অর্থ হইলেও পূর্ব্ব বৈয়াকরণদিগের মতে তথায় বহুব্রীহি সমাস বলা যায় না। কারণ সমাস ব্যতীত ও টিৎ প্রত্যয়েৎ শব্দের বিশেষ অর্থ হইয়া থাকে। যেমন রাঘব শব্দে রঘুবংশীয় অন্য কাহাকেও না বুঝাইয়া রামচন্দ্রকে বুঝায়। তদ্বিষয়ে কোন সমাসের সাহায্য আবশ্যক হয় না।

এই যুক্তি সঙ্গত নহে। টিৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দকে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতে দেখিয়া সমাস স্থলে বহুব্রীহি বলা না বলা পাঠকদিগের স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু আমার বিবেচনায়, এইরূপ স্থানে বহুব্রীহি বলাই ভাল। কারণ টিৎ প্রত্যয় দ্বারা স্থান বিশেষে বিশেষ অর্থ হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা হয় না।

সমাসের নিপাতন সিদ্ধ পদ।

৪৪৯ সূত্র। দ্বন্দ্বে—পর+পর=পরস্পর অন্য+অন্য=অন্যোন্য বা অন্যান্য। কর্ম্ম ধারয়কে—কু+পুরুষ=কাপুরুষ, কু+উষ্ণ=কবোষ্ণ হরি+রূপ+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র; মহৎ+মাংস=মহামাংস বা মহামাস।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষে—পরকে+পরে=পরম্পরায় (সংস্কৃতের দ্বিতীয়ার বিভক্তি অবিলুপ্ত আছে।)

পঞ্চমী তৎপুরুষে—কুলাৎ+অটা=কুলটা; পরাৎ+পরে=পরতঃ পর; পুত্রাৎ

(পুং নামক নরকাৎ)+ত্রৈ+ড=পুত্র, মোহাৎ (ইন্দ্রিয় বিকারাৎ) অন্তে (বহির্ভাগে) স্থিত=মোহান্ত।

অব্যয়ী ভাবে—আ+চর্য্য=আশ্চর্য্য; আ+পদ=আস্পদ। বহুব্রীহিতে দ্বি (দুইদিকে)+অপ্ (জল) যার সে দ্বীপ; অন্তরে+অপ্ যাহা সে অন্তরীপ।

৪৫০ সূত্র। প্রাকৃত বাঙ্গলাতে সমাস হইলে এই সমুদায় নিয়ম অনুসারেই হয়। কিন্তু কর্ম্মধারয়ক/ সমাসে সংখ্যাবাচক বিশেষণ "তিন" এবং "চারি" শব্দের স্থানে তে এবং চৌ হয়। যথা তিন+হাত—তেহাত, চারি+মুখ=চৌমুখ। এই সমুদায় শব্দের উত্তর ৩৭১ সূত্রানুসারে আ প্রত্যয় হয় এবং বহুব্রীহির সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, তিন হাত দীর্ঘ যার সে তেহাতা, চারি মুখ যার সে "চৌ মুখা" ইত্যাদি।

আর ষষ্ঠী তৎ পুরুষের পূর্ব্বে অকারান্ত শব্দ থাকিলে এবং পরে "এক" শব্দ থাকিলে পূর্ব্বের "অ" লোপ পায়। যথা—বারের+এক=বারেক, জনের+এক=জনেক ইত্যাদি।

৪৫১ সূত্র। দুই বা ততোধিক সমাসেৎ বহু পদ একীকৃত থাকিলে তাহার অর্থের সদসৎ বিবেচনা করিয়া সমাস ভেদ করিতে হইবে। যে খানে ইচ্ছা সেই খানেই সমাস ভঞ্জন করিলে অর্থ হয় না। যেমন পশুপতিপ্রিয়া শব্দের সমাস করিতে হইলে এইরূপ করিতে হইবে, পশুদিগের পতি=পশুপতি অর্থাৎ মহাদেব (ষষ্ঠ্যন্ত বহুব্রীহি) পরে পশুপতির প্রিয়া=পশুপতিপ্রিয়া। কেন না যদি এইরূপে ভঙ্গ করা যায় যে, পতির প্রিয়া=পতিপ্রিয়া, আর পশুর+পতিপ্রিয়া=পশুপতিপ্রিয়া তবে তাহার কোন সদর্থ হয় না। এইরূপ জলে+মগ্ন=জলমগ্ন। আর নয়+ জলমগ্ন= অজলমগ্ন; কুলের+শত্রু=কুলশত্রু, নষ্ট+কুলশত্রু=নষ্টকুল শত্রু; ভগবন্মধুসূদনাদেশ শব্দ ভঙ্গ করিতে এইরূপ এইরূপ করিতে হয়—মধুকে+সূদন= মধুসূদন (কৃৎ যোগী দ্বিতীয় গর্ভ বহুব্রীহি তৎপুরুষ) পরে ভগবান্+মধুসূদন =ভগবন্মধুসূদন (কর্ম্মধারয়ক) পরে ভগবন্মধুসূদনের আদেশ ভগবন্মধুসূদনাদেশ ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাস।

৪৫২ সূত্র। যখন উভয় প্রকারেই একই অর্থ হয়, তখন প্রথমাদি ক্রমে সমাস ভঙ্গ করাই উত্তম কিন্তু অন্য প্রকার করিলেও বিশেষ দোষ নাই। যেমন—

(১) বিদর্ভের রাজা বিদর্ভ রাজ (ষষ্ঠিতৎপুরুষ) পরে বিদর্ভ রাজের পুরী=বিদর্ভরাজপুরী এবং (২) রাজার পুরী=রাজপুরী (ষষ্ঠী) পরে বিদর্ভের রাজপুরী=বিদর্ভরাজপুরী। উভয় প্রকারেই অর্থ সমান হয়।

(ক) যেখানে সম্মানার্থক, সমানার্থক ও তুচ্ছার্থক ভিন্ন ভিন্ন পদ দ্বন্দ্ব সমাস বা যৌগিক শব্দেৎ একত্রিত হয় এবং তাহাদের একটি সাধারণ ক্রিয়া থাকে, সেখানে—

(১) সমুদায় গুলি কর্ত্তা প্রথম পুরুষীয় হইলে যদি তাহাদের মধ্যে কোনটি সম্মানার্থক হয়, তবে ক্রিয়াও সম্মানার্থক হয়। যেমন তিনি ও হরি ও রাম বলিলেন।

(২) সম্মানার্থক অভাবে তুচ্ছার্থক হয়। যথা—হরি ও রাম গিয়াছিল।

(৩) কেবল মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ থাকিলে তাহাদের মধ্যে মধ্যম পুরুষীয় পদ সম্মানার্থক থাকিলে ক্রিয়াও সম্মানার্থক হয়। তাহা সমানার্থক অথবা তাহা তুচ্ছার্থক হইলে ক্রিয়াও তুচ্ছার্থক হয়। যথা আপনি ও আপনার ভৃত্য থাকেন, তুই ও তোর প্রভু যাস্ ইত্যাদি।

(৪) দ্বন্দ্ব সমাস বা যৌগিক শব্দেৎ যে সমুদায় পদ একত্রিত হয় তাহাদের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত একমাত্র সর্ব্বণাম বহু বচনান্ত হয়। যথা রাম ও হরি আসিয়াছে কিন্তু তাহারা থাকিবে না। এখানে রাম ও হরি উভয়েই এক বচনান্ত হইলেও ঐ দুই শব্দের একত্রিত সর্ব্বণাম তাহারা শব্দ বহু বচনান্ত হইয়াছে। এইরূপ রাম ও হরি আসিয়াছে কিন্তু তাহারা শীঘ্র যাইবে ইত্যাদি।

৫। দ্বন্দ্ব সমাস বা যৌগিক শব্দেৎ একত্রিত শব্দ সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ হইলে তাহাদের একত্রিত বিশেষণ পুংলিঙ্গ হয়। যথা কাশ্মীরের স্ত্রী পুরুষ ও বৃক্ষ সমস্ত এত সুন্দর ইত্যাদি। নগরবাসী যুবক যুবতীরা অতি সভ্য এবং কর্ম্মক্ষম ইত্যাদি।

সমাস প্রকরণ সমাপ্ত।

সপ্তম প্রকরণ।

আখ্যান।

৪৫৩। মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য যে প্রকারে শব্দ যোজনা করিতে হয় তাহা বর্ণন করাই আখ্যান প্রকরণের উদ্দিশ্য।

৪৫৪। দুই বা তদধিক শব্দ যথাক্রমে স্থাপিত হইয়া একটি মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে সেই কয়েকটি শব্দের একত্রে বাক্য সংজ্ঞা হয়। যেমন (১) আমি শুই (২) আমি কথা বলিতেছি (৩) আমি মনোযোগপূর্ব্বক একখানা ভাল পুস্তক পড়িতেছি, ইত্যাদি।

৪৫৫ সূত্র। প্রত্যেক বাক্যে এক একটি কর্ত্তা এবং একটি ক্রিয়া থাকা আবশ্যক। ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে একটি কর্ম্মও থাকা আবশ্যক। সুতরাং একটি বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অন্যূন দুই তিনটি শব্দ অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

পরন্তু দানার্থক ক্রিয়া থাকিলে সেই বাক্যে একটি কর্ত্তা একটি সম্প্রদান একটি কর্ম্ম এবং একটি ক্রিয়া আবশ্যক। সেইরূপ দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়াতে দুইটি কর্ম্ম প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই দুই প্রকার বাক্যে নিতান্ত পক্ষে চারিটি করিয়া শব্দ আবশ্যক হয়।

৪৫৬ সূত্র। যে বাক্যে ৪৫৫ সূত্রোল্লিখিত অত্যাবশ্যক কয়েকটি শব্দ মাত্র থাকে তাহার নাম লঘু বাক্য। যথা (১) আমি আছি (২) তুমি পুথি পড় (৩) রাম হরিকে পুস্তক দিল (৪) হরি কেশবকে মহাভারত পড়ায়, ইত্যাদি।

লঘু বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির সহিত তাহাদের বিশেষণ বিশেষণীয় বিশেষণ আকস্মিক ও আসঙ্গিক শব্দ থাকিলেও তাহাকে লঘু বাক্যই বলে। যথা—

(১) হায়! এখন আমি কোথায় যাইব (২) তুমি পরম সুন্দর রথে অতি ব্যগ্রভাবে উঠিয়াছিলে ইত্যাদি।

৪৫৭ সূত্র। যে বাক্যে একমাত্র মুখ্য ক্রিয়া থাকে কিন্তু তৎপূর্ব্বে এক বা ততোধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহাকে দীর্ঘবাক্য বলা যায়। দীর্ঘবাক্যের অন্তর্গত শব্দ সমূহের সহিত বিশেষণ বিশেষণীয় বিশেষণ, আকস্মিক শব্দ ও আসঙ্গিক শব্দ থাকিলেও তাহা দীর্ঘ বাক্যই বলিয়া গণ্য হয়। যথা তোমরা আগে গিয়া স্নান করত পরে অন্য কর্ম্ম করিও ইত্যাদি।

৪৫৮ সূত্র। দুই বা তদধিক বাক্য যৌগিক শব্দেৎ একীকৃত হইলে, তাহার মিশ্রবাক্য সংজ্ঞা হয়। যথা, যখন তাহারা প্রমোদে মত্ত ছিল তখন শত্রুগণ হঠাৎ তাহাদেক আক্রমণ করিল সুতরাং তাহারা সহজেই পরাস্ত হইল, ইত্যাদি।

৪৫৯ সূত্র। বাক্যের যে অংশ মুখ্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহাকে মূলাংশ এবং অবশিষ্টাংশকে অনুপূরক বলে।

৪৬০ সূত্র। কোন বিষয়ক সম্পূর্ণ বৃত্তান্তের নাম আখ্যান। প্রত্যেক আখ্যানে একাধিক বাক্য থাকে।

৪৬১ সূত্র। আখ্যান সম্পাদন জন্য যে রীতিক্রমে শব্দ ও বাক্য সমূহ স্থাপন করিতে হয়, তাহার নাম রচনা প্রণালী। *

রচনা তিন প্রকার (১) গদ্য (২) কথ্য এবং (৩) পদ্য।

গদ্য রচনা।

৪৬২ সূত্র। সাধারণ লিখন পঠনাদি কার্য্যে যেরূপ রচনা ব্যবহৃত তাহার নাম গদ্য রচনা।

৪৬৩ সূত্র। গদ্য রচনায় লঘু বাক্যে শব্দ স্থাপনের রীতি এইরূপ—

(১) যে বাক্যে কেবল কর্ত্তা ও ক্রিয়া মাত্র থাকে, তাহাতে প্রথমে কর্ত্তা থাকে, তাহার পর ক্রিয়া থাকে। যথা, আমি আছি, তোমরা যাও, সূর্য্য উঠিল, ইত্যাদি।

(২) সকর্ম্মক বাক্যে ক্রমশঃ কর্ত্তা কর্ম্ম এবং ক্রিয়া সংস্থাপিত হয়। যথা তুমি তাহাকে ধর, রাম পুথি পড়িল, ইত্যাদি।

(৩) দ্বিকর্ম্মক বাক্যে কর্ত্তা, মুখ্য কর্ম্ম, গৌণ কর্ম্ম এবং ক্রিয়া ক্রমশঃ স্থাপিত হয়। যথা হরি রামকে পুথি পড়াইল, গোপাল যদুকে কুবাক্য বলিল ইত্যাদি।

(There is no Syntax in Sanskrit.)

* আর্য্য ভাষায় শব্দ স্থাপনের কোন নিয়ম নাই। বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া কখন প্রথমে থাকে কখন মধ্যে বা শেষে থাকে। বিভক্তি দ্বারাই ঐ সকল শব্দের সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। ইংরেজীতে শব্দের বিভক্তি নাই। এজন্য শব্দ স্থাপনের উপর অর্থ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেমন (১) রাম মারিল রাবণ (২) রাবণ মারিল রাম, এই দুই বাক্যের ইংরেজীতে অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গালা ভাষায় বিভক্তি এবং শব্দ স্থাপন প্রণালী উভয়ই নির্দ্দিষ্ট আছে। এজন্য বাঙ্গালা বাক্যের অর্থ করিতে কোন দ্বৈধ হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজী ও সংস্কৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(৪) বাক্যে সম্প্রদান থাকিলে, কর্ত্তা সম্প্রদান কর্ম্ম ও ক্রিয়া যথাক্রমে স্থাপিত হয়। যথা, আমি তাহারে কলম দিলাম ইত্যাদি।

(৫) উপরি উক্ত শব্দ মধ্যে কোন শব্দের বিশেষণ বাক্যের মধ্যে থাকিলে, তাহা সেই শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে বসে। যথা, সুবিজ্ঞ হরি বুদ্ধিমান্ রামকে উত্তম পুস্তক ভালরূপে পড়াইল ইত্যাদি।

(৬) কোন বিশেষণের অনুগত বিশেষণীয় বিশেষণ থাকিলে তাহা সেই বিশেষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বসে।

(৭) লঘু বাক্যে আসঙ্গিক শব্দ থাকিলে, তাহা কর্ত্তার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে বসে। যথা, এখন আমি যাই, অথবা আমি এখন যাই ইত্যাদি।

(৮) লঘু বাক্যে আকস্মিক শব্দ থাকিলে তাহা বাক্যের সর্ব্ব প্রথমে বসে। যথা হায়! এখন আমি কি করি? ছি! তুমি এমন কর্ম্ম করিও না ইত্যাদি।

(৯) গৌণ কর্ত্তা মুখ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে বসে। যথা রাম দুই হস্তেৎ হরিকে ধরিল।

৪৬৪ সূত্র। দীর্ঘ বাক্যে অনুপূরকাংশ কর্ত্তার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে থাকে। ৪৬২ সূত্রের লিখিত আকস্মিক ও আসঙ্গিক শব্দ সেই অনুপূরকের পরে অথবা কর্ত্তার পূর্ব্বে বসে। অন্যান্য শব্দ স্থাপনের রীতি ঠিক লঘু বাক্যের সদৃশ।

৪৬৫ সূত্র। মিশ্র বাক্য মধ্যে দুই বা তদধিক লঘু বা দীর্ঘ বাক্য থাকে এবং তাহাতে শব্দ সমূহ উক্ত বাক্যের রীত্যনুসারে স্থাপিত হয়।

টীকা। সমুদায় প্রকার বাক্যেই মুখ্য ক্রিয়া বাক্যের সর্ব্ব শেষে থাকে। অসমাপিকা ক্রিয়া মুখ্য ক্রিয়া হইতে পারে না। একই শব্দের অনেক বিশেষণ থাকিলে, সংখ্যাবাচক বিশেষণ সর্ব্বাগ্রে বসে।

৪৬৬ সূত্র। যে বাক্যের পর যে বাক্য সঙ্গত, তাহা যথাক্রমে স্থাপন করিয়া আখ্যান লিখিতে হয়। আখ্যান বৃহৎ হইলে তাহাতে স্তবক, অধ্যায়, প্রকরণ প্রভৃতি অংশ থাকে।

প্রাকৃত বা গ্রাম্য রচনা।

৪৬৭ সূত্র। সাধারণ কথোপকথনে যেরূপ বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম প্রাকৃত বা সঞ্চল রচনা। ইহা গদ্যের অপভ্রংশ মাত্র।

টীকা। সমস্ত ভাষাতেই সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই অংশ থাকে। লিখন পঠনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত পরিশুদ্ধ ভাষায় নাম সংস্কৃত, আর সাধারণ কথ্য ভাষায় নাম প্রাকৃত। হিন্দুদিগের আদি ভাষায় কোনই নাম নাই। প্রাচীন হিন্দুদের লিখন পঠনাদির জন্ত যেরূপ ভাষা ছিল তাহাই এখন সংস্কৃত ভাষা নামে আখ্যাত হয়। এক্ষণে আমরা পুস্তকাদিতে যেরূপ সংস্কৃত ভাষা দেখিতে পাই, তাহা কখন কোন জাতির সাধারণ কথ্য ভাষা ছিল না। যে সকল লোকের সাধু ভাষা এক, তাঁহাদের মধ্যেও প্রাকৃত ভাষার প্রচুর ভিন্নতা দেখা যায়। প্রাচীর হিন্দুদের সংস্কৃত এক হইলেও প্রাকৃত ভাষা বিভিন্ন ছিল। কাশ্মিরী, সুরসেনী, পাঞ্চালী, মাগধী, আয়োধী, মালবী, সৌরাষ্ট্রী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও পাওয়া যায়। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের মধ্যেই সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ভিন্নতা সর্ব্ব অপেক্ষা অধিক। তাহার প্রধান কারণ এই যে, হিন্দুদিগের বর্ণমালার উচ্চারণ নিত্য ; অন্যান্য জাতির উচ্চারণ পরিবর্ত্তনীয়। যেমন আমরা লিখিতে "করিতেছি" লিখি এবং পড়িতেও ঠিক বর্ণানুসারে উচ্চারণ করি। অথচ কথোপকথনে বাঙ্গালা দেশের কোন স্থানেই "করিতেছি" বলে না। লোকে কথা সংক্ষেপ করিয়া স্থান ভেদে "কচ্চি, কর্চ্ছি, কর্‌তেছি, কর্‌তাছি" ইত্যাদি বলে। অন্যান্য জাতির রীতি এই যে, তাহারা কথায় যেরূপ বলে পড়িতেও সেইরূপ পড়ে অথচ তাহাদের লিখিত শব্দের ঠিক উচ্চারণ তদ্রূপ হয় না। যেমন ইংরেজীতে লিখিতে "কলোনেল" লেখে কিন্তু পড়িতে "কর্ণেল" পড়ে। পারসীতে "সল্‌সলহ" লেখে অথচ পড়িতে "সিল্‌সিলা" পড়ে। এই দুই নিয়মের মধ্যে হিন্দুদের নিয়মই উৎকৃষ্ট। কারণ, তাহাতে পাঠের কখন কোন গোলযোগ হয় না। একপ্রকার লিখিয়া অন্য প্রকার পড়িলে সর্ব্বদাই পাঠের ভ্রম হইতে পারে।

পরন্তু চীন ভাষায় অক্ষর নাই। এক এক শব্দের পরিবর্ত্তে এক একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। তথায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ভিন্নতা অতি অল্প।

৪৬৮, সূত্র। প্রাকৃত ভাষা গদ্যের নিয়ম অনুসরণ করে। কিন্তু প্রাকৃত ভাষা স্থান ভেদে এত বিভিন্ন যে তদ্বিষয়ে ব্যাকরণে সূত্র লিখিয়া কোন ফল নাই।

পদ্য রচনা।

৪৬৯। শ্রুতিমধুর বাক্যের নাম পদ্য।

৪৭০ সূত্র। পদ্যের এক এক পংক্তিকে এক এক চরণ বলে। শ্রুতি মাধুর্য্য সম্পাদন জন্ম প্রত্যেক চরণে কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর থাকে।

৪৭১ সূত্র। বাঙ্গলা ভাষায় দুই চরণে এক শ্লোক হয়। কিন্তু আদি ভাষায় চারি চরণে এক শ্লোক হয়। কোন কোন ছন্দে বাঙ্গালাতেও চারি চরণে শ্লোক হয়।

আলোচনা।—যে বাক্য শ্রুতিমধুর তাহাই পদ্য; সুতরাং তাহাতে অর্থ এবং ভাবের উৎকর্ষ না থাকিলেও তাহাকে পদ্য বলা যায়। অত্যুৎকৃষ্ট ভাবার্থপূর্ণ বাক্যও শ্রুতিমধুর না হইলে তাহাকে পদ্য বলা যায় না। অথচ অর্থহীন মিষ্ট শব্দ-রাশিকেও পদ্য বলা যায় না। মিষ্ট বাদ্য, কোকিলের ধ্বনি,—পদ্য নহে। কারণ ঐ সকল মিষ্ট শব্দের কোন মনোগত ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত না হওয়াতে তাহাদেক বাক্য বলা যায় না এবং যাহা বাক্য নহে তাহা কেবল সুশ্রাব্য বলিয়া পদ্য হইতে পারে না। যে শব্দগুলি সুশ্রাব্য অথচ যাহাদের দ্বারা একটি মনোগত ভাব (সেই ভাব ভালই হউক বা মন্দই হউক) সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় তাহারাই পদ্যের উপকরণ।

৪৭২ সূত্র। পদ্যের প্রত্যেক শ্লোকে এক বা তদধিক বাক্য শেষ হওয়া উচিত। যদি দুইটি শ্লোকে একমাত্র বাক্য শেষ হয় তবে সেই দুই শ্লোককে "এক যুগ্মক" বলে। দুইয়ের অধিক শ্লোকে একমাত্র বাক্য সমাপ্ত হইলে, তাহাদেক "কুলক" বলা যায়।

৪৭৩ সূত্র। পদ্যের প্রত্যেক চরণে অন্তে এবং মধ্যবর্ত্তী কোন কোন স্থানে যতি চিহ্ন ব্যতীতও অর্দ্ধ বিপল স্বরপাত করিতে হয়। এইরূপ স্বরঃপাতনের নাম পদ্য যতি।

টীকা। যে স্বরে পদ্য যতি পরে তাহা কোন শব্দের অন্ত্যস্বর হওয়া উচিত। কিন্তু এই নিয়ম তোটকে প্রযুজ্য নহে এবং আদি ভাষার পদ্যে প্রযুজ্য নহে।

৪৭৪ সূত্র। পদ্যের কোন এক চরণের বা চরণাংশের অন্ত্য দুই তিন বর্ণের সহিত অন্য চরণের বা চরণাংশের অন্ত্য দুই তিন বর্ণের যে মিলন তাহার নাম সঙ্গতি বা সমন্বয়।

ছন্দঃ।

৪৭৫ সূত্র। পদ্যের মিষ্টতা সম্পাদন জন্ম নানাপ্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া লিখিতে হয়। প্রত্যেক নিয়মকে এক এক ছন্দ বলে।

বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নলিখিত দশটি মূল ছন্দ আছে যথা (১) পয়ার (২) ত্রিপদী (৩) চৌপদী (৪) পঞ্চপদী (৫) একাবলী (৬) তোটক (৭) অনুষ্টুপ (৮) মাল ঝাঁপ (৯) ললিত (১০) অমিতাক্ষরা।

৪৭৬ সূত্র। পদ্যে নিম্নলিখিত স্বর গুলি দীর্ঘ স্বর গণ্য হয়। যথা

(১) সমস্ত প্রসিদ্ধ দীর্ঘ স্বর যথা আ, ঈ, ঊ, ৠ ঐ এবং ঔ।

(২) একার এবং ও কার বিকল্পে হ্রস্ব বা দীর্ঘ গণ্য হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ক্রিয়ার মধ্যস্থিত ওকার কদাচ দীর্ঘ গণ্য হইতে পারে না বরং অনেক সময়ে তাহা স্বর বর্ণের মধ্যেই গণ্য হয় না।

(৩) দুই বা তদধিক হল বর্ণের আশ্রয়ীভূত স্বর এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বর।

(৪) প্লুত স্বর।

৪৭৭ সূত্র। পদ্যে যখন ছন্দঃ পূরণ জন্য অধিক স্বর আবশ্যক হয় তখন হলান্ত বর্ণে অ কার যুক্ত করা যাইতে পারে যেমন নির্দ্দয় স্থানে নিরদয়, উদ্বর্ত্ত স্থানে উদবর্ত্ত, কুট্মল স্থানে কুটমল করা যাইতে পারে।

বর্জ্জিত বিধি (১) কিন্তু ফলা ও যোগরূঢ় বর্ণ পৃথক্ হইতে পারে না। যথা নাট্য স্থানে নাটয় কিম্বা বক্র স্থানে বকর হইতে পারে না। তদ্রূপ কক্ষ স্থানে ককষ, কিম্বা বিজ্ঞান স্থানে বিজঞান হইতে পারে না।

বর্জ্জিত বিধি=২। যেখানে হলান্তবর্ণে অ কার যোগ করিলে অর্থ বোধের গোলযোগ হয় তথায় অ কার যোগ করা যাইতে পারে না। যথা—কোন্, ঋদ্ধিমান্, মর্ম্মর প্রভৃতি শব্দ অ কার যোগ করিলে অর্থ অন্য প্রকার হয় সুতরাং তাহাতে অ যোগ হইতে পারে না।

কিন্তু পদ্যে ঐ সকল হলান্তবর্ণকে অ কারান্ত করিয়া পাঠ করা যাইতে পারে। যথা—

কোন্ পুণ্যে হেন ভাগ্য কপালে তোমার?
কেন তুই মন দিস্ তাহার কথায়?

৪৭৮ সূত্র। পদ্যের ছন্দ রক্ষার্থে যখন স্বরের অল্পতা করা আবশ্যক হয়, তখন বিশেষণ এবং ক্রিয়ার কোন কোন বর্ণ লোপ বা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। যথা—"করিবে" স্থানে "করবে, "করিয়া" স্থানে "করি" বা করে," "না পারি" স্থানে "নারি" "মুটিয়া" স্থানে "মুটে," পাহাড়িয়া স্থানে "পাহাড়ে" ইত্যাদি।

বর্জ্জিত বিধি। কিন্তু যেখানে এইরূপ সংক্ষেপ করিতে অর্থবোধের গোলযোগ হইতে পারে, তথায় ঈদৃশ সংক্ষেপ দূষ্য। যথা—"পর্ব্বতিয়া" শব্দের স্থানে "পর্ব্বতে" হইতে পারে না।

৪৭৯ সূত্র। বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ অকারান্ত শব্দ হলান্ত উচ্চারিত হয়, এজন্য কখন কখন শব্দের অন্ত হল বর্ণ অ কারের তুল্য গণ্য হয়। যথা—

অসৎ হইয়া যদি হৈতে চাও সৎ।
দ্বিধা ভাবে এক ভাবে ভাব সেই সৎ॥

এই স্থানে অসৎ এবং সৎ শব্দের অন্ত্য ৎ কার অ কার যুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ হলবর্ণকে অ কারান্ত বৎ ব্যবহার যথাসাধ্য পরিবর্জ্জনীয়, কেবল অপার্য্যমানেই ঈদৃশ ব্যবহার সঙ্গত গণ্য হয়।

৪৮০ সূত্র। সংস্কার, সংস্কৃত, সংক্রিয়া প্রভৃতি শব্দ পদ্যে চারি স্বর বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। আর সংস্করণ শব্দ পাঁচ স্বর বিশিষ্ট গণ্য হয়। যথা—

পরিষ্কৃত সংস্কৃত ভাষা অনুপম।
তাতে হলে সংস্কার বড়ই উত্তম॥

আলোচনা। ছন্দই পদ্যের প্রধান উপকরণ সুতরাং ছন্দঃপতন হইতে না পারে, ইহাই কবিগণের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য।

পয়ার ছন্দঃ।

৪৮১ সূত্র। পয়ারের প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ স্বর থাকে। অষ্টম ও চতুর্দ্দশতম স্বরে পদ্য যতি পড়ে। প্রত্যেক দুই দুই চরণের অন্তিম বর্ণের সমন্বয় হয়। যথা—

শিব যার হৃদে তার সর্ব্বত্রই কাশী
শিব চিন্তা শূন্য মনা বৃথা কাশী বাসী। ১।
পরম পবিত্র তীর্থ সাধুর হৃদয়
সদাশিবার্চ্চনা যথা নিরন্তর হয়। ২।

৪৮২ সূত্র। পয়ারের প্রত্যেক চরণের শেষে হে, রে, গো, লো প্রভৃতি এক স্বর বিশিষ্ট আকস্মিক শব্দ যুক্ত থাকিলে তাহাকে বৃদ্ধ পয়ার বলে। যথা—

মানব জীবন দেখ মরু ভূমি প্রায়রে
আশারূপ মরীচিকা দৃশ্যমানা তায়রে।

ত্রিপদী।

৪৮৩ সূত্র। ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে তিনটি করিয়া খণ্ড থাকে। প্রথম খণ্ডের সাহিত দ্বিতীয় খণ্ডের সমন্বয় হয়। প্রথম চরণের তৃতীয় খণ্ডের সহিত দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গতি হয়।

৪৮৪ সূত্র। ত্রিপদী দীর্ঘ ও লঘু এই প্রকার। দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণের প্রথম খণ্ডে আট দ্বিতীয় খণ্ডে আট এবং তৃতীয় খণ্ডে দশটি স্বর থাকে। আর লঘু ত্রিপদীর প্রথম খণ্ডে ছয় দ্বিতীয় খণ্ডে ছয় এবং তৃতীয় খণ্ডে আটটি স্বর থাকে।

যথা—

দীর্ঘ ত্রিপদী।

পরিষ্কৃত সরোজল, তাহে কত নল দল, রূপ রস গন্ধ প্রপূরিত।
রূপে শোভে সরোবর, রসে মুগ্ধ মধুকর, গন্ধে বায়ু হয় সুবাসিত॥

লঘু ত্রিপদী।

যতেক প্রধান ক্ষত্রিয় সন্তান, চল শীঘ্র রণ স্থলে।
জিনিয়া আহব, কুলের গৌরব, রাখ আজি বাহুবলে॥

৪৮৫ সূত্র। হে, রে, প্রভৃতি আকস্মিক শব্দ যোগেৎ ত্রিপদী ও বৃদ্ধ হইতে পারে।

৪৮৬ সূত্র। চৌপদীর প্রত্যেক চরণে চারিটি করিয়া খণ্ড থাকে প্রথম তিন খণ্ডের পরস্পর সঙ্গতি হয় আর প্রথম চরণের চতুর্থ খণ্ডের সহিত দ্বিতীয় চরণের চতুর্থ খণ্ডের সঙ্গতি হয়।

চৌপদী।

৪৮৭ সূত্র। চৌপদী ও দীর্ঘ এবং লঘু এই দুই প্রকার। দীর্ঘ চৌপদীর প্রথম তিন খণ্ডের প্রত্যেকে আটটি করিয়া স্বর থাকে এবং চতুর্থ খণ্ডে সাতটি স্বর থাকে। লঘু চৌপদীর প্রথম তিন খণ্ডের প্রত্যেকে ছয়টি করিয়া স্বর থাকে এবং শেষাংশে পাঁচটি স্বর থাকে।

দৃষ্টান্ত—

দীর্ঘ চৌপদী।

যাহার ভুমিতে বাস, করিতে তাঁহার নাশ
সর্ব্বদা তোমার আশ, একি তব কুমতি!

শুদ্ধ মাত্র পাপ নয়, ধন মান প্রাণ ক্ষয়
রাজ দণ্ডে সুনিশ্চয়, হবে তব সম্প্রতি ॥

লঘু চৌপদী।

ঠিক কথা বটে, মরণ নিকটে, দুষ্টবুদ্ধি ঘটে, সুবুদ্ধি জনে।
বিধির নিয়মে, পড়ে ঘোর ভ্রমে, নিজ ইচ্ছা ক্রমে, পশে গহনে॥

টিপ্পনী। চৌপদী বৃদ্ধ হয় না।

পাঁচ পদী।

৪৮৮ সূত্র। পাঁচ পদীর প্রত্যেক চরণে ৪২ স্বর থাকে এরং তাহা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত থাকে। প্রথম চারি খণ্ডে আটটি করিয়া স্বর থাকে এবং তাহাদের পরস্পর সমন্বয় হয়। শেষ খণ্ডে দশটি স্বর থকে। প্রথম চরণের শেষ খণ্ড দ্বিতীয় চরণের শেষ খণ্ডের সহিত সমন্বিত হয়।

যথা—

জনকের অত্যাচার, দুরবস্থা আপনার, বর্ণনা করি কুমার,
চক্ষে বহে অশ্রুধার, চাহিয়া রাজার পানে রয়।
অনেক ভাবে রাজন, চিন্তায় গম্ভীরা নন, গত হলে বহুক্ষণ,
যেন করি নিরূপণ মিষ্ট বাক্যে কুমারেক কয় ॥

টিপ্পনী। প্রত্যেক চরণের শেষে আকস্মিক শব্দ যোগে পাঁচ পদী বৃদ্ধ হইতে পারে।

একাবলী।

৪৮৯ সূত্র। একাবলীর প্রতি চরণে একাদশ স্বর থাকে। প্রত্যেক চরণের ষষ্ঠ বা পঞ্চম ও একাদশতম স্বরে পদ্য যতি পড়ে এবং প্রথম চরণে ও দ্বিতীয় চরণে সমন্বয় হয়। একাবলীর চারি চরণে শ্লোক হয়। যথা—

কালে সর্ব্বভূত উৎপন্ন হয়
কাল বশে পুনঃ পাইছে লয়।
কালের অধীন সকল কাণ্ড
এ ব্রহ্মাণ্ড তার ক্রিয়ার ভাণ্ড ॥

৪৯০ সূত্র। প্রতি চরণে ত্রয়োদশ স্বর থাকিলে দীর্ঘ একাবলী হয়। তাহার সপ্তম বা অষ্টম স্বরে এবং ত্রয়োদশতম স্বরে পজ যতি পড়ে। চরণ দ্বয়ের পরস্পর সঙ্গতি হয়।

যথা—

যখন যাইতে ছিনু যমুনা কূলে
সহসা হেরিনু শ্যামে কদম্ব মূলে।
শ্রবণ ভুলিল শুনি গীত চাতুরী
ভুলিল নয়ন দেখে রূপ মাধুরী॥

টিপ্পনী। দীর্ঘ একাবলী গানেই প্রসিদ্ধ। ইহা সাধারণ পদ্যে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। একাবলী বৃদ্ধ হয় না।

তোটক ছন্দঃ।

৪৯১ সূত্র। তোটকের প্রত্যেক চরণে দ্বাদশ স্বর থাকে। চরণদ্বয়ের বিকল্পে সঙ্গতি হয়। প্রত্যেক চরণের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম স্বর দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। যথা—

তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল। ১।
নম নিত্য নিরঞ্জন লোক হিত
তুমি চিন্ময় সার সনাতন হে। ২।

টিপ্পনী। তোটক কখন বৃদ্ধ হইতে পারে না।

অনুষ্টুপ ছন্দ।

৪৯২ সূত্র। অনুষ্টপের প্রতি চরণে ষোড়শ স্বর থাকে, প্রত্যেক চরণে দুই দুই খণ্ড থাকে; সেই দুই খণ্ডের সঙ্গতি হয়। যথা—

আনন্দে পূর্ণিত মন, উপনীত ঋষিগণ,
আশীষিয়া ধর্ম্মরাজে, বসিলেন দিব্য সাজে।

৪৯৩ সূত্র। অনুষ্টুপ বৃদ্ধ হয় না। অনুষ্টুপের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে পজ যতি পড়ে।

মাল ঝাঁপ।

৪৯৪ সূত্র। মালঝাঁপের প্রতি চরণে চতুর্দ্দশ স্বর থাকে। তাহার প্রত্যেক চরণে চারি খণ্ড থাকে ; প্রথম তিন খণ্ডের পরস্পর সংগতি হয় আর প্রথম চরণের শেষ খণ্ড এবং দ্বিতীয় চরণের শেষ খণ্ড সমন্বিত হয়। মাল ঝাঁপের চারি চরণে শ্লোক হয়।

যথা—

কোতোয়াল যেন কাল, খাঁড়া ঢাল, ঝাঁকে।
ধরি বাণ, খর শান, হান হান হাঁকে।
চোর ধরি হরি হরি, শব্দ করি কয়
কে আমারে আর পারে আর কারে ভয়॥

৪৯৫ সূত্র। মাল ঝাঁপের চতুর্থ খণ্ডে তিন স্বর থাকিলে দীর্ঘ মাল ঝাঁপ হয়।

যথা—

কুরুপতি ক্রুদ্ধ অতি, ভীম প্রতি, ধাইছে
বৃকোদর স্থিরতর গদাবর ঝাঁকিছে।
দুই জনে প্রাণপণে অনুক্ষণে যুঝিছে
স্তব্ধমন, সর্ব্বজন ঘোররণ দেখিছে॥

মালঝাঁপ বর্দ্ধিত করিবার রীতি নাই।

ললিত ছন্দঃ।

৪৯৬ সূত্র। ললিত দুই প্রকার দীর্ঘ ও লঘু। দীর্ঘ ললিতের প্রত্যেক চরণে চারিটি করিয়া খণ্ড থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পরস্পর সঙ্গত হয়, তৃতীয় খণ্ড কখন প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত সঙ্গত হয়, কখন বা কাহারই সহিত সঙ্গত হয় না। উভয় চরণের শেষ খণ্ড পরস্পর সমন্বিত হয়। শেষ খণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে একটি আকস্মিক শব্দ থাকে এবং তাহার উভয় পার্শ্বে একই কথা থাকে।

দীর্ঘ ললিতের প্রত্যেক চরণে ৩১ টি স্বর থাকে, তন্মধ্যে প্রথম তিন খণ্ডে আট আটটি করিয়া ২৪টি স্বর এবং শেষ খণ্ডে ৭টি স্বর থাকে। লঘু ললিতে ২৫টি স্বর থাকে তাহার প্রথম তিন খণ্ডে ছয় ছয়টি করিয়া ১৮টি এবং শেষ খণ্ডে ৭টি থাকে।

যথা—

দীর্ঘ ললিত।

গগণে উঠিল শশী, শাখী শাখে পিক বসি,
কুহু কুহু ডাকে বাধা, মানে না গো মানে না।
সে ধনী নবীনা বালা, ঘটেছে নবীন জ্বালা,
বিরহ কেমন সে তো, জানে না গো জানে না॥

লঘু ললিত।

কটাক্ষ সন্ধানে, আপনার পানে, ওলো সুলোচনে! চেয়ো না লো চেয়ো না।
উহার বেদনা, তুমি ত জান না, অনর্থ যাতনা, পেয়ো না লো পেয়ো না।

আলোচনা। ললিত বর্দ্ধিত আকারেই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বর্দ্ধিত না হইলে ললিতের শেষ খণ্ডে কেবল তিনটি মাত্র স্বর থাকে। যেমন উপরি উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে চতুর্থ খণ্ডে, "মানে না" "জানে না" চেয়ো না, পেয়ো না মাত্র লিখিত থাকিলেও ঐ সকল শ্লোক ললিত মধ্যে গণ্য হইত। কিন্তু বৃদ্ধ ললিতই প্রধানতঃ ব্যবহার্য্য। উপরি লিখিত দুইটি দৃষ্টান্তেই বৃদ্ধ ললিত।

৪৯৭ সূত্র। ললিতের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে একটি করিয়া পদ্য যতি পড়ে এবং বর্দ্ধিত ললিতের সম্বোধন শব্দটির উপরেও পদ্য যতি পড়ে।

টীকা। ললিত ছন্দ সকল ছন্দাৎ মিষ্ট কিন্তু ঈদৃশ ছন্দের শ্লোক অতি অল্পই লেখা যাইতে পারে।

আমিতাক্ষরা।

৪৯৮ সূত্র। যে পদ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট কোন ছন্দ নাই অথচ যাহা পদ্যের ন্যায় শ্রুতি মধুর তাহাই আমিতাক্ষরা বা অমিত্রাক্ষর পদ্য।

আমিতাক্ষরার অন্ত্য মিল থাকে না এবং কোন চরণের মাত্রাও ঠিক থাকে না। প্রকৃত পক্ষে আমিতাক্ষরের মাত্রাই নাই। কোন চরণ বহু দীর্ঘ এবং কোন চরণ অতি ক্ষুদ্র হয়।

আলোচনা। আমিতাক্ষরা পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল না। পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অন্ত্য মিল শূন্য পয়ারকে আমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ্য নাম দিয়া

প্রথম প্রচার করিয়া ছিলেন। তাহার পর নানাবিধ ছন্দের অন্ত্য মিল হীন পদ্য রচিত হইয়াছে।—মাইকেল এই পদ্য রচনা করিয়া যে সগর্ব্বে লিখিয়াছেন "রচিব নূতন মধু চক্র" তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ সংস্কৃতে কোন প্রকার ছন্দের পদ্যেই অন্ত্য মিল নাই সুতরাং অন্ত্য মিল না থাকিলে যে পদ্য হইতে পারে তাহা এদেশে সকলেই জানিত। তিনি এই তত্ত্বের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক নহেন। পদ্যের অন্ত্য সমন্বয় থাকিলে মিষ্ট অধিকতর হয়। সুতরাং অন্ত্য মিল শূন্য পয়ার রচনা হেতু মাইকেলের ক্ষমতার আধিক্য প্রকাশ পায় না বরং অল্পতাই অনুমান হয়। যাহা হউক মাইকেলের পদ্য অত্যুৎকৃষ্ট না হইলেও তাঁহার প্রচুর কবিত্বঃশক্তি ছিল এবং ভাব মাধুর্য্যই তৎকৃত গ্রন্থ সমূহ আদৃত হওয়ার প্রধান কারণ।

অমিতাক্ষর'র দৃষ্টান্ত।

কোথা সুখী বন্দীজন স্বর্ণ কারাগারে? কিম্বা যবে দষ্ট জন জ্বলে ফণী বিষে ফণীর মণির শোভা সুখদ কি তার? সেইরূপ ঋদ্ধিমতি! হেরি তব শোভা, নহি সুখী, দুখী আমি স্বজাতির দুঃখে।

ভো! ভো! রাজন্! দূর কর গর্ব্ব
স্মর স্মর পূর্ব্ব ভূপগণ কাহিনী।
এই সিংহাসনে তব রূপ নরেশ কত
শাসিত সাগরাম্বরা ধরা।

উপচ্ছন্দঃ।

৪৯৯। উপরি উক্ত ছন্দ সমূহের সংমিশ্রণে বা পরিবর্ত্তনে আরো বহু প্রকার ছন্দ উৎপন্ন হয় তাহাদেক উপছন্দ বলা যায়।

৫০০। উপচ্ছন্দের মধ্যে (১) ভঙ্গ পয়ার (২) মিশ্র একাবলী (৩) বিদেশিনী (৪) ভঙ্গ ত্রিপদী (৫) তরল (৬) ভূজঙ্গ প্রয়াত এই ছয়টি প্রধান। কিন্তু আরো অনেক উপছন্দ বৃদ্ধি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইতে পারে।

টিপ্পনী। কিন্তু অমিতাক্ষরার সহিত অন্য ছন্দ মিশ্রিত হয় না।

ভঙ্গ পয়ার।

৫০১। ভঙ্গ পয়ারের প্রত্যেক চরণে তিন তিন খণ্ড থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ত্রিপদীর ন্যায় এবং তৃতীয় খণ্ড পয়ার সদৃশ। ত্রিপদীর মাত্রানুসারে ভঙ্গ পয়ার দীর্ঘ ও লঘু ভঙ্গ পয়ার কথিত হয়। যথা—

দীর্ঘ ভঙ্গ পয়ার।

অবিরত চেষ্টা হলে, অবশ্যই ফল ফলে
চেষ্টাৎ না হইতে পারে হেন কর্ম্ম নাই।
ভাগ্য দৈব সব ভ্রম, ফল দাতা যত্ন শ্রম
এই কথা চিরদিন মনে রেখো ভাই।

লঘু ভঙ্গ পয়ার।

চেষ্টা আর শ্রমে নহে কোন ক্রমে
সকলের তুল্য ফল হয় ধরাতলে।
কারণ তাহার এই জ্ঞান সার
দেশ, কাল, ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ফল ফলে॥

৫০২। মিশ্র একাবলী ত্রিপদী ও একাবলী মিশ্রিত হইয়া এই উপচ্ছন্দ হয়। যথা—

দীর্ঘ মিশ্র একাবলী।

জন্মিয়া অবণী তলে বল কার সাধ্য বলে
কুপথে কখন আমি যাইনি।
ধর্ম্মেতে রাখিয়া মতি, পূজেছি বিশ্বের পতি
পাপের যাতনা কভু পাইনি॥

লঘু মিশ্র একাবলী।

ভারত অন্বেষি শুধু দেখি নিশি
শশী রেখা হীন তামসী সার।
চন্দ্র কি তপন, উঠে কি কখন
এ ঘোর আঁধার নাশিবে তার॥

৫০৩। বিদেশিনী—বিদেশিনীর চারি চরণে শ্লোক হয়। প্রত্যেক চরণ সর্ব্বাংশেই পয়ার বৎ। ইহা তিন প্রকার (১) অন্তরা (২) মধ্যমা (৩) শেষ্য।

৫০৪। অন্তরা বিদেশিনীর প্রথম ও তৃতীয়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সমন্বয় হয়। যথা—

জনমি মানব কুলে অধম সে'জন
সৎকর্ম্মে সুযশ লাভে চেষ্টা নাই যার
ইন্দ্রিয় সেবায় করে সময় ক্ষেপণ
জীবন মরণে বল কি বিশেষ তার॥

৫০৪। মধ্যমা—মধ্যমা বিদেশিনীর প্রথম ও চতুর্থে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে সঙ্গতি হয়। যথা—

অন্তরে অসুখ সদা বাহ্যে ধাম ধূম
রাখে বহু ধন মান বহু দাস দাসী
ঢাকিতে মনের ভাব মুখে কাষ্ঠ হাসি
চক্ষু মুদে চিন্তা করে তারি নাম ঘুম।

৫০৫। শেষ্যা—শেষ্যার প্রথম তিন চরণের সঙ্গতি হয় শেষ চরণের সঙ্গতি হয় না। যথা—

প্রাণীর দুর্লভ বটে মানব জীবন
মানবে দুর্লভ বটে বিদ্যা বুদ্ধি ধন
পেয়ে তাহা করে যেই অযথা ক্ষেপণ
তার সম হতভাগা কে আছে সংসারে॥

টিপ্পনী। বিদেশিনী ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। ৬হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইংরেজী ভাষাৎ ইহা অনুকৃত করিয়াছেন। ইহা বিকৃত পয়ার মাত্র এবং ইহার মিষ্টতা পয়ারাৎ ন্যূন সুতরাং এই নূতন কার্য্য হেতু হরিশ্চন্দ্র মিত্রকে বিশেষ প্রশংসা করা যায় না।

৫০৬। ভঙ্গ ত্রিপদী—ভঙ্গ ত্রিপদীতে প্রথম চরণে ত্রিপদীর শেষ খণ্ডের ন্যায় দুই খণ্ড থাকে আর দ্বিতীয় চরণ ঠিক ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের ন্যায় হয়।

যথা—

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদী।

প্রভাত হইল বিভাবরী, বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি॥

লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী।

মালিনী কিল খাইয়া, বলিছে দোহাই দিয়া
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি আপন ক্রিয়া ”

৫০৭। তোটকের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম এবং দশম স্বর হ্রস্ব হইলে ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ হয়।

৫০৮। তোটকের সমস্ত গুলি স্বরই হ্রস্ব হইলে তরল ছন্দ হয়।

৫০৯। তোটকের মধ্যে দুই একটি অতি সহজ দীর্ঘস্বর থাকিলে মৃদু গতি ছন্দ হয়।

এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইতেছে। কিন্তু পয়ার, ত্রিপদী এবং অমিতাক্ষরাই বাঙ্গালা পদ্যের প্রধান অঙ্গ। অন্য ছন্দের পদ্য অতি অল্পই ব্যবহার্য্য।

সংগীত।

৫১০। রাগ রাগিণী যুক্ত পদ্যের নাম গান।

অধিকাংশ ভাষায় পদ্য এবং গানে কোন বিশেষ নাই। বাঙ্গালা পদ্যে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত স্বরের প্রতি দৃষ্টি কম থাকে। তজ্জন্যই সাধারণ পদ্য এবং গানে ভিন্নতা অনুভূত হয়।

ব্যাকরণ সমাপ্ত।

অলঙ্কার শাস্ত্র।

অলঙ্কার শাস্ত্র বস্তুতঃ ব্যাকরণের অঙ্গ নহে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যনির্ণয় ব্যতীত অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ নাই। এজন্য বঙ্গীয় বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণ মধ্যে অলঙ্কার সম্বন্ধে কিছু কিছু চর্চ্চা করিয়া থাকেন। আমিও তদনুবর্ত্তী হইয়া কয়েকটি মূল সূত্র লিখিলাম।

(১) যাহা অন্য বস্তুর শোভার্থে ব্যবহৃত হয় অথচ তাহার অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে, তাহার নাম অলঙ্কার।

(২) ভাষার উৎকর্ষ সাধন জন্য বাক্যে দুই প্রকার অলঙ্কার ব্যবহৃত হয় (১) শব্দালঙ্কার (২) অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার।

(৩) শ্রুতি মাধুর্য্য সম্পাদনার্থ শব্দ যোজনার কৌশলের নাম শব্দালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার পাঁচ প্রকার যথা অনুপ্রাস, যমজ, শ্লেষ, প্রাগুত্তরা এবং প্রহেলিকা। শেষোক্ত তিনটি শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার উভয় মধ্যেই গণ্য হইতে পারে।

(৪) এক বা তুল্য উচ্চার্য্য হল বর্ণের পুনঃ পুনঃ একই বাক্যে প্রয়োগে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়!

যথা গদ্যে—"এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকাণ্ড বিষয়ে পণ্ড চিন্তায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইয়া বকাণ্ডেরা অবশেষে পাষণ্ড হইয়া উঠে॥"

পদ্যে—

খঞ্জন গঞ্জন আঁখি কুঞ্জর গামিনী,
গুঞ্জ-হারা মঞ্জু ভাষা কুঞ্জ বিলাসিনী,
প্রভঞ্জন বিভঞ্জিত মঞ্জরী লইয়া,
মুরঞ্জয় তরে পূজে পুরঞ্জয় প্রিয়া॥

মুগ্ধক।

(৫) ভিন্নার্থে এক বা তুল্য শব্দ সমূহ বারম্বার প্রযোগে যমজালঙ্কার হয়। গদ্যে যমজ এক প্রকার মাত্র কিন্তু পদ্যে যমজ তিন প্রকার (১) আদ্য (২) মধ্য এবং (৩) অন্ত্য।

আদ্য যমজ—

প্রভাতে প্রভাত জানি উঠিয়া বসিল।
গোপাল গোপাল নিয়া গোষ্ঠেতে চলিল॥

প্রভাতে—আলোক দ্বারা, প্রভাত—প্রাতঃকাল; গোপাল—রাখাল, গোপাল—গরুর পাল।

মধ্য যমজ—

নভ হৈতে হয় ঘন ঘন বরিষণ।
কিসে করি এ জীবনে জীবন রক্ষণ॥

ঘন—পুনঃ পুনঃ, ঘন—মেঘ, জীবনে—জলে, জীবন—প্রাণ।

অন্ত্য যমজ—

যে জন গোকুলে, লইয়া গোকুলে,
চরাইত বনে বনে।
লেখে দাস খত, করে দস্তখত,
যে দিত রাধা চরণে ইত্যাদি।
পাপ পথে ধায় মন নামানে বারণ (নিষেধ)।
লোভে গিয়া ফাঁদে পড়ে যেমন বারণ (হস্তী)।

৬। একই বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদনে শ্লেষ হয়।

যথা—

বুঝিয়া রসের রোগ কহে কবিরাজ।
কর্ত্তব্য মকধ্বজ সেবন অব্যাজ॥

রসের রোগ=ভোগ ইচ্ছাজনিত-রোগ, (অন্যার্থে শ্লেষ্মাজনিত রোগ) কবিরাজ—চিকিৎসক, (অন্যার্থে) সুকবি। মকরধ্বজ—কামদেব, (অন্যার্থ) ঔষধি বিশেষ।

(৭) প্রশ্নের সঙ্গেই তাহার উত্তর থাকিলে প্রাগুত্তরা বা প্রশ্নোত্তরা অলঙ্কার হয়।

যথা—

রবি কবি সমরের সার কিবা হয় ?
বিবাহেতে স্ত্রী স্বামীর কোন্ পাশে রয় !
মহেশের প্রিয় স্থান কিবা তার নাম ?
ভাগীরথী বাম পাশে বারাণসী ধাম।

প্রশ্ন—রবির সার কি ? উত্তর—ভা, কবিরসার কি ? উত্তর গিঃ অর্থাৎ কথা সমরের সার কি ? উত্তর—রথী, বিবাহেতে স্ত্রী স্বামীর কোন্ পাশে রয় ? উত্তর—বাম পাশে, মহেশের প্রিয় স্থানের নাম কি ? উত্তর—বারাণসী ধাম। সমুদয় উত্তর একত্র করিলে সম্বিৎ "ভাগীরথী বামপাশে বারাণসী ধাম" হয়।

টিপ্পণী। এই অলঙ্কার সংস্কৃতেই প্রচুর হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় তত সুবিধা মত প্রযোগ হইতে পারে না।

(৮) বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া তাহাদেব আধেয় বস্তুকে নিরূপণ করিতে বলিলে প্রহেলিকা বা হিঙ্গালী অলঙ্কার হয়!

যথা—

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার,
যোগেন্দ্র পুরুষ তাহে আছে নিরাহার,
যখন পুরুষবর হয় বলবান্।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥ অর্থাৎ ডিম্ব।

আলোচনা। আরো বহু প্রকার শব্দালঙ্কার ছিল কিন্তু তাহা একবারেই অপ্রচলিত। উপরি উক্ত পাঁচ অলঙ্কারের ব্যবহার ও ক্রমে কম হইতেছে। ইংরেজী ভাষার অধিকতর চর্চ্চাই ইহার কারণ। ইংরেজী যেরূপ ভাষা, তাহতে সহস্র চেষ্টা করিলেও সুমিষ্ট হইতে পারে না এজন্য ইংরেজেরা শব্দ মাধুর্য্য জন্য বৃথা চেষ্টা না করিয়া কেবল ভাব মাধুর্য্য সম্পাদন জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রুতি মধুর বাক্যের নাম, পদ্য" যদি এই লক্ষণ প্রয়োগ করা যায় তবে ইংরেজীতে পদ্য নাই বলা যাইতে পারে। যেমন কুরূপা স্ত্রী অন্যান্য বাঞ্ছিতা হেতু পতিব্রতা হয় তদ্রূপ শব্দ মাধুর্য্য হীন ইংরেজী পদ্য গ্রন্থ সমূহে সচরাচর ভাব গাম্ভীর্য্য অধিক থাকে। যে সকল বালকেরা পিতৃ মাতৃ নাম শিখিবার পূর্ব্বেই ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করে। তাহারা সহজেই ন্যায়ান্যায় জ্ঞান শূন্য হইয়া ইংরেজ মতাবলম্বী হয়। তজ্জন্যই নব

যুবকদের অধিকাংশই শব্দালঙ্কারের প্রতি এমন কি বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন কিন্তু প্রকৃততঃ শব্দালঙ্কার অতিমাত্র প্রয়োজনীয়। ভাব মাধুর্য্য গদ্যে অতি সহজে হইতে পারে সুতরাং শব্দ মাধুর্য্য হীন পদ্য রচনা করাই অন্যায়। ইউরোপীয়েরা বিবেচনা করেন যে গ্রন্থ সুশ্রাব্য করিতে প্রচুর চেষ্টা করিলে, ভাবের গাম্ভীর্য্য থাকে না। ইহা সম্পূর্ণ শুদ্ধ নহে। তবে এই পর্য্যন্ত স্বীকার্য্য যে উভয়ের উৎকর্ষ রক্ষা করা অতি কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে যাহা কঠিন কর্ম্ম তৎসাধন জন্যই লোক প্রশংসিত হইতে পারে—নচেৎ যাহা সহজ যাহা সকলেই করিতে পারে তাহা করিয়া কেহ কৃতী হইতে পারে না। শব্দালঙ্কারই পদ্যেই মনোহারিনী শক্তি সুতরাং তৎপ্রতি হ্রস্ব রাগ হওয়া অনুচিত।

অর্থালঙ্কার।

৯। বাক্যের অর্থ অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য তেজস্বী এবং হৃদয় গ্রাহী করিবার যে কৌশল তাহার নাম অর্থালঙ্কার।

১০। অর্থালঙ্কার মধ্যে বিংশতিটি প্রধান যথা—

(১) উপমা (২) অত্যুপমা (৩) রূপক (৪) মহারূপক (৫) উৎপ্রেক্ষা (৬) ভ্রান্তিমান (৭) প্রয়োগ (৮) খণ্ডনা (৯) স্বভাবোক্তি (১০) ব্যতিরেক (১১) নিশ্চয়া (১২) প্রশ্নক (১৩) প্রতিযোগ (১৪) অপহ্নুতি (১৫) উপহ্নুতি (১৬) কাকু (১৭) যোগোৎকর্ষ (১৮) বিঘটনা (১৯) ব্যাজস্তুতি (২০) স্তুতি।

১১। কোন অপ্রসিদ্ধ বস্তু বা গুণকে কোন প্রসিদ্ধ বস্তু বা গুণের সহ তুলনা করিয়া তাহার গুণাগুণ সহজে ব্যাখ্যা করিলে উপমালঙ্কার হয়।

যে প্রসিদ্ধ বস্তুর সহ তুলনা করা যায় তাহাকে উপমান এবং যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় বলে।

তুলনা সূচক বাক্য কখন প্রকাশ্য কখন বা লুপ্ত থাকে; তদনুযায়ী ব্যক্তোপমা ও অব্যক্তোপমা বলাযায়।

যথা—

ব্যক্ত—নৃসিংহ সিংহের প্রায় বীর্য্যবন্ত অতি।
অব্যক্ত—তার কন্যা রূপে লক্ষ্মী গুণে স্বরস্বতী॥

১২। যখন উপমানাৎ উপমেয়কে প্রধানতররূপে বর্ণন করা যায়, তখন অত্যুপমালঙ্কার হয়।

যথা—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
গজরাজ পরাজিত দেখে হৃষ্ট গতি॥
মুখ নেত্র ভঙ্গী দেখে হয় অনুমান।
সুরপতি নহে বীর ইহার সমান॥" যুগ্মক।

এই শ্লোকে, দ্বিজ "শব্দের তুলনা মনসিজ, গজরাজ এবং সুরপতি শব্দের সহিত করিয়া তাহাদিগাৎ "দ্বিজকে" শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, এইজন্য অত্যুপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

১৩। কোন কোন গুণ বা কার্য্য-সাদৃশ্য হেতু কোন বস্তু বা গুণকে ব্যক্তি রূপে বর্ণন করিলে "রূপক" হয়।

যথা—

"অদূরে তমোরি হেরি ধ্বান্ত সমুদয়।
শান্তি-রক্ষে দেখি যেন দুষ্ট দস্যুচয়॥
ছিন্ন ভিন্ন চারি দিকে পলায়ন করে।
নিবিড় জঙ্গল কিম্বা পর্ব্বত গহ্বরে॥ যুগ্মক।

শান্তি রক্ষক দেখিয়া দস্যুরা নিবিড় জঙ্গলে অথবা পর্ব্বত গহ্বরে পলায় এবং সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার কেবল তাদৃশ জঙ্গল এবং গুহায় থাকে, এই সাদৃশ্য হেতু ধ্বান্তকে দস্যুরূপে বর্ণন করাতে রূপক হইয়াছে।

১৪। কোন ঘটনার আদ্যন্ত সমস্তই রূপকে বর্ণিত হইলে, মহারূপক হয়। যথা ধ্রুবোপাখ্যান, সমুদ্রমন্থন এবং শৈব পুরাণোক্ত কন্দর্পদাহন ইত্যাদি সমস্তই মহারূপক।

টিপ্পনী—প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র উত্তানপাদ। তাঁহার সুনীতি ও সুরুচি নাম্নী দুই স্ত্রী। রাজা প্রথমে সুরুচির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সুনীতিকে অশ্রদ্ধা করিতেন। সুনীতির পুত্র "ধ্রুব" এবং সুরুচির পুত্র "উত্তম"। রাজা শেষে সুনীতিতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি সমস্ত বর্ণনাই রূপক। তাহার অর্থ এই যে—

প্রিয় বস্তু লাভের চেষ্টাতেই উন্নতি হয়। উন্নতির দুই উপায় (১) রুচি (২)

নীতি।. রুচিকর কার্যের ফল ঐহিক অনিত্য সুখ এবং নীতিরফল পারলৌকিক নিত্য সুখ। উন্নতিপ্রয়াসীরা প্রথমে রুচির বশ হয়, পরে তাহার অসারবত্তা বুঝিতে পারিয়া নীতি-পথালম্বী হইয়া থাকে।

সেইরূপ সমুদ্র মন্থন অখ্যানটির ভাব এই যে দেবগণ এবং দৈত্য দানবগণ পৃথু রাজাৎ উপদিষ্ট হইয়া মন্দর পর্ব্বতজাত এবং সুমেরু পর্ব্বতজাত দেবদারু বৃক্ষ সমূহের ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া একত্রে সমুদ্রে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা, একত্রীকৃত পরাক্রম এবং যত্নেৎ সমুদ্রাৎ, দ্বীপোপ দ্বীপাৎ বা সমুদ্র পারস্থিত দেশাৎ এবং পাতালাৎ (বোধ হয় বর্ত্তমান আমেরিকাই প্রাচীন হিন্দুদের পাতাল) বহুবিধ উপাদেয় দ্রব্য, সুরা, এবং পরম সুন্দরী রমণীগণ আহরণ করিয়াছিলেন। সমুদায় দ্রব্য আনীত হইলে, দেবগণ সমস্তই আপনারা লইলেন এবং অসুরদের পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন"।

কন্দর্প-দাহন অর্থ এই যে "পার্ব্বতী মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এক দিন তাঁহাকে দেখিয়া শিবের কাম ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ক্ষণমাত্রে ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিলেন।"

১৫। প্রকৃত ঘটনাৎ অপ্রকৃত অন্য অনুমান] করিলে, উৎপ্রেক্ষালঙ্কার হয়। যথা—

শশাঙ্ক কলঙ্কী বটে, সে কলঙ্ক পাছে রটে, তাই দেয় দেখা কদাচিত। অকলঙ্ক পূর্ণশীধু, তোমার বদন বিধু, কোন্ ভয়ে বস্ত্রে আচ্ছাদিত।

চন্দ্রে কলঙ্ক আছে এবং চন্দ্র সর্ব্বদা দেখা যায় না, এই প্রকৃত ঘটণাৎ, চন্দ্র কলঙ্ক প্রকাশ হওয়ার ভয়ে কদাচিৎ দেখা দেয়, এই প্রকার অনুমান করাতে উৎপ্রেক্ষালঙ্কার হইয়াছে।

১৬। তুল্যতা হেতু এক বস্তুতে অন্য বস্তু ভ্রম হইলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। যথা—

নির্ম্মল নির্ব্বাত হ্রদ তাহে অনুপম।
জল দেখি কুরুরাজে হৈল কাঁচ ভ্রম॥
স ভ্রমে সঞ্চারি পদ দিল তদুপর।
অমনি পড়িল গিয়া সরসী ভিতর॥

মহাভারত, সভাপর্ব্ব।

দেখিয়া বদন শোভা হেন মনে লয়।
গগণ ছাড়িয়া চাঁদ ভূতলে উদয়॥

১৭। কোন সাধারণ নিয়ম-বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিলে প্রয়োগালঙ্কার হয়। যথা—

জিনিবে পাণ্ডবগণ নিশ্চয় রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥

"যথা ধর্ম্ম তথা জয়" এই সাধারণ নিয়মটি পাণ্ডবেরা জয়ী হইবে এই বিশেষ কার্য্যে-প্রয়োগ হেতু প্রয়োগালঙ্কার হইয়াছে।

১৮। কোন বস্তু বা বিষয়ের যথোচিত প্রকৃত বর্ণনা মিষ্ট প্রসাদ গুণবিশিষ্ট হইলে, স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়।

১৯। এক প্রকার অনুমান করিয়া পুনশ্চ অন্য কারণে তাহা খণ্ডন করিলে খণ্ডনালঙ্কার হয়। যথা—

কুম্ভকর্ণ বলে রাম বুঝি রাজার বেটা।
রাবণ বলে তবে তার মাথায় কেন জটা॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম বুঝি ব্রহ্মচারী।
রাবণ বলে তবে তার সঙ্গে কেন নারী॥

লঙ্কাকাণ্ড, কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণ।

টীকা। এই দৃষ্টান্তের প্রথম শ্লোকে ছন্দঃ পতন দোষ আছে কিন্তু রাজার এবং মাথায় শব্দের অন্ত্য অকার কিছু মাত্র উচ্চারিত না হওয়া হেতু শ্লোকটি শ্রুতি কটু হয় নাই। ঐ দুই স্থানে "রাজ বেটা" এবং "মাথে কেন জটা" বলিলে ছন্দঃ পাত হইত না।

২০। যখন কোন বিষয়ে স্পষ্ট না বলিয়া তদন্যথার অসিদ্ধতা প্রকাশ করা যায়, তখন ব্যতিরেকালঙ্কার হয়। যথা—

একাকী যুঝিতে আসে কুরু সৈন্য সনে।
পার্থ বিনা এ সাহস নাহি অন্য জনে॥

এই শ্লোকে পার্থ আসিতেছে স্পষ্ট বলা হয় নাই' কিন্তু পার্থ ভিন্ন অন্যের আসা অসিদ্ধ বলায় পাকতঃ পার্থ আসিতেছে প্রতিপন্ন করাতে ব্যতিরেকালঙ্কার হইয়াছে।

২১। আবশ্যকের অতিরিক্ত কথা দ্বারা অধিকতর নিশ্চয় করিয়া বলিতে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ালঙ্কার হয়। যথা—

"স্ব চক্ষুতে দেখিলাম ঘটনা সকল"

পরের চক্ষুৎ কেহই কখন কিছু দেখে না, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিলে অধিকতর নিশ্চয় করিবার প্রয়াস প্রকাশ হয়, তজ্জন্য নিশ্চয়ালঙ্কার হয়।

২২। প্রশ্ন ভাবেৎ সম্ভবাসম্ভব প্রকাশ করিলে প্রশ্নালঙ্কার হয়। যথা—

পরদুঃখে যার চোখে অশ্রু বারি গলে
কোথায় তুলনা তার এ জগতী তলে?

টীকা। প্রশ্নালঙ্কার সম্ভব অসম্ভব প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুপণ করে না। যেমন "তোমার সমান নাই" বলিলে নিরুপণ করা হয়। কিন্তু "তোমার সমান কে আছে? বলিলে নিরুপণ করা হয় না কেবল অসম্ভাব্যতা প্রকাশ করা হয়।

২৩। কোন ব্যক্তি যে উপায়ে যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ঠিক সেই উপায়ে পরাস্ত করিলে প্রতিযোগালঙ্কার হয়। যথা—

(বিদ্যা বলে) আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর॥
বুঝে দেখ প্রাণনাথ, বিশেষ বিস্তর॥
হাসিয়া সুন্দর কন এ যুক্তি সুন্দর।
তাই বলি চল প্রিয়ে! শ্বশুরের ঘর॥

ভারতচন্দ্র রায় কৃত বিদ্যাসুন্দর,

২৪। প্রকৃত গুণ অস্বীকার করিয়া তৎস্থানে অপ্রকৃত গুণ আরোপ করিলে অপহ্নুতি হয়।

শশী নহে হবে ওটা জলন্ত অনল
ও নহে কলঙ্ক তার ধূমানি কেবল॥

প্রকৃত চন্দ্র এবং তদীয় অঙ্ক দেখিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করত তদুভয়কে জলন্ত অনল এবং ধূমানি ব্যাখ্যা করাতে অপহ্নুতি অলঙ্কার হইয়াছে।

২৫। কোন বাক্য অস্বীকার না করিয়া বিদ্রূপ বাক্যে তাহা খণ্ডন করিলে উপহ্নুতি হয়। যথা—

(১) রাম কহিল "আমি পাটনায় সাড়ে তিন হাত লম্বা ইল্‌সা মাছ দেখিয়াছি।"

শ্যাম কহিল "স্থান ভেদে সকলই হইতে পারে; আমি আসামে সাত হাত লম্বা মশক দেখিয়াছিলাম"।

(২) বান্‌সিটার্ট কহিলেন "পুত্র শোকে বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরের বুদ্ধি লোপ হইয়াছে।" হেষ্টিংস্ কহিলেন "এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে কিছু ছিল, কেননা যাহা না থাকে তাহা লোপ হইতে পারে না"।

প্রথম দৃষ্টান্তে শ্যাম রামের বাক্যের বাহ্যিক পোষকতা করিবার ছলে তদপেক্ষা অসম্ভব বর্ণন করত বাস্তবিক রামের বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও সেইরূপ হেষ্টিংস্ বান্‌সিটার্টের বাক্য অস্বীকার না করিয়া বিদ্রূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মীরজাফরের পূর্ব্বেও কিছু মাত্র বুদ্ধি ছিল না!

(২৬) কোন কথা বলিয়া উচ্চারণ ব্যক্তিক্রমেং তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশ করিলে, কাকু হয়। যথা—

"তুমি বড় সাধু" এই কথা বলিয়া উচ্চারণ ভাবেং নিতান্ত অসাধু বলিয়া প্রকাশ করিলে, কাকু হয়।

(২৭) যোগোৎকর্ষ যখন দুই বস্তু পরস্পর পরস্পরের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রকাশ করে তখন যোগোৎকর্ষ হয়। যথা—

(১) ধন্য বটে নর কুলে সেই মহাজন।
জন্ম উচ্চকুলে, নিজে প্রশংসা ভাজন।
কুলের গৌরবে হয় নিজে গৌরবিত।
নিজ গুণে কুলমান করে দ্বিগুণিত॥
উভয় উভয়ে করে গৌরব বর্দ্ধন।
কাশী পাশে প্রবাহিতা জাহ্নবী যেমন॥

(২) সেই তো অধম, কু কুলে জনম
নিজেও নীচ প্রকৃতি।
বিষ্ঠা কীট প্রায়, বিষ্টাতে জন্মায়,
বিষ্ঠাতেই করে স্থিতি॥

(২৮) বিঘটনা যে ব্যক্তিতে বা যে স্থানে যে কার্য্য বা ঘটনা অসম্ভব বা বিপরীত সেই ব্যক্তিতে বা সেই স্থানে সেই কার্য্য বা ঘটনা যথার্থরূপে বর্ণিত

হইলে, বিঘটনালঙ্কার হয়। কিন্তু বর্ণনা প্রকৃত না হইলে, বিঘটনা হয় না, বরং অপহ্নুতি হয়। যথা—

(১) আপনি ভিখারী হর, নাহি বস্ত্র নাহি ঘর
অঙ্গে ছাই বলদ বাহন।
কিন্তু পেলে তাঁর বর, হয়ে উঠে রাজ্যেশ্বর,
দীন হীন দরিদ্র যে জন॥

(২) বিপরীত বিঘটনার দৃষ্টান্ত।

সবে জানে সুশীতল মলয় পবন,
যমুনার জল আর নিকুঞ্জ কানন,
শীতল তমাল তল, সুধাংশু কিরণ
বিরহিণী রাধিকার দাহ করে মন॥ যুগ্মক।

২৯। ব্যাজ স্তুতি নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা এবং প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা করিলে ব্যাজস্তুতি হয়। যথা—

(১) সভাজন শুন্ জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যথা তথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥

দক্ষের শিব নিন্দা।

নিন্দার্থে হে সভ্যগণ তোমরা আমার জামাতার গুণ শুন। সে এত বৃদ্ধ যে আমার বাপ অপেক্ষাও বয়োধিক। তাহার কোন কৃতিত্ব নাই। সে যেখানে সেখানে থাকে অর্থাৎ তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই এবং সে ভাং খাওয়াতে অতিশয় পটু।

প্রশংসার্থে। হে সভ্যগণ! তোমরা আমার জামাতার গুণ শুন। সে আমার পিতা ব্রহ্মাৎও বয়োধিক অর্থাৎ অনাদি। তাহার কোন গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিকার নাই, সে সর্ব্বব্যাপী এবং তপঃ যোগ সিদ্ধিতে অতি পটু।

(২) তোমার মহিমা রাম! বর্ণে সাধ্য কার?
অজকুলে জাত তুমি অজ অবতার॥
আশ্চর্য্য বিবাহ করি জনক নন্দিনী।
রাখিলা অদ্ভূত কীর্ত্তি পূরিয়া মেদিনী॥

প্রশংসার্থে। হে রাম! তোমার মহিমা বর্ণন করে এমন শক্তি কাহার আছে? কেননা তুমি অজ রাজার বংশজাত এবং স্বয়ং বিষ্ণু (অ+জন্+ড=অজ

অর্থাৎ জন্মহীন অনাদি) অবতার। তুমি আশ্চর্য্যরূপে অর্থাৎ হরধনুর্ভঙ্গাদি অনন্ত সাধ্য কর্ম্মেৎ সীতাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পূরিয়া কীর্ত্তি রাখিলা।

নিন্দার্থে। তুমি অজ অর্থাৎ ভেড়ার বংশজাত এবং নিজেও ভেড়ার সদৃশ। তুমি, জনক নন্দিনীকে (পিতার কন্যা অর্থাৎ ভগিনীকে) আশ্চর্য্য বিবাহ করিয়া অর্থাৎ যাহা অন্য কেহ করে না তদ্রূপে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পূর্ণিত অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিলা।

টীকা। এ কথা বলা বাহুল্য যে একই বাক্যে বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার হইতে পারে। বিশেষতঃ যেখানে ব্যাজ স্তুতি হয় সেই বাক্যে শ্লেষও হয়।

৩০। কোন স্থান বা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তৎসদৃশ বা তৎসম্পর্কীয় প্রাচীন কোন অবস্থা বা ঘটনা প্রকাশ করিলে স্মৃতি অলঙ্কার হয়। যথা—

এই তো ভারতভূমি আছে বিদ্যমান।
এই দেখি সেই সব আর্য্যের সন্তান॥
আছে সেই গিরি পুরী হ্রদ, নদী সব।
কিন্তু কোথা ভারতের সে পূর্ব্ব গৌরব॥
কোথা পূর্ব্ব বলবীর্য্য বুদ্ধি পরাক্রম।
কোথা পূর্ব্ব যশোধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য উত্তম।
প্রতিবাদী হ'য়ে কাল হরেছে সকল!
রাখিয়া দারিদ্র্য দুঃখ দাসত্ব কেবল॥
হায় রে! ভারতে এবে সকলি আঁধার।
এ আঁধার তার কিরে ঘুচিবে না আর!

দোষ ও গুণ পরিচ্ছেদ।

৩১। অলঙ্কার যোগে বাক্যের তিনটি গুণ এবং সাতটি দোষ হইতে পারে। মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ এই তিনটি গুণ এবং কাঠিন্য, রুক্ষ, অশ্লীলতা, অযোগ্যতা, পুনরুক্তি, গ্রাম্যতা এবং ভাবভঙ্গ এই সাতটি দোষ।

৩২। শ্রুতি-তৃপ্তি-কারিত্ব গুণের নাম মাধুর্য্য। ইহা শব্দালঙ্কারাৎ উৎপন্ন হয়।

মর গিয়া পাপিয়সি ! রশি দিয়া গলে।
অনলে, গরলে, কিম্বা ঝাঁপ দিয়া জলে ॥

৩৩। বাক্যের তেজস্বিতার নাম ওজঃ গুণ। ইহা বীর ও রৌদ্র রসেই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৩৪। বাক্যের ভাব বোধার্থ সুগমতার নাম প্রসাদ গুণ। ইহা প্রধানতঃ উপমালঙ্কারাৎ উৎপন্ন হয়।

টীকা। একই বাক্যে একাধিক গুণ থাকিতে পারে। যথা—

উঠ শীঘ্র বীরবর্গ উগ্র বম্ বম্ রবে।
শত্রু গর্ব্ব কর খর্ব্ব প্রচণ্ড আহবে ॥

৩৫। শ্রুতি কার্কশ্যের নাম কাঠিন্য দোষ। যে সমস্ত হলবর্ণের উচ্চারণ মৈত্র নাই, তাহাদের অব্যবহিত পরে পরে স্থাপন করিলে এই দোষ ঘটে। যেমন কষ্‌শ, কচ্‌ধ্‌প ইত্যাদি।

এই দোষ বাঙ্গালার ন্যায় মিষ্ট ভাষায় কদাচিৎ ঘটে।

৩৬। যে বাক্যের বা দৃষ্টান্তের ভাব সহজে বোধগম্য না হয়, তৎপ্রয়োগে কৃচ্ছ্রতা দোষ হয়। যথা—

আমার বচনে দেও কুন্তীর নন্দন।
মৎস্য রাজপুত্র পরে করহ অর্পণ ॥

এই বাক্যে কুন্তীর নন্দন শব্দের অর্থ "কর্ণ" এবং মৎস্য রাজপুত্র অর্থ "উত্তর"। এই দুই ব্যক্তির নাম "শ্রবণেন্দ্রিয়" এবং "প্রতিবাক্য" অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ ভাব অভিধান ও ব্যাকরণ মতে পরিশুদ্ধ নহে এবং সহজে অনুমিত হয় না। অতএব এই বাক্যে কৃচ্ছ্র দোষ হইয়াছে।

টীকা। যেখানে মূলাৎ দৃষ্টান্ত আরও কঠিন হয়, সেখানেও কৃচ্ছ্র দোষ হয়।

মোগল পাঠানে যুদ্ধ অতি ভয়ংকর।
ভুটিয়া চীনেতে পূর্ব্বে যাদৃশ সমর ॥

বোধ সৌকার্য্যার্থেই দৃষ্টান্ত দিতে হয়। সুতরাং মূলাৎ দৃষ্টান্তটি সমধিক প্রসিদ্ধ হওয়া উচিত। উপরি উক্ত শ্লোকের মূল ঘটনা মোগল পাঠানের যুদ্ধ অনেকেই জানে, অথচ তাহার উপমান চীন ও ভুটিয়াদের যুদ্ধ অধিকাংশ লোকেই

জানে না। সুতরাং ঈদৃশ দৃষ্টান্তেৎ বোধ সাহায্য না হইয়া বরং অধিকতর দুর্ব্বোধ হওয়াতে, কৃচ্ছ্র দোষ হইয়াছে।

৩৭। যে স্থানে, যে কালে, যে ব্যক্তিতে যে গুণ থাকা, যে কথা বলা কিম্বা যে কার্য্য করা অসিদ্ধ, তাহাতে তদারোপে অযোগ্যতা দোষ হয়। যথা

অগষ্টস নামে ছিল রোম অধিপতি।
বিদ্বেষ আছিল তার মুসল্মান প্রতি॥

অগষ্টসের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি। সুতরাং মুসলমানদের প্রতি তাহার বিদ্বেষ বর্ণনা অযোগ্য।

টীকা। এই দোষ বাঙ্গালা গ্রন্থে বিস্তর দেখা যায়; অতি সাবধানে এই দোষ ত্যাগ করা উচিত।

৩৮। স্থান ভেদে ও সময় ভেদে, আদি রসের এবং বীভৎস রসের কোন কোন কথা প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। যখন যাহা এইরূপ গুহ্য গণ্য হয়, তখন তাহা প্রকাশ করিলে অশ্লীলতা দোষ হয়।

টীকা। প্রকৃতিগত লজ্জা জনক কোন কথাই নাই। যাহা নিতান্ত লজ্জা বা ঘৃণা জনক বলিয়া এক দেশে এক সময়ে গণ্য হয়, স্থানান্তরে বা সময়ান্তরে তাহা তদ্রূপ গণ্য হয় না। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র যুক্তি অপেক্ষা ব্যবহারের অধিকতর অনুগত। অতএব লোকে যাহা দূষ্য জ্ঞান ক'রে, অলঙ্কার শাস্ত্রমতেও তাহা দূষ্য জ্ঞান করিতে হইবে।

৩৯। পুনরুক্তি—একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলে পুনরুক্তি দোষ হয়। কিন্তু বাক্যের তেজস্বিতা সম্পাদন জন্য বা অর্থবোধের সৌকার্য্যার্থে পুনরুক্তি করিলে দূষ্য হয় না।

৪০। এক বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে অন্য বিষয় আরম্ভ করিলে যদি পূর্ব্বাপর ঠিক না থাকে তবে ভাবভঙ্গ দোষ হয়।

রস পরিচ্ছেদ।

৪১। ইন্দ্রিয় উদ্দীপন জন্য যে শক্তি তাহার নাম রস।

৪২। রসাত্মক বাক্যের নাম কবিতা এবং রসাত্মক আখ্যানের নাম কাব্য।

৪৩। কাব্যের রস সমুদায়ে নয়টি মাত্র। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্তরস।

৪৪। শৃঙ্গার বা আদিরস কাম প্রবৃত্তির উত্তেজক। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর আকাংক্ষা, সঙ্গম চেষ্টা, সঙ্গম, বিলাস, বিরহ, মান, সাধনা অর্থাৎ একেতে অন্যের প্রবৃত্তি উৎপাদন বা তদর্থে চেষ্টা বর্ণনা করাই এই রসের উদ্দেশ্য। রূপ বর্ণনা। কামোত্তেজক হইলে, তাহাও এই রসের অংশ গণ্য হয়।

৪৫। হাস্য রস হাস্য উত্তেজক। সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ প্রলাপ, কার্য্য বা অঙ্গভঙ্গী বর্ণনাৎ হাস্য উৎপাদন ইহার উদ্দেশ্য। পরন্তু কাম প্রবৃত্তির আনুসাঙ্গিক হাস্য ইহার অন্তর্গত নহে।

৪৬। করুণ রস দয়া এবং শোক উত্তেজক। নির্দ্দোষীর কষ্ট বা অপমান, শোক ও দুঃখ জনক ঘটনা বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য।

৪৭। রৌদ্র রস ক্রোধ উদ্দীপক। ইহাতে ক্রোধ জনক ঘটনা বর্ণিত হয়।

৪৮। বীর রস সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপক। বীরগণের বল, সাহস, উৎসাহ, অস্ত্রশস্ত্র, অস্ত্র চালন নৈপুণ্য, ব্যূহ রচনা, সৈন্য চালনা এবং তদুপযোগী বুদ্ধি, বক্তৃতা, পরামর্শ, উদ্যোগ প্রভৃতি বর্ণনা করাই এই রসের উদ্দিশ্য। রূপ বর্ণনা বলবীর্য্যের প্রকাশক হইলে তাহাও এই রসের অংশ গণ্য হয়।

৪৯। ভয়ানক রস ভয়োৎপাদক।

৫০। বীভৎস রস ঘৃণা জনক।

৫১। অদ্ভুত রস বিস্ময় জনক।

৫২। শান্ত রস মনের শান্তি জনক এবং ভক্তি উদ্ভাবক।

আলোচনা। আদিরস শান্তরস এবং বীর রসই কাব্যের প্রধান অঙ্গ। অন্যান্য রস কেবল আনুসঙ্গিকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেবল ঐ সকল রসঘটিত কোন কাব্য হইলে তাহা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয় না।

কাব্য পরিচ্ছেদ।

৫৩। কাব্য দুই প্রকার (১) দৃশ্যকাব্য (২) শ্রোব্যকাব্য।

৫৪। দৃশ্যকাব্য ও শ্রোব্যকাব্য মিশ্রণে মিশ্র কাব্য হয়। তাহাও এক পৃথক কাব্য মধ্যে গণ্য।

দৃশ্যকাব্য।

৫৫। কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কার্য্য এবং কথা তদাকৃতিধারী ব্যক্তিগণেৎ সম্পন্ন হইলে, তাহাকে দৃশ্যকাব্য বলা যায়।

৫৬। দৃশ্য কাব্য সচরাচর প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয় এবং তাহাই, হওয়া উচিত। এইরূপ দৃশ্যকাব্যের নাম নাটক।

দৃশ্য কাব্য ব্যক্তিগণের প্রকৃত কথোপকথনরূপে প্রকাশিত হয় সুতরাং তাহা প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইলে প্রকৃতির অনুগত হয়। পদ্যে দৃশ্যকাব্য রচনা হইতে কদাচিৎ দেখা যায়। যদি পদ্যে দৃশ্য কাব্য হইতে পারে তবে গদ্যে এবং গানে ও রচিত হইতে পারে।

৫৭। পদ্যে রচিত দৃশ্য কাব্যের নাম সাটক এবং গানে রচিত দৃশ্য কাব্যের নাম যাত্রা।

৫৮। গদ্যে কোন দৃশ্য কাব্য নাই সুতরাং তাহার নাম ও নাই।

শ্রোব্যকাব্য।

৫৯। যে কাব্য শ্রবণ বা পাঠ করা যায়, তাহার নাম শ্রোব্যকাব্য। শ্রোব্যকাব্য তিন প্রকার (১) গদ্যময় (২) পদ্যময় (৩) গীতময়।

৬০। যে কাব্যে ৮০০০ বা তদধিক শ্লোক বা বাক্য থাকে তাহার নাম মহাকাব্য। যথা মহাভারত, মেঘনাদবধকাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ইত্যাদি।

৬১। যে কাব্যে এক সহস্রাধিক অষ্ট সহস্রাৎন্যূন শ্লোক বা বাক্য থাকে, তাহার নাম খণ্ডকাব্য। যেমন কাদম্বরী, পদ্মিনী উপাখ্যান ইত্যাদি।

৬২। যে কাব্যে সহস্র শ্লোকের কম থাকে তাহাকে লঘুকাব্য বলা যায়।

৬৩। যে কাব্যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিখিত হয় না। নানা বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কবিতা লেখা থাকে তাহাকে কোষকাব্য বলে। যথা সদ্ভাব শতক।

৬৪। উচিত বিদ্রূপ পূর্ণ কাব্যের নাম খট্‌কা। যেমন "আলালের ঘরের দুলাল", "হুতুম পেঁচা" "হক কথা" ইত্যাদি।

৬৫। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে বহু বাগাড়ম্বর করিয়া লিখিলে কট্‌কিনা হয়। যেমন "ভেক মুষিকের যুদ্ধ"। ইহা কাব্যের মধ্যে সর্ব্বনিকৃষ্ট।

৬৬। যাহার বিষয় বর্ণনা করা কাব্যের প্রধান উদ্দিশ্য তাহাকে কাব্যের নায়ক বলে।

৬৭। যখন কাব্যে একাধিক নায়ক থাকে তখন তাহাদের প্রধানকে মুখ্য নায়ক বলে। অন্যান্য নায়কদিগকে উপনায়ক বা সহকারী নায়ক বলা যায়। কিন্তু যদি সকলেই সমান হয় তবে সকলকেই নায়ক বলা যায়।

৬৮। যখন দুই তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিষয় একই কাব্যে সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয় তখন গ্রন্থকার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া লেখেন তাহাকে নায়ক এবং তদ্বিপক্ষগণকে প্রতিনায়ক বলা যয়।

দৃষ্টান্ত।

মহাভারতে পাণ্ডবগণ নায়ক কৃষ্ণ সহকারী নায়ক, দ্রোপদী নায়িকা, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রতিনায়ক ; ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি সহকারী প্রতিনায়ক ইত্যাদি। মেঘনাদবধকাব্যে মেঘনাদ নায়ক, লক্ষ্মণ প্রতিনায়ক, রাবণ সহকারী নায়ক, রাম ও বিভীষণ সহকারী প্রতিনায়ক, প্রমীলা নায়িকা ইত্যাদি।

৬৯। কাব্যের মূল গল্পটির নাম প্রকল্প বা সংকল্প। কাব্যের প্রকল্প ভিন্ন অপর যাহা কিছু থাকে তাহার নাম কল্পনা। প্রকল্পের উৎকর্ষ সাধন জন্যই কল্পনা ব্যবহৃত হয়।

৭০। সুঘটনাতে কাব্য শেষ হইলে তাহাকে সুকাব্য বলে আর দুর্ঘটনাতে কাব্য শেষ হইলে, তাহাকে দুষ্কাব্য বলা যায়।

টীকা। অসাধুর জয়, পাপীর উন্নতি, সাধুর পীড়া, নির্দ্দোষীর কষ্ট প্রভৃতি কাব্যের দুর্ঘটনা নামে খ্যাত। আর ধর্ম্মের জয়, সাধুর সুখ দুঃষ্টের দমন প্রভৃতিকে কাব্যের সুঘটনা বলে।

হিন্দু শাস্ত্রে দুষ্কাব্য রচনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ জন্য সংস্কৃতে দুষ্কাব্য নাই। বাঙ্গলাতে আধুনিক যুবকগণেৎ কতিপয় দুষ্কাব্য রচিত হইয়াছে।

মিশ্রকাব্য।

৮১। গদ্য, পদ্য, গান এবং প্রাকৃত রচনার সংমিশ্রণে মিশ্র কাব্য উৎপন্ন হয়।

মিশ্রকাব্যের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রধান (১) চম্পু (২) কুঞ্চিকা (৩) পাঁচালী (৪) বিভাষ বা কথকতা (৫) ঢপ্।

৭২। অংশিক পদ্যে এবং আংশিক গদ্যে রচিত কাব্যের নাম চম্পু।

টীকা। একই আখ্যানে পদ্য গদ্য মিশ্রিত থাকিলেই চম্পু হয়। ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান একটি পদ্যে অপরটি গদ্যে লিখিত হইয়া একই গ্রন্থে সমাবিষ্ট হইলে চম্পু হয় না। বাঙ্গালা এণ্টেন্স কোর্স চম্পু নহে।

৭৩। পদ্য ও সঞ্চল রচনায় রচিত কাব্যের নাম ত্রোটক।

৭৪। সঙ্গীত ও সাধারণ পদ্য মিশ্রণাৎ পাঁচালী হয়।

৭৫। গদ্য এবং সঞ্চল রচনাৎ বিভাষ বা কথকতা হয়। ইংরেজ্যাৎ অনুকৃত নবেল্ সমুদয় ও এই বিভাষ শ্রেণীর অন্তর্গত।

৭৬। পদ্য, গান এবং সঞ্চল রচনা মিশ্রিত আখ্যানের নাম ঢপ।

টীকা। ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে একই আখ্যানে আংশিক রচনা এক প্রকার এবং আংশিক অন্য প্রকার হইলেই মিশ্রকাব্য হইতে পারে। নতুবা গদ্য রচনা মধ্যে প্রসঙ্গতঃ একটি পদ্য শ্লোক বা একটি গান থাকিলেই তাহা মিশ্র-কাব্য হয় না।

ইতি অলঙ্কার শাস্ত্র সমাপ্ত।